পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 245 Wednesday, 5 August, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ২৪৫ সংখ্যা ✻ ১৯ শ্রাবণ ১৪৩৩, বুধবার, ৫ আগস্ট ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে খুশি এনসিপিআই সাংসদরা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৪ আগস্টঃ তৃণমূলত্যাগী ২০ সাংসদদের ভবিষ্যৎ কী? তা এখনও স্পষ্ট নয়। ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা এনসিপিআইতে যোগ দেওয়ার পর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েকদিন। কিন্তু লোকসভার স্পিকার এখনও তাঁদের আলাদাভাবে স্বীকৃতি দেয়নি। এরইমধ্যে মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের, জঙ্গিপুরের খলিলুর রহমান ও বহরমপুরের ইউসুফ পাঠানকে ঘিরে শুরু হয়েছে একাধিক জল্পনা। আর এই আবহেই দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকে এনসিপিআইয়ের সাংসদরা। বঙ্গভবনে প্রায় দেড়ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে এই বৈঠক হয়। যেখানে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। এমনকী আবু তাহের, খলিলুর রহমান এবং পাঠানের সঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রী আলাদাভাবে কথা বলেছেন বলে খবর। বৈঠক শেষে মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার বলেন, ''এনসিপিআই এনডিএকে আগেই সমর্থন করেছে। তিনজন সাংসদের

নিজস্ব কিছু সমস্যা ছিল। তাঁরা সমস্ত কিছু মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। পরিস্কারভাবে কথা হয়েছে। তাঁরা আমাদের সঙ্গেই আছেন।'' এখানেই যে কোনও বিতর্ক নেই তা স্পষ্ট জানিয়ে দেন বাপি হালদার। পাশাপাশি রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে যে বিস্তারিত চর্চা হয়েছে তাও জানান তিনি। বাপি হালদার বলেন, ''উন্নয়নের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে আছেন। আগে যে কথা দিয়েছিলেন, তা নিশ্চিত করেছেন আরও একবার।'' একই সুর শোনা গিয়েছে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যেও। তিনি জানান, রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিত চর্চা হয়েছে। দারুন বৈঠক হয়েছে। এনসিপিআই সাংসদদের স্বীকৃতির বিষয়টি ঝুলে থাকায় সাংসদদের কেউ কেউ ধৈর্য হারাচ্ছেন! কেউ আবার এনডিএ-র শরিক হয়ে থাকার বদলে স্বাতন্ত্র্য চাইছেন। মুর্শিদাবাদের জেলার তিন সাংসদের দাবি তেমনই। আবু তাহেরের কথায়, ''সংসদে মুসলিম স্বার্থ বিরোধী কোনও বিল এলে আমরা প্রতিবাদ করব। উন্নয়ন না হলে আমরা থাকব না।'' সেই কারণে তাঁদের মূল লক্ষ্য, পৃথক দলের স্বীকৃতি। এর মাঝে দুবার এনডিএ-র বৈঠকে গরহাজির এবং সংসদ চত্বরে কালীঘাট তৃণমূলের সাংসদ সৌগত রায়ের সঙ্গে দেখা, গল্পগুজবের ছবিতে অন্য জল্পনা উসকে উঠেছিল। জল্পনা তৈরি হয়, আবু তাহের, খলিলুর রহমান ও ইউসুফ পাঠান কি আবার মমতা শিবিরে ফিরতে চাইছেন? এনিয়ে যদি কোনও পক্ষ কিছু বলেনি। তবে

● এরপর ৬ পাতায়...

মোদি-শাহের সারিতে সুদীপ-কাকলি!

'দল ঐক্যবদ্ধ' বার্তা দিলেও বৈঠকে উধাও এনসিপিআই-এর ৩ সাংসদ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৪ আগস্টঃ একদিকে যখন এনডিএ-র হাইপ্রোফাইল বৈঠকে দাঁড়িয়ে 'সর্বাঙ্গীন একতা'র বুলি আওড়াচ্ছেন এনসিপিআই সাংসদ দাবির ঠিক বিপরীতে গিয়ে বৈঠকে উধাও তিন হেভিওয়েট মুখ- মুর্শিদাবাদের আবু তাহের, জঙ্গিপুরের খলিলুর রহমান এবং বহরমপুরের ইউসুফ পাঠান। তবে কি পাশে দাঁড় করিয়ে তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়ের মন্তব্য সেই গুঞ্জনে অনুঘটকের কাজ করে। সৌগত সোজা ব্যাটে খেলে বলেছিলেন, ''আমরা তো চাই

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিক তখনই সেই দাবির ওপর প্রশ্নচিহ্ন বসিয়ে দিল দলেরই তিন সাংসদের অনুপস্থিতি। মঙ্গলবার দিল্লির সংসদ ভবন চত্বরে শাসকজোটের 'মঙ্গল মিলন' বৈঠকে সুদীপ প্রকাশ্যে বলেন, ''এনসিপিআই-তে সকলে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে।'' কিন্তু বৈঠক শুরু হতেই দেখা গেল, ২০ জন সাংসদের দলের শীর্ষনেতার সেই দিল্লিতে বসে ঐক্যের বার্তা দেওয়া হলেও এনসিপিআই-এর সলতে পাকাচ্ছে উল্টো দিকেই? তিন সাংসদের একসঙ্গে অনুপস্থিতি মোটেও আকস্মিক নয় বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। গত কয়েক দিন ধরেই জোর জল্পনা, এই তিন জন ফের 'কালীঘাট' তৃণমূলে ফেরার আর্জি জানিয়েছেন। সংসদ চত্বরে আবু তাহের ও খলিলুরকে সবাই ফিরে আসুন।'' আগুনে ঘি ঢেলে সোমবার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষও দাবি করেন, বিদ্রোহী শিবিরের অন্তত ৬ জন সাংসদ ও বেশ কয়েক জন বিধায়ক প্রতিনিয়ত তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের মধ্যে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে এনডিএ-র গুরুত্বপূর্ণ জোট বৈঠকে ওই ৩ জনের না-থাকা সেই

● এরপর ৬ পাতায়...

'নতুন ইতিহাস তৈরি করতে সাহায্য করুন'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ আগস্টঃ ফের একবার পিছিয়ে গেল ভবানীপুর-মামলা। ফের ছ'সপ্তাহ পরে হবে শুনানি। সবাইকে নতুন করে নোটিস দেওয়ার নির্দেশ। ২০২৬-এ ভবানীপুরের প্রার্থী ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই কেন্দ্র থেকে জয়ী হলে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শুভেন্দু। সেই ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয় হাইকোর্টে। আজ, মঙ্গলবার সেই মামলায় সওয়াল করেন মমতার আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী চার সপ্তাহ সময় নিলেন লিখিত বক্তব্য জানানোর জন্য। এরপরই আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধিতা করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী কল্যাণ বলেন, ''পাঁচ বছরেও ইলেকশন পিটিশন মামলা শেষ হয় না। এটা কলকাতা হাইকোর্টের খারাপ ইতিহা। নতুন ইতিহাস তৈরি করতে সাহায্য করুন।'' আইনজীবী আরও বলেন, ''১৯৮১ সাল থেকে প্র্যাকটিস করছি, মাত্র একটি মামলায় পাঁচ বছর শেষ হওয়ার তিন মাস আগে নিষ্পত্তি হয়েছে এই আদালতে। এবার এই মামলায় একটা নজির গড়তে দয়া করে সাহায্য করুন।'' বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত আশ্বাস দিয়ে বলেন, ''চেষ্টা করছি। সবাইকে নতুন করে নোটিস দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'' ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্রে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হেরে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই কেন্দ্র থেকেই ১৫,১০৫ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করেই মামলা করেন মমতা। অভিযোগ ওঠে, '১২ রাউন্ড গণনার পর মমতাই এগিয়ে ছিলেন। এরপর সব বদলে যায়।' তৃণমূলের এজেন্টদের মারধর করা হয়, বের করে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ ওঠে।

চিনার পার্কেও পৌঁছে গিয়েছিল হামিম!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ আগস্টঃ জঙ্গি সন্দেহভাজন হিসেবে হামিম মণ্ডল গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসতে শুরু করেছে। শুরু থেকেই গোয়েন্দাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে শাহজাদ ভাট্টি গ্যাং-এর এই সদস্যের নিশানায় ছিলেন রাজ্যের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেই রেইকি করা হচ্ছিল বলে দাবি এসটিএফের গোয়েন্দাদের। আর এবার হামিমকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সামনে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। হামিমকে জেরা করে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, চিনার পার্কে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বাড়ি রেইকি করে এসেছিল মহম্মদ হামিম মণ্ডল। বাড়িটা দেখে এলেও সেই বাড়ির কোনও ছবি বা ভিডিয়ো

● এরপর ৬ পাতায়...

অসমে কিশোরীকে চরম নৃশংসতায় খুন!

ধৃত ৩, অপরাধের ভয়াবহতায় ১৭-র নাবালককে 'প্রাপ্তপয়স্ক' গণ্যের আর্জি পুলিশের

সংবাদ সংস্থা, গুয়াহাটি, ৪ আগস্টঃ অসমে ১৫ বছরের এক কিশোরীকে গণধর্ষণ ও নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই তরুণ ও এক নাবালক-সহ মোট তিন জনকে গ্রেফতার করেছে কিশোরীর বাড়ি হাইলাকান্দির কাটলিচেরা থানা এলাকায়। গত শনিবার রাতে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে একটি স্থানীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিল সে। সেখানে এক আত্মীয়ের সঙ্গে বচসা

পুলিশ। ধৃতদের বয়স ১৭ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃতদের অন্তত এক জনের সঙ্গে নিহতের পূর্বপরিচয় ও সম্পর্ক ছিল। ঘটনার নৃসংশতায় শিউরে উঠেছেন তদন্তকারীরাও। ধৃতদের মধ্যে এক জনের বয়স সাড়ে ১৭ বছর হওয়া সত্ত্বেও অপরাধের ভয়াবহতা বিবেচনা করে তাকে বিশেষ ছাড় দিতে নারাজ পুলিশ। হাইলাকান্দির সিনিয়র পুলিশ সুপার অমিতাভ সিং জানান, ''অপরাধের চরম নৃশংসতার কথা মাথায় রেখে ওই ধৃতকে যাতে আইনি প্রক্রিয়ায় 'প্রাপ্তবয়স্ক' হিসেবে গণ্য করা হয়, আদালতে সেই আর্জি জানানো হয়েছে।'' পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত হওয়ায় অভিমান করে একাই বাড়ি ফিরে আসে কিশোরী। রাত ১১টা নাগাদ অনুষ্ঠান শেষে পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ফিরে উঠোনে তার ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। মুখমণ্ডল ও দেহ এতটাই বিকৃত করে দেওয়া হয়েছিল যে, প্রথমে শনাক্ত করতেই বেগ পেতে হয় পরিজনদের। পরিবার অভিযোগ তোলে, তাকে নির্মম ভাবে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিচার ও দোষীদের গ্রেফতারির দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ। পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত

● এরপর ৬ পাতায়...

ঘুটিয়ারি শরিফের 'হেরোইন সম্রাট' সোফিক লস্কর গ্রেফতার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৪ আগস্টঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মাদকের কালো সাম্রাজ্যে বড়সড় আঘাত হানল পুলিশ। গ্রেফতার করা হল ঘুটিয়ারি শরিফের কুখ্যাত 'হেরোইন সম্রাট' তথা মাদক কারবারি সোফিক লস্কর ওরফে পিন্টুকে। দীর্ঘদিন ধরে মাদক আইন সংক্রান্ত একাধিক মামলায় পুলিশ তাঁকে খুঁজছিল। অবশেষে সোমবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরবর্তীতে তাঁর ডেরা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একাধিক বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও তাজা কার্তুজ। মাদকের জাল ছড়িয়ে

কয়েক দশক ধরে কোটি কোটি টাকার এই অবৈধ ব্যবসা চালাচ্ছিল পিন্টু। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোফিকের উত্থান শুরু হয়েছিল বাম জমানার শেষের দিকে। পরবর্তী সময়ে রাজ্যের একাধিক জেলায় নিজের মাদকের নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে ফেলে সে ফুলেফেঁপে ওঠে। প্রথমদিকে মুর্শিদাবাদ থেকে অত্যন্ত গোপনে হেরোইন তৈরির কাঁচামাল এনে ঘুটিয়ারি শরিফে মজুত ও বিক্রি করত সোফিক। পরে দক্ষিণ ২৪

● এরপর ৬ পাতায়...

'আগে দেশকে বাঁচাতে হবে'

শুভেন্দু-কাকলিদের বৈঠক নিয়ে অগ্নিমিত্রার ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ আগস্টঃ তিনি রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী। গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। আর সেই অগ্নিমিত্রা পাল বলছেন, দলের (বিজেপির) সব বিষয়ে মন্তব্য করার অধিকার তাঁর নেই। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে এনসিপিআই সাংসদদের বৈঠক নিয়ে মন্তব্য করতে চান না জানিয়ে একথা স্পষ্ট করে দেন তিনি। একইসঙ্গে আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক জানিয়ে দেন, তাঁদের দলের কাছে দেশ আগে। মঙ্গলবার নয়াদিল্লির বঙ্গভবনে এনসিপিআই সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। তা নিয়েই এদিন অগ্নিমিত্রা প্রতিক্রিয়া জানতে

● এরপর ৬ পাতায়...

'নতুন সিদ্ধান্ত না নিলে চলবে!'

রোগীদের খাবার নিয়ে হাইকোর্টে শুভেন্দু-সরকারের বড় জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ আগস্টঃ সরকারি হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীদের জন্য খাবারের বরাদ্দ বাড়ানোর যে সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নিয়েছিল, তাতে বড় স্বস্তি মিলল রাজ্যের। বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি অজয় গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ মামলাটির শুনানিতে সিঙ্গল বেঞ্চের দেওয়া স্থগিতাদেশ সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের সিদ্ধান্ত নেয়। এর অংশ হিসাবে মাথা পিছু আগের নির্ধারিত ৫৭ টাকার খাবার বরাদ্দ বাড়িয়ে ১১২ টাকা করার প্রাইস চার্ট ঘোষণা করা

● এরপর ৬ পাতায়...

আমাদের আদমশুমারি
আমাদের উন্নয়ন

গৃহ মंत्रालय
भारत सरकार

(২০২৭ সালের আদমশুমারির প্রথম পর্যায়)
স্ব-গণনা (এসই) বিষয়ক সাধারণ জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর (দ্বিতীয় পর্ব)

স্ব-গণনা কী?
স্ব-গণনা হলো একটি অনলাইন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো গণনাকারীর জন্য অপেক্ষা না করেই আপনি নিজে এসই পোর্টালে (se.census.gov.in) আপনার পরিবারের তথ্যাদি পূরণ ও জমা দিতে পারেন।

স্ব-গণনার সুবিধাসমূহ কী কী?
- সুবিধাজনকভাবে তথ্য পূরণ করা যায়
- গোপনীয়তা নিশ্চিত করে
- জনশুমারির প্রক্রিয়াকে দ্রুত ও দক্ষ করে তোলে

স্ব-গণনা পোর্টালে কীভাবে লগ-ইন করবেন?
- রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নির্বাচন করুন
- পরিবারের প্রধানের নাম, মোবাইল নম্বর এবং ইমেল (ঐচ্ছিক) দিন
- ওটিপি--এর মাধ্যমে যাচাই করুন
- স্ব-গণনা শুরু করুন

আপনার বাড়ির সঠিক অবস্থান কীভাবে চিহ্নিত করবেন?
- জেলা/পিন কোড নির্বাচন করুন
- এলাকা/ল্যান্ডমার্ক উল্লেখ করুন
- ম্যাপ জুম করে আপনার বাড়ির কাছাকাছি অবস্থানটি চিহ্নিত করুন (সঠিক ঠিকানা প্রদর্শিত না হলে চিন্তার কিছু নেই)
- সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করা জরুরি

আমি কি পরে আমার তথ্য পরিবর্তন করতে পারব?
- হ্যাঁ, রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের এসই চলাকালীন চূড়ান্ত জমা দেওয়ার আগে আপনি তথ্য সংশোধন করতে পারবেন।
- চূড়ান্ত জমা দেওয়ার পরেও গণনাকারীর পরিদর্শনের সময় পরিবর্তন করা যাবে।

ভারত-এর বাইরে কি এসই পোর্টাল ব্যবহার করা যাবে?
না, এই সুবিধাটি শুধুমাত্র ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই উপলব্ধ।

জমা দেওয়ার পর যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে, তবে কী হবে?
গণনাকারী আপনার বাড়িতে এলে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যাবে।

আমি কি ফর্মটি সংরক্ষণ করে পরে পূরণ করতে পারি?
হ্যাঁ, আপনি আপনার কাজের অগ্রগতি সংরক্ষণ করতে পারেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফর্মটি পূরণ করতে পারেন।

টোল ফ্রি - ১৮৫৫

CBC 19108/13/0162/2627

আসুন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি, আসুন আমরা আদমশুমারিতে অংশগ্রহণ করি। CensusIndia2027

২০২৮ থেকে বদলাচ্ছে স্কুলের সিলেবাস!

সিঙ্গুর আন্দোলন থাকবে? 'সিদ্ধান্ত' কমিটির হাতেই সঁপলেন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ আগস্টঃ রাজ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে দীর্ঘমেয়াদি রোডম্যাপ তৈরির কাজ শুরু করল সিলেবাস কমিটি। মঙ্গলবার সল্টলেকের বিদ্যাসাগর ভবনে নবগঠিত এই কমিটির প্রথম বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মণ জানিয়ে দিলেন, আগের সরকারের মতো হুটহাট করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে বিদ্যমান পাঠ্যবইগুলিই বহাল রেখে মূলত পর্যালোচনা বা 'রিভিউ' করা হবে। তবে ২০২৮ সালে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রমে বড় ধরনের পুনর্গঠন আনার স্পষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এ দিনের বৈঠকে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, স্কুল শিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মণ, শিক্ষা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী, তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স মন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী এবং শিক্ষা সচিব বিনোদ কুমার উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক দেবাশিস

চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন এই সিলেবাস কমিটির সদস্য অরিন্দম ব্যানার্জি ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা দফতরের শীর্ষ আধিকারিকেরা বৈঠকে অংশ নেন। আমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিলেন বর্ষীয়ান ব্যক্তিত্ব তথাগত রায়ও। বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী জানান, সময় কম থাকায় ২০২৭ সালের জন্য নতুন করে পাঠ্যসূচিতে কোনও রদবদল হচ্ছে না। প্রথা মেনে ২০২৭ সালের ২ জানুয়ারি 'বই দিবস'-এর আগেই শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছে দেওয়া হবে। তবে ২০২৮ সালের নতুন কারিকুলাম ও সিলেবাসের খসড়া বা ড্রাফট সম্পূর্ণ তৈরি হওয়ার পর তা জনসমক্ষে আনা হবে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনের কাছে মতামত চাওয়া হবে। সেমিস্টার পদ্ধতি কিংবা 'পাস-ফেল' প্রথা ফেরানোর মতো সংবেদনশীল বিষয়গুলি জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র নির্দেশিকা মেনে ২০২৮ সালের নতুন পাঠ্যক্রমেই বিবেচনা করা হবে। পাঠ্যবইয়ে সাম্প্রতিক অতীতের রাজনৈতিক ঘটনাবলি- বিশেষ করে সিঙ্গুর আন্দোলন বা বেচারাম মান্নার ইতিহাস থাকা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ''পাঠ্যক্রমে কোনও রাজনীতি থাকবে না, থাকবে ভীতিমুক্ত পরিবেশ ও বিজ্ঞানমনস্কতা। সিঙ্গুর বা সাম্প্রতিক ইতিহাস পাঠ্যবইয়ে রাখা যুক্তিসঙ্গত কি না, তা শিক্ষাবিদেরাই বিবেচনা করবেন। সিলেবাস কমিটি যে

● এরপর ৬ পাতায়...

পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী ও লোকসভার অধ্যক্ষের

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রী এন. রঙ্গস্বামীর জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিলা-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারা। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এন. রঙ্গস্বামীর অভিজ্ঞ ও উন্নয়নমুখী নেতৃত্বের সুফল পাচ্ছেন পুদুচেরির মানুষ। প্রধানমন্ত্রী তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবন কামনা করেন।ওম বিড়লা সমাজ মাধ্যম 'এক্স'-এ লিখেছেন, পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রী এন. রঙ্গস্বামীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। আপনার সুস্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি এবং দীর্ঘ ও পরিপূর্ণ জীবনের প্রার্থনা করি।প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, এন. রঙ্গস্বামী পুদুচেরির উন্নয়নের যাত্রাকে আরও শক্তিশালী করতে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনিও রঙ্গস্বামীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন।কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজুও রঙ্গস্বামীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বালতালের উদ্দেশে রওনা ৯৬৪ জন অমরনাথ তীর্থযাত্রী

জম্মু, ৪ আগস্ট ঃ শ্রী অমরনাথের পবিত্র গুহা দর্শনের জন্য ৯৬৪ জন তীর্থযাত্রীর একটি নতুন দল মঙ্গলবার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে বালতাল বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হযেছে।মঙ্গলবার জম্মু পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২৭-তম দলটি এদিন ভোররাত ৩টে ৫ মিনিটে ৩৯টি গাড়ির কনভয়ে রওনা হয়। এর মধ্যে রয়েছে ২১টি বাস, ৮টি মাঝারি মাপের যান এবং ১০টি হালকা গাড়ি। পুণ্যার্থীদের দলে রয়েছেন ৭৪৪ জন পুরুষ, ১৭৭ জন মহিলা, একজন শিশু, ৩২ জন সাধু এবং ১০ জন সাধ্বী। উল্লেখ্য, জম্মুর ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে রওনা হওয়া মোট তীর্থযাত্রীর সংখ্যা বেড়ে হযেছে ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৭১২ জন। এদিকে, মঙ্গলবার বালতাল বেস ক্যাম্প থেকে জম্মুর উদ্দেশে ফিরছেন প্রায় ২ হাজার জন তীর্থযাত্রীর ২৫-তম দল।

ডঃ ডি. ওয়াই. পাটিলের প্রয়াণে প্রধানমন্ত্রীর শোকপ্রকাশ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৪ আগস্টঃ ডঃ ডি.ওয়াই. পাটিলের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডি.ওয়াই. পাটিল জনকল্যাণ এবং বিশেষ করে শিক্ষার মাধ্যমে সমাজসেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি সর্বদা অন্যদের, বিশেষ করে দরিদ্রদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য কাজ করে গেছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর এক্স-বার্তায় ডঃ পাটিলের সঙ্গে নিজের একটি পুরনো সাক্ষাতের ছবিও ভাগ করে নেন।উল্লেখ্য, ডঃ ডি.ওয়াই. পাটিল মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি একজন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা ছিলেন। ত্রিপুরা, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবেও দাযিত্ব পালন করেছেন। তিনি দেশজুড়ে ১৮০টিরও বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বর্তমানে এক লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। শিক্ষা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিরোধীদের হইচইয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব ব্যাহত, দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতবি লোকসভার অধিবেশন

পীঠাসীন : মাননীয় অধ্যক্ষ, শ্রী ওম বিরলা

নাদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৪ আগস্টঃ বিরোধী সাংসদদের বিক্ষোভ, স্লোগান এবং লাগাতার হইচইয়ের জেরে মঙ্গলবার লোকসভার কার্যক্রম শুরু থেকেই অশান্ত হয়ে ওঠে। এর ফলে সংসদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর পর্ব নির্বিঘ্নে পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য একাধিকবার আবেদন জানান লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। কিন্তু তাঁর অনুরোধ সত্ত্বেও বিরোধী সদস্যদের বিক্ষোভ অব্যাহত থাকায় শেষ পর্যন্ত তিনি লোকসভার অধিবেশন দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করেন।মঙ্গলবার অধিবেশন শুরু হওয়ার পরই বিরোধী সাংসদরা বিভিন্ন ইস্যুতে সরব হয়ে ওঠেন এবং স্লোগান দিতে শুরু করেন। সংসদের পরিবেশ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্ব ব্যাহত হয়। এই পরিস্থিতিতে স্পিকার ওম বিড়লা সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, প্রশ্নোত্তর পর্ব সংসদীয় কার্যক্রমের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তিনি সকল সাংসদকে সংসদের মর্যাদা বজায় রেখে আলোচনায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান এবং স্লোগান বা হইচই থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেন।স্পিকার আরও বলেন, সংসদে জনস্বার্থের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করাই জনপ্রতিনিধিদের মূল দাযিত্ব। স্লোগান বা বিক্ষোভের পরিবর্তে সংসদীয় নিয়ম মেনে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য তিনি বিরোধী সদস্যদের আহ্বান জানান। তবে তাঁর এই আবেদন কার্যকর না হওয়ায় বিরোধী সদস্যদের হইচই ও স্লোগান চলতেই থাকে।ক্রমাগত বিশৃঙ্খলার কারণে প্রশ্নোত্তর পর্ব এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না হওয়ায় স্পিকার ওম বিড়লা শেষ পর্যন্ত লোকসভার কার্যক্রম দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করেন। এর ফলে দিনের শুরুতেই সংসদের নির্ধারিত কার্যসূচি ব্যাহত হয় এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব সম্পূর্ণভাবে পরিচালনা করা যায়নি।

রাঁচিতে পড়ুয়াদের আন্দোলন অব্যাহত, স্বচ্ছতার দাবি শিক্ষার্থীদের

রাঁচি, ৪ আগস্ট ঃ ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ অব্যাহত। জেপিএসসি, জেএসএসসি সিজিএল এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনিয়মের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা তাঁদের প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছেন। রবিবার সন্ধ্যায় বিক্ষোভরত এক ছাত্রী বলেন, ঝাখণ্ড এমন একটি ভূমি যেখানে শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করছে। দেশের অন্যান্য প্রান্তে প্রতিবাদের ধরন আপনারা হয়তো দেখেছেন, কিন্তু ঝাড়খণ্ডের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। এখানে সরকারের কাছে একমাত্র আবেদন হলো-সরকার যেন শিক্ষার্থীদের কথা শোনে। আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া একটি সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ তাই আমরা সরকারের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি, তারা যেন এগিয়ে আসে এবং আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসে। জেপিএসসি, জেএসএসসি কিংবা কালো তালিকাভুক্ত কোম্পানি ‘ সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট হোক না কেন, অতীতে অনুষ্ঠিত সব পরীক্ষা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। পাশাপাশি, সেই সময়কালে যেসব অনিয়ম হয়েছে, তার জন্য দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে। পুরো ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা থাকা আবশ্যক।

এনডিএ-র ‘মঙ্গল মিলন’ বৈঠকে কর্মসংস্থান ও ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমসের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট দেশের যুবসমাজের উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমসের প্রস্তুতি নিয়ে মঙ্গলবার এনডিএ সংসদীয় দলের সাপ্তাহিক ‘ মঙ্গল মিলন’ বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংসদ ভবনের লাইব্রেরি বিল্ডিংয়ের জিএমসি বালযোগী সভাগৃহে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য দুটি বিশেষ উপস্থাপনা করেন।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন-সহ এনডিএ-র একাধিক শীর্ষ নেতা ও সাংসদ। পাশাপাশি সংসদের চলতি বাদল অধিবেশনের বাকি ১০ দিনের আইন প্রণযন সংক্রান্ত কৌশল নিয়েও আলোচনা হয।সূত্রের খবর, বৈঠকে সংসদের ফ্লোর ম্যানেজমেন্ট , গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস করানো এবং শরিক দলগুলির মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করার বিষয়টি গুরুত্ব পায়। এরপর মনসুখ মাণ্ডব্য ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমসের প্রস্তুতি, যুব উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে দুটি পৃথক প্রেজেন্টেশন দেন।এদিকে, এনসিপিআই-এর তিন সাংসদ আবু তাহির, খলিলুর রহমান এবং ইউসুফ পাঠান টানা দ্বিতীযবারের মতো এই বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁদের অনুপস্থিতি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসে তাঁদের ফেরার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা চলছে। যদিও এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সাংসদ বা দলের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা হয়নি।বৈঠক শেষে সাংসদ রবি কিষাণ বলেন, দেশের উন্নযনের গতি, জিডিপি বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং যুবকদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।

একাধিকবার রেকি করেছিল হামিম মণ্ডল, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া হামিম মণ্ডলকে নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে তদন্তকারী সংস্থাগুলির হাতে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ রাজ্যের একাধিক মন্ত্রীর গতিবিধির ওপর নজর রাখার দায়িত্ব তার ওপরেই ছিল। এই লক্ষ্যেই সে একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রীর চিনার পার্কের বাসভবনের আশেপাশে গিয়ে রেকি করেছিল।এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, মোবাইল টাওয়ার লোকেশন খতিয়ে দেখার পর আধিকারিকরা হামিমের আগের গতিবিধির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তদন্তে জানা যায়, সে একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে এবং আশেপাশে গিয়েছিল। শুরুতে হামিম এই অভিযোগ অস্বীকার করলেও, জেরা চলাকালীন সে স্বীকার করে নেয় যে সে একাধিকবার চিনার পার্কের বাসভবন এবং মুখ্যমন্ত্রীর যাতায়াতের রুটগুলিতে রেকি করেছিল।এই মামলায় হামিম ছাাও তার পরিচিত অর্পিতা সরকার এবং আদিত্য সিং ওরফে রাজকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, এই চক্রের সঙ্গে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এবং সেখানকার কুখ্যাত গ্যাংস্টার শাহজাদ ভাট্টির গ্যাংয়ের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তদন্তকারী সংস্থাগুলির দাবি, পশ্চিমবঙ্গে ব। ধরনের নাশকতামূলক ও জঙ্গি কার্যকলাপের ষাযন্ত্র করা হচ্ছিল, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও নিশানায় ছিলেন। পুলিশের মতে, অর্পিতা সরকারকে তথাকথিত হানি ট্র্যাপ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। অভিযোগ, সে নেতা, মন্ত্রী এবং আধিকারিকদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাঁদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহ করত।এই সমস্ত তথ্য সামনে আসার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, হত্যাকাণ্ড এবং অন্যান্য নাশকতামূলক কাজের মাধ্যমে রাজ্যে বড় ধরনের অস্থিরতা তৈরি করার পরিকল্পনা ছিল। তদন্তকারী সংস্থাগুলির এও সন্দেহ যে, শাহজাদ ভাট্টির গ্যাং হামিম ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে একটি সমান্তরাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল।

পুঞ্চ জেলার সুরনকোটে সন্দেহভাজনদের দেখা মেলায় নিরাপত্তাবাহিনীর তল্লাশি অভিযান

পুঞ্চ, ৪ আগস্ট ঃ জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার সুরনকোট থানা এলাকার ধারা সংলা গ্রাম সংলগ্ন অঞ্চলে সন্দেহজনক গতিবিধির খবর পাওয়ার পর মঙ্গলবার স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপ সুরনকোট এবং ১৬ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।প্রশাসন সূত্রের খবর অনুযায়ী, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের দেখতে পাওয়ার দুটি পৃথক ঘটনা সামনে এসেছে। প্রথম ঘটনায় গুজ্জর নার এলাকায় ৩ জন সন্দেহভাজনকে দেখা যায়, এবং দ্বিতীয় ঘটনায় খেরোয়ালি ঢোকের কাছে ৪ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে দেখতে পাওয়া যায়। খবর পেতেই নিরাপত্তাবাহিনী দ্রুত এলাকা ঘিরে ফেলে এবং সন্দেহভাজনদের খোঁজে যৌথ অভিযান শুরু করে।সংবাদ লেখা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযান জারি ছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা

ভারতীয় চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম কিশোর কুমার

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃভারতীয় সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম কিশোর কুমার। তিনি ছিলেন গায়ক, অভিনেতা, সুরকার, পরিচালক, লেখক - এক কথায় সর্বগুণ সম্পন্ন শিল্পী। তাঁর কণ্ঠ আজও বাঙালির মন ছুঁয়ে যায।কিশোর কুমারের আসল নাম ছিল আভাস কুমার গাঙ্গুলি। তিনি ১৯২৯ সালের ৪ ঠা আগস্ট মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা ছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা অশোক কুমার। ছোটবেলা থেকেই গান আর অভিনয়ের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। কিশোর কুমারকে প্লেব্যাক সিংগিং এর রাজা বলা হয়। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তিনি হিন্দি ও বাংলা সিনেমায় অসংখ্য গান গেয়েছেন। তিনি নিজেই নিজের অনেক গানের সুর দিয়েছেন। বাংলা গানেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য - আমার পুজোর ফুল, আগে কত সুন্দর দিন কাটাইতাম আজও জনপ্রিয়। গানের পাশাপাশি তিনি একজন দারুণ অভিনেতা ও কমেডিয়ানও ছিলেন। হাফ টিকিট, চলতি কা নাম গাড়ি, পড়োসন সিনেমায় তাঁর অভিনয় ও কৌতুক আজও মানুষকে হাসায়। তাঁর মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল যা আর কারও মধ্যে দেখা যায় না। কিশোর কুমার ছিলেন একটু খামখেয়ালি, কিন্তু ভীষণ সহজ-সরল মানুষ। তিনি নিয়ম-কানুন মানতে পছন্দ করতেন না। নিজের মতো করে জীবন কাটিয়েছেন। কাজকে ভালোবাসতেন, তাই একসাথে গান, অভিনয়, পরিচালনা সব করতেন।১৯৮৭ সালের ১৩ ই অক্টোবর তিনি প্রয়াত হন। কিন্তু তাঁর গান আজও আমাদের মনের মনি কোঠায় জায়গা করে নিয়েছে। প্রত্যেক নতুন প্রজন্ম তাঁর গান শুনে বড় হয়। রেডিও, অনুষ্ঠান, মোবাইল - সব জায়গায় কিশোর কুমারের গান বাজে। তিনি প্রমাণ করেছেন শিল্পী মরে না, শিল্পী বেঁচে থাকেন তাঁর সাধনায়। আজ ৪ ঠা আগস্ট । কিশোর কুমারের শুভ জন্মদিন। বাংলার জনপ্রিয় দৈনিক সংবাদপত্র দুরন্ত বার্তার পক্ষ থেকে এবং বাঁকুড়া জেলার একজন আদর্শ শিক্ষক ও সাংবাদিক হিসাবে আমরা জানাই তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সাধুর বেশে বিরোধী সাংসদদের প্রতিবাদ ঘিরে তীব্র সমালোচনা, কড়া পদক্ষেপের দাবি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

নয়াদিল্লি, ৪ আগষ্টঃসংসদ ভবন চত্বরে বিরোধী সাংসদদের সাধুর বেশে প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)। সংগঠনের আন্তর্জাতিক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. সুরেন্দ্র জৈন এই ঘটনাকে সনাতন ধর্ম, সাধু-সন্ত এবং হিন্দু সমাজের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি অবমাননা বলে দাবি করেছেন। বিষয়টি নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জাতীয় মুখপাত্র বিনোদ বনসল এক বিবৃতিতে ড. জৈনের বক্তব্য তুলে ধরেন।ড. সুরেন্দ্র জৈনের অভিযোগ, কংগ্রেস-সমর্থিত নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির কয়েকজন সাংসদ সাধুর বেশ ধারণ করে যে প্রতিবাদ করেছেন, তা অত্যন্ত অশোভন এবং অনভিপ্রেত। তাঁর দাবি, ধর্মীয় প্রতীককে রাজনৈতিক প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। তিনি বলেন, এ ধরনের পদক্ষেপ কোটি কোটি মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানে এবং সংসদের মতো মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের সঙ্গেও তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।নিজের বক্তব্যে ড. জৈন পৌরাণিক প্রসঙ্গ টেনে বলেন, রাবণ যেমন প্রতারণার উদ্দেশ্যে সাধুর ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল, তেমনই ধর্মীয় প্রতীকের ব্যবহার করে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, বিরোধী দলগুলি দীর্ঘদিন ধরেই সনাতন ধর্মের বিরোধিতা করে আসছে এবং অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের পর সেই মনোভাব আরও স্পষ্ট হয়েছে। তবে এই মন্তব্যগুলি সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব মতামত ও অভিযোগ।তিনি আরও বলেন, হিন্দু সমাজ সহনশীল হলেও সেই সহনশীলতার সুযোগ নেওয়া উচিত নয়। তাঁর দাবি, ধর্মীয় প্রতীক নিয়ে এ ধরনের আচরণ অন্য কোনও ধর্মের ক্ষেত্রে করা হলে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। সেই প্রেক্ষিতে তিনি বিরোধী নেতাদের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দেন।এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে সংশ্লিষ্ট সাংসদদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। সংগঠনের বক্তব্য, সংসদ চত্বরে ধর্মীয় প্রতীকের অবমাননা মেনে নেওয়া যায় না এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা উচিত।পাশাপাশি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জানিয়েছে, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে আইনি পদক্ষেপের বিষয়টিও তারা বিবেচনা করছে। ড. সুরেন্দ্র জৈন সতর্ক করে বলেন, এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে দেশের সাধু-সন্ত এবং হিন্দু সমাজ বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে পারে।

হরিয়ানার পদকজয়ীদের বিমানবন্দরে উষ্ণ অভ্যর্থনা

চণ্ডীগড়, ৪ আগস্ট ঃগ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে পদকজয়ী ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের অভ্যর্থনা জানানো হলো নতুন দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল-৩ এ। গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ ভারতের পদক জয়ের তালিকায় রয়েছে ১৩টি সোনা, ১৭টি রুপো এবং ৯টি ব্রোঞ্জ। এর মধ্যে হরিয়ানার মোট ১১ জন ক্রীড়াবিদ পদক জিতে দেশের গৌরব বাড়িয়েছেন। ভারতের মোট ১৩টি সোনার পদকের মধ্যে হরিয়ানার খেলোয়াড়রা ৭টি সোনা জিতেছেন। বক্সাররা এই সোনার পদক জিতেছেন।হরিয়ানার খেলোয়াড়দের অভ্যর্থনা জানাতে হরিয়ানার ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী গৌরব গৌতম বিমানবন্দরে পৌঁছন। তিনি জানান, এই খেলোয়াড়রা তাঁদের অসামান্য প্রতিভায় দেশের গৌরব বাড়িয়েছেন। তরুণ প্রজন্মকে খেলায় এগিয়ে আসার প্রেরণা যুগিয়েছেন। তিনি সমস্ত পদকজয়ীদের অভিনন্দন জানান। বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনির নেতৃত্বে হরিয়ানা সরকার খেলোয়াড়দের বিশ্বমানের সুবিধা প্রদান করছে এবং ক্রীড়া প্রতিভাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। গৌরব গৌতম আরও জানান, আগামী ৭ আগস্ট চণ্ডীগড়ে মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি সমস্ত খেলোয়াড়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। হরিয়ানা সরকারের ক্রীড়ানীতি অনুযায়ী এই খেলোয়াড়দের সম্মানিত করা হবে বলেও জানান তিনি।

রাজ্যজুড়ে পালিত হচ্ছে ‘ নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০২৬’, ফেসবুক বার্তায় তথ্য দিলেন শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৪ আগস্টঃ গত সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিনেই ৩-৯ আগস্ট সপ্তাহব্যাপী পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের সূচনা করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় ভাবে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সোশ্যাল মিডিয়ার ফেসবুক পেজে লিখেছেন, - পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে এবং কলকাতা পুলিশ ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ট্রাফিক ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় আজকে গত ৩রা আগস্ট থেকে ৯ই আগস্ট জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে পালিত হচ্ছে 'পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ - ২০২৬'। চিংড়িঘাটা ক্রসিংয়ে উপস্থিত থেকে পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে এগিয়ে আসা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করলাম।আমাদের অঙ্গীকার 'নিরাপদ রাস্তা, নিরাপদ পশ্চিমবঙ্গ'।সকলের সচেতনতা, দাযিত্বশীলতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠুক দুর্ঘটনামুক্ত, নিরাপদ ও সচেতন আগামী দিনের পশ্চিমবঙ্গ।

ওড়িশার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি, বাড়ছে সাপের উপদ্রব

ভুবনেশ্বর, ৪ আগস্ট ঃ ওড়িশায় মহানদী-সহ সমস্ত প্রধান নদীতে জলস্তর কমে আসায় বন্যা পরিস্থিতির ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। জলাধারে জলের আগমন কমে যাওয়ায় হীরাকুদ বাঁধ কর্তৃপক্ষ বন্যা-জল নিষ্কাশনের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মহানদী-সহ সমস্ত প্রধান নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখাগুলিতে জলস্তর কমে আসায় ওড়িশায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি অব্যাহত রয়েছে। হীরাকুদ জলাধারে জলের আগমন কমে যাওয়ায় কর্তৃপক্ষ তিনটি স্পিলওয়ে গেট বন্ধ করে দিয়েছে এর ফলে বন্যা-জল নিষ্কাশনের জন্য খোলা গেটের সংখ্যা ২২টি থেকে কমিয়ে ১৯টি করা হয়েছে।রাজ্য সরকার বন্যার ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত সমীক্ষা শুরু করেছে এবং যেসব পরিবারের বাাঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে, তাদের জন্য ১ লক্ষ ২০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করেছে। আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর ও ফসলের ক্ষতির জন্যও ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ভদ্রক ও জাজপুর জেলার কৃষকরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন, কারণ ধান ও শাকসবজির ফসল ভেসে গেছে। বন্যা-কবলিত জেলাগুলির বেশ কয়েকটি গ্রামে জলস্তর নেমে যাওয়ার পরেও বাসিন্দারা সাপ ও অন্যান্য বিষাক্ত সরীসৃপের কামারে ঝুঁকির মোকাবিলা করছেন।

বেহালা অঞ্চলে কলাগাছিয়া খাল সংস্কারের কাজ সূচনা করেন মন্ত্রী ও বিধায়ক ইন্দ্রনীল খাঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ বেহালা তে দীর্ঘদিনের জল জমে থাকা নিয়ে যে জটিলতা এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যার নিরসনে কলাগাছিয়া খাল পরিষ্কার ও পলি অপসারণের কাজের সূচনা হল।বেহালা পশ্চিমের দীর্ঘদিনের জলজট সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল কলাগাছিয়া খাল পরিষ্কার ও পলি অপসারণ কর্মসূচি। আনন্দনগরের খুদিরামপল্লিতে এই জনকল্যাণমূলক উদ্যোগের উদ্বোধন করেন বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ডা. ইন্দ্রনীল খাঁ।এদিকে এই কর্মসূচির মাধ্যমে কালাগাছিয়া খালকে পর্যাযক্রমে পরিষ্কার করে জমে থাকা পলি অপসারণের কাজ করা হবে। এর ফলে খালের স্বাভাবিক জলপ্রবাহ বজায় থাকবে এবং বর্ষাকালে বেহালার বিভিন্ন এলাকায .দীর্ঘদিন ধরে ভোগান্তির কারণ হয়ে ওঠা জলজটের সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে প্রশাসনের আশা। পাশাপাশি নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে এলাকার সামগ্রিক পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যেরও ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে।অন্যদিকে, সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নাগরিক পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করা, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলা এবং বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। প্রশাসনের মতে, জনস্বার্থে গৃহীত এই খাল সংস্কার কর্মসূচি বেহালা পশ্চিমে টেঁকসই নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে নিঃসন্দেহে।

রাশিফল

মেষঃআপনার জন্য নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে। গ্রহের অবস্থান আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সহায়ক হবে, তাই নিজের সক্ষমতার উপর ভরসা রাখুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে দারুণ সমন্বয় থাকবে, যা আপনাকে সহজেই বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে।শুভদিন হবে
বৃষঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য অত্যন্ত শুভ হবে। নতুন উদ্যম ও উৎসাহে ভরে উঠবেন। কাজে মনোযোগী থাকবেন এবং আপনার প্রচেষ্টার ফল পাবেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটালে আনন্দ ও মানসিক স্বস্তি পাবেন।
মিথুনঃ চাপ মুক্ত হতে আপনার মূল্যবান সময় আপনার বাচ্চাদের সাথে কাটান। আপনি বাচ্চাদের উপশমকারী ক্ষমতা অনুভব করবেন। যেহেতু তারা এই পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী আধ্যাত্মিক এবং আবেগপূর্ণ ব্যক্তিত্বস্বরূপ। আপনি নিজেই সতেজ অনুভব করবেন। ।
কর্কটঃসামান্য জিনিসে মন দেবেন না। বড়সড় পরিকল্পনা এবং ধারণাশালী কেউ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে- কোন বিনিয়োগ করার আগে সেই ব্যক্তির বিশ্বস্ততা এবং সত্যতা যাচাই করে নিন।
সিংহ ঃ আজ আপনার ভাবনা ও সৃজনশীলতার প্রশংসা হবে, তাই নিজের প্রতিভাকে সর্বোচ্চভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পাবেন, তবে নেতৃত্বদানের ক্ষমতার মাধ্যমে সব বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন।
কন্যাঃ আজ আপনার জন্য একটি বিশেষ সুযোগ নিয়ে এসেছে। কাজে নতুন উদ্যম ও উৎসাহ অনুভব করবেন। নিজের পরিকল্পনাগুলো সফল করার দিকে মনোযোগ দেওয়া জরুরি। বিবাহের যোগ হতে পারে।
তুলাঃকোন সাধুসন্তের কাছ থেকে কোন স্বর্গীয় জ্ঞান আপনাকে শান্তি এবং স্বস্তি দেবে। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মামলায জড়িত থাকলে আদালত আজ আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবে। এটি আপনার আর্থিক উপকারে আসবে।
বৃশ্চিকঃ আপনি আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করুন, কারণ তাৎক্ষণিকভাবে আপনার স্বাস্থ্যের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে ।
ধনুঃআপনার সৃজনশীলতা ও কৌতূহল আজ আপনাকে নতুন দিশা দেখাতে পারে। সামাজিক জীবনে একাধিক নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হতে পারে, যা ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।
মকরঃকর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে এবং আপনি নির্দ্বিধায় নিজের ভাবনা ভাগ করে নেবেন। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন। সংসারে শান্তি হবে।
কুম্ভঃআপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। প্রেম আসতে পারে।
মীনঃ কাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে- যা আপনাকে কাজে মনোনিবেশ করতে উপদ্রব করবে। অপ্রত্যাশিত রসিদগুলি আর্থিক বোঝা বাড়িয়ে তুলবে।

আবহাওয়া

মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টি হবে। বজ্রবিদ্যুৎ ও ঝোড়ো হাওয়ার দাপট থাকবে। বুধবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে। এ ছাড়াও নদিয়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং উত্তর ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বৃহস্পতিবার। শুক্রবার বৃষ্টি বেশি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায়। সমুদ্র আপাতত শান্ত। মৎস্যজীবীদের জন্য সেখানে আলাদা করে কোনও সতর্কতা নেই।এদিকে, আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় অতি ভারী থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। কালিম্পং ও কোচবিহারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৪ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৫শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৪১মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪১মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৪৪মিনিট এবং রাত ০৯টা ৪৪ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৬মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৭মিনিটে হতে পারে।

পিএম শ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির ভর্তির অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ বৃদ্ধি

পূর্ব মেদিনীপুর, ১ আগস্টঃ পিএম শ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয় পূর্ব মেদিনীপুরে ২০২৭-২৮ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৭ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জেলার ২৫টি ব্লকের মধ্যে পাঁশকুড়া ব্লক থেকে সর্বাধিক ১০০টি আবেদন জমা পড়েছে। অপরদিকে খেজুরি, নন্দীগ্রাম, কাঁথি ও রামনগর-সহ কয়েকটি ব্লক থেকে আবেদনের সংখ্যা এখনও তুলনামূলকভাবে কম। ফলে ওইসব এলাকার যোগ্য শিক্ষার্থীরা যাতে আবেদন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, সে বিষয়ে অভিভাবক, শিক্ষক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পিএম শ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের অধীন একটি সম্পূর্ণ আবাসিক ও সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে মেধাবী গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিক্ষা, আবাসন, পাঠ্যপুস্তক, পোশাক, চিকিৎসা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। জওহর নবোদয় বিদ্যালয় নির্বাচন পরীক্ষা (JNVST)-২০২৭ আগামী ২৮ নভেম্বর, ২০২৬ সারা দেশের প্রায় ৬০০টি পিএম শ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে। যোগ্য শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইন আবেদন সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

বিশ্ব আদিবাসী দিবসে মুখ্যমন্ত্রীর ঝাড়গ্রাম সফর বাতিল

স্বপ্নীল মজুমদার, ৪ আগস্টঃ ঝাড়গ্রামবিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে আগামী ৯ আগস্ট ঝাড়গ্রামে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্ধারিত কর্মসূচি শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল পৌনে ১১টা নাগাদ সংশ্লিষ্ট দফতরের তরফে জেলা প্রশাসনকে জানিয়ে দেওয়া হয়, অনিবার্য কারণে ওই দিনের কর্মসূচি হচ্ছে না। অথচ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম ঝাড়গ্রাম সফরে আসার কথা ছিল শুভেন্দু অধিকারীর। তাঁর উপস্থিতিতে ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে বিশ্ব আদিবাসী দিবসের রাজ্য স্তরের অনুষ্ঠানের জন্য ইতিমধ্যেই জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল।৩০ জুলাই বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে ঝাড়গ্রামে প্রস্তুতি বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু, প্রাণিসম্পদ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী রাজেশ মাহাতো, কৃষি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অমিয় কিস্কু, ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ, বিনপুরের বিধায়ক প্রণত টুডু, জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর, পুলিশ সুপার মানব সিংলা-সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকেরা। বৈঠকের পর থেকেই ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয়। বিজেপি সরকারের আমলে প্রথমবার বিশ্ব আদিবাসী দিবসের রাজ্য স্তরের অনুষ্ঠান ঝাড়গ্রামে হওয়ার কথা ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পঞ্চায়েত মন্ত্রী তথা জেলার ভূমিপুত্র দিলীপ ঘোষেরও ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছিল।মঙ্গলবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে গিয়ে দেখা যায়, মঞ্চ তৈরির কাজ কার্যত বন্ধ। গোটা স্টেডিয়াম প্রায় শুনশান। হাতেগোনা কয়েক জন ঠিকাদারি সংস্থার কর্মী সেখানে ছিলেন। তাঁদের দাবি, মঞ্চ খুলে ফেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। প্রশাসনের চূড়ান্ত নির্দেশ এলেই সেই কাজ শুরু হবে।জেলা প্রশাসনের একটি সূত্রের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি বাতিল হওয়ায় স্টেডিয়ামে আর কোনও অনুষ্ঠান হবে না। তবে জেলা প্রশাসনের সভাঘরে সীমিত পরিসরে বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠান হতে পারে। বিনপুরের বিধায়ক প্রণত টুডু বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি বাতিল হয়েছে।ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দু'জনেরই আসার কথা ছিল বলে শুনেছিলাম। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সভাটি বাতিল হয়েছে।জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি সনাতন সরেন বলেন, এদিন দুপুরে জেলা কার্যালয়ে দলীয় বৈঠক চলাকালীন খবর পাই, ৯ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী আসছেন না। সভা বাতিল করা হয়েছে। কেন সভা বাতিল করা হয়েছে, সেই তথ্য জানা নেই।প্রসঙ্গত, প্রতিবছর বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো। তৃণমূল সরকারের আমলে তকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও একাধিক বার ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। এ বার সরকার পরিবর্তনের পর বিজেপি সরকারের উদ্যোগে প্রথমবার রাজ্য স্তরের অনুষ্ঠান ঝাড়গ্রামে হওয়ার কথা ছিল। সেই অনুষ্ঠান ঘিরেই প্রশাসনের জোর প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কর্মসূচি বাতিল হওয়ায় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে।

মুর্শিদাবাদে খুন বিজেপি কর্মী

মিঠুন হালদারঃ এক বিজেপি কর্মীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানার অন্তর্গত মনিগ্রাম বটতলা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তি নাম লোকেশ রাজমল্ল (২৩) । তাঁর বাড়ি মনিগ্রাম এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , সোমবার বিকেল তিনটে নাগাদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঝগড়া করার পর লোকেশ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। মঙ্গলবার বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটি ঝোপের মধ্যে লোকেশের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। বিজেপির তরফ থেকে দাবী করা হয়েছে লোকেশকে খুন করা হয়েছে। সাগরদিঘি থানার পুলিশ ইতিমধ্যে লোকেশের দেহ উদ্ধার করে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এই খুনের ঘটনার পেছনে কে বা কারা জড়িত পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার যখন লোকেশের দেহ উদ্ধার হয় তখন তাঁর শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল।

সুমিত রায়কে নিয়ে উদ্বেগ ঋতব্রতের

অভিষেককে ঘিরে পালানোর আশঙ্কার অভিযোগে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সুমিত রায়কে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বাড়ল। সুমিত রায়ের কোনও খোঁজ না মেলায় তাঁর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই লুক আউট নোটিস জারি করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সুমিত রায়কে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন ' তৃণমূলের বিরোধী দলনেতা হিসেবে পরিচিত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মন্তব্য ঘিরে নতুন করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, সুমিত রায়কে দ্রুত খুঁজে বের করা প্রয়োজন। তাঁর বক্তব্য, সুমিত রায়কে ঘিরে যে সমস্ত অভিযোগ সামনে এসেছে, তার তদন্তের স্বার্থে তাঁর উপস্থিতি জরুরি। উলুবেড়িয়ায় একটি কর্মসূচির প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, উলুবেরিয়ায় অনেকক্ষণ ছিলাম। নিচের তলার কর্মীরা বললেন, আচ্ছা খুন হয়ে যায়নি তো সুমিত? আসলে ও খুন হলে অনেক কিছু ধামাচাপা পড়ে যাবে। পাশাপাশি ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট ব্যবহার করে অভিষেক বঃ দ্যাপাধ্যায় দেশ থেকে পালাতে পারেন বলেও আশঙ্কা ঋতব্রতর। সুমিত রায়কে ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত হয় মেদিনীপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক এবং বর্তমানে জেলবন্দি সুজয় হাজরাকে গ্রেপ্তারের পর। অভিযোগ ওঠে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়ার সঙ্গে সুমিত রায়ের যোগ রয়েছে। পাশাপাশি শালবনির একটি জমি সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলাতেও তাঁর নাম অভিযুক্ত হিসেবে উঠে এসেছে। এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে শালবনি থানার পুলিশ সুমিত রায়ের খোঁজে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পৌঁছে যায় বলে জানা যায়।

দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালানো হলেও সেখানে সুমিত রায়ের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। এরপর থেকেই তিনি বেপাত্তা বলে দাবি করা হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে পুলিশের আবেদনের ভিত্তিতে মেদিনীপুর আদালত সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিসও জারি করা হয়, যাতে দেশের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে আটক করা যায়। এই পরিস্থিতিতে সুমিত রায়ের আইনজীবীরা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। সোমবার ডেবরার একটি মামলায় আগাম জামিন পেয়েছেন সুমিত রায়। তবে শালবনি জমি সংক্রান্ত মামলায় এখনও তাঁকে স্বস্তি দেয়নি আদালত। ওই মামলায় তদন্তকারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুমিত রায়ের আইনি অবস্থান নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। তাঁর দাবি, সুমিত রায়কে সামনে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন, কারণ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলির সত্যতা যাচাই করা জরুরি। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েও বিস্ফোরক মন্তব্য করেন ঋতব্রত। তিনি অভিযোগ করেন, অভিষেক ভবিষ্যতে দেশ ছাড়ার চেষ্টা করতে পারেন। তাঁর দাবি, সাংসদ হিসেবে পাওয়া বিশেষ সুবিধা ব্যবহার করে বিদেশে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ঋতব্রত বলেন, কূটনৈতিক পাসপোর্ট ব্যবহার করে এমন কোনও দেশে যাওয়ার চেষ্টা করা হতে পারে, যেখানে প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত জটিলতা রয়েছে। তবে তাঁর এই অভিযোগের কোনও ভিত্তি রয়েছে কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে বিতর্ক। অভিষেক বঃ দ্যাপাধ্যায় এবং তৃণমূলের তরফে এই অভিযোগ নিয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, সুমিত রায় সংক্রান্ত তদন্ত এবং তাঁকে ঘিরে ওঠা অভিযোগ আগামী দিনে রাজ্যের রাজনীতিতে আরও উত্তাপ বাড়াতে পারে। একদিকে আইনি প্রক্রিয়া এগোচ্ছে, অন্যদিকে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হচ্ছে।

কলকাতায় আসছে অ্যাপ-নির্ভর পার্কিং ব্যবস্থা, বেআইনি পার্কিং-এ রাশ টানতে উদ্যোগ কর্পোরেশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ কলকাতা শহরের রাস্তায় যত্রতত্র গাড়ি ও মোটরবাইক পার্কিং বহুদিন ধরেই সাধারণ মানুষ, পথচারী এবং প্রশাসনের কাছে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধভাবে গাড়ি দাঁড় করানো, ফুটপাথ দখল করে পার্কিং, এমনকি নির্দিষ্ট নিয়ম না মেনে যানবাহন রাখার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এর জেরে একদিকে যেমন যানজট বাড়ছে, অন্যদিকে পথচারীদের চলাচলেও বিঘ্ন ঘটছে। পাশাপাশি অবৈধ পার্কিংকে কেন্দ্র করে বেআইনি অর্থ লেনদেনের অভিযোগও একাধিকবার সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে পার্কিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে এবং নিয়মবহির্ভূত পার্কিং রুখতে নতুন পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে কলকাতা পুরসভা। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ঘোষণা করেছেন, খুব শীঘ্রই কলকাতায় চালু হবে অ্যাপ-নির্ভর আধুনিক পার্কিং ব্যবস্থা। মন্ত্রী জানান, ভবিষ্যতে শহরের নির্দিষ্ট ও অনুমোদিত পার্কিং এলাকাতেই গাড়ি বা মোটরবাইক রাখা যাবে। যত্রতত্র রাস্তার ধারে বা ফুটপাথ দখল করে পার্কিংয়ের সুযোগ থাকবে না। কলকাতা পুলিশ ইতিমধ্যেই পুরসভার অধীনে প্রাযয ১৫ হাজার পার্কিং স্থান চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে প্রায় ১০ হাজার পার্কিং স্পটের তালিকা প্রস্তুত হয়েছে। বাকি স্থানগুলিও পর্যায়ক্রমে যাচাই করে তালিকাভুক্ত করা হবে। প্রশাসনের লক্ষ্য, গোটা শহরে একটি সুনির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত পার্কিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে যানবাহন রাখার ক্ষেত্রে কোনও ধরনের অনিয়ম না হয়। এই উদ্যোগ নতুন নয়। এর আগে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার তৎকালীন মেয়র ফিরহাদ হাকিম শহরের বেআইনি পার্কিং সমস্যার সমাধানে প্রযুক্তিনির্ভর একটি অ্যাপ চালুর ঘোষণা করেছিলেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবহণ দফতর, কলকাতা পুলিশ এবং কলকাতা পুরসভাকে একই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করার কথা ছিল। কোনও গাড়ি নির্দিষ্ট নিয়ম ভেঙে পার্কিং করলে সেই তথ্য সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৌঁছে যেত। গাড়ির নম্বরের ভিত্তিতে মালিকের পরিচয় শনাক্ত করে তাঁর মোবাইলে জরিমানার বার্তাও পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল। পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জরিমানা না দিলে অতিরিক্ত অর্থ ধার্য করা এবং দীর্ঘদিন জরিমানা বকেয়া থাকলে গাড়ির ছাড়পত্র বা অন্যান্য প্রশাসনিক পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ আরোপের ভাবনা ছিল। যদিও সেই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। নতুন পরিকল্পনায় আগের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আরও কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুলিশ এই অ্যাপ তৈরির কাজ করছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। অ্যাপ চালু হলে পার্কিং সংক্রান্ত সমস্ত প্রক্রিয়া ডিজিটাল মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। গাড়িচালকরা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে পার্কিং ফি প্রদান করতে পারবেন। ফলে নগদ অর্থ লেনদেনের প্রয়োজন অনেকটাই কমে যাবে এবং আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা বজায় থাকবে। প্রশাসনের মতে, এর ফলে বেআইনি অর্থ আদায় বা অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগও অনেকাংশে কমবে। অগ্নিমিত্রা পাল জানান, প্রত্যেকটি অনুমোদিত পার্কিং স্থানে নির্দিষ্ট হারে পার্কিং ফি-র তালিকা টাঙানো থাকবে। সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে কোন ধরনের গাড়ির জন্য ঘণ্টাপিছু কত টাকা দিতে হবে। এতে সাধারণ মানুষ আগে থেকেই নির্দিষ্ট ফি সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা হলে সহজেই তার প্রতিবাদ করতে পারবেন। একই সঙ্গে পার্কিং পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের জন্যও নির্দিষ্ট নিয়ম চালু করা হবে। প্রত্যেক কর্মীকে নির্ধারিত পোশাক পরতে হবে এবং তাঁদের কাছে সচিত্র পরিচয়পত্র থাকা বাধ্যতামূলক করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই অনুমোদিত কর্মীকে শনাক্ত করতে পারেন। মন্ত্রী আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, শহরের ফুটপাথ কোনওভাবেই পার্কিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। ফুটপাথ মূলত পথচারীদের চলাচলের জন্য নির্ধারিত এবং তা দখল করে গাড়ি বা মোটরবাইক রাখার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশাসনের আশা, অ্যাপ-নির্ভর এই নতুন পার্কিং ব্যবস্থা চালু হলে কলকাতায় পার্কিং সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের নানা সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে।

গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের অভিযোগ

রাজ্যে বিগত সরকারের দুর্নীতির কারণে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে সঠিকভাবে কাজ হয়নি বলে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ অভিযোগ করেছেন। রাজপুর- সোনারপুর পুরসভা কার্যালয়ে আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী জানান,ভিবিজি রামজি প্রকল্পে পূর্বের ১০০ দিনের প্রকল্পের থেকে কিছু আইনের পরিবর্তন এবং নতুন কিছু প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে বিস্তৃতভাবে আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে কাজের আওতায় আনা সম্ভব হবে। তবে বিগত সরকারের দুর্নীতির কারণে চার বছর ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার অনুদান দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এর ফলে কর্মীদের মধ্যে কাজের দক্ষতা কমে গেছে এবং সঠিক প্রশিক্ষণ হয়নি। তাই ভিবিজি রামজি প্রকল্পের জন্য তিনজন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির নেতৃত্বে কলকাতায় কনভেনশন সেন্টারে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয। এরপর প্রতিটি জেলায় পঞ্চ সম্মেলন করে এবিষয়ে কর্মীদের অবগত করা হবে।

সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি
(সীমিত দায়বদ্ধ অংশীদারী বিধিমালা, ২০০৯-এর ১৭ নং বিধি অনুসারে)

এলএলপি (LLP)-র নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞপ্তি

আঞ্চলিক পরিচালকের আগে,পূর্বাঞ্চল কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ তলাপ্লট নং II IF/16, AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউনে,আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫

এলএলপি (LLP) আইন, ২০০৮-এর ধারা ১৩ এবং লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ বিধিমালা, ২০০৯-এর বিধি ১৭-এর বিষয়।

এবং

ভার্চুলিজম টেকনোলজি এলএলপি **(Virtulism Technology LLP)**-র বিষয়ে, যার নিবন্ধিত কার্যালয় ফ্ল্যাট সি৪, ১৮২ অপরাজিতা অ্যাপার্টমেন্টস, মতিঝিল এভিনিউ এলপি ১৩৮, মতিঝিল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৭৪-এ অবস্থিত।

আবেদনকারী

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ২০০৮'-এর ১৩ নম্বর ধারার অধীনে রেজিস্ট্রার-এর কাছে আবেদন করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। এই আবেদনের উদ্দেশ্য হলো **'ভার্চুলিজম টেকনোলজি এলএলপি' (LLPIN: ACG-4175)**-এর নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের অনুমোদন পাওয়া। ২০শে জুলাই ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী, বর্তমানে 'ফ্ল্যাট সি / ৪১৮ / ২ অপরাজিতা অ্যাপার্টমেন্টস, মতিঝিল এভিনিউ এলপি ১৩৮, মতিঝিল, কলকাতা - ৭০০ ০৭৪, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত'-এ অবস্থিত নিবন্ধিত কার্যালয়টি 'এইচ. নং ৩৫৩২ বালাজি কি গলি, কান মহাজন কা বাধ, ৪র্থ ক্রস নাহারগড় রোড, জয়পুর, রাজস্থান-৩০২ ০০১'-এ স্থানান্তরের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই স্থানান্তরের ফলে নিবন্ধিত কার্যালয়টি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে রাজস্থান রাজ্যে স্থানান্তরিত হবে। এলএলপি-র নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তি, কর্পোরেট সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট পক্ষের কোনো আপত্তি বা দাবি থাকলে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের **২১ দিনের** মধ্যে লিখিতভাবে (প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণসহ) বর্তমান নিবন্ধিত ঠিকানায় (অর্থাৎ ফ্ল্যাট সি / ৪১৮ / ২ অপরাজিতা অ্যাপার্টমেন্টস, মতিঝিল এভিনিউ এলপি ১৩৮, মতিঝিল, কলকাতা-৭০০০৭৪, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত) 'ডেজিগনেটেড পার্টনার'-এর কাছে অথবা **Abraham.ashwinl@gmail.com** ইমেইল ঠিকানায় তাদের আপত্তি জানাতে পারেন। আপত্তির একটি অনুলিপি 'রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ' (ROC)-এর কাছেও পাঠাতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো বৈধ আপত্তি পাওয়া না গেলে, এলএলপি কেন্দ্রীয় সরকার বা রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ-এর কাছে প্রয়োজনীয় ফর্ম দাখিল করার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ভার্চুলিজম টেকনোলজি এলএলপি-র পক্ষে
নির্ধারিত অংশীদার
নামঃ প্রবীণ কুমার শর্মা
DPIN 10577615

তারিখঃ ০৪.০৮.২০২৬ স্থানঃ কলকাতা

বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. টিআরএস-এমএলডিটি-০২-২৬-২৭ তারিখঃ ৩১-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **কাজের নামঃ** ডিজেল লোকোমোটিভ শেড, মালদায় দুই (০২) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে আণ্ডারফ্লোর হুইল লাথের বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২৮,৪৫,৭৫৯/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৫৬,৯০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২১-০৮-২০২৬** তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই/ডিএসএল/মালদা টাউন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-১১-২৬-২৭ তারিখঃ ৩১-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেণ্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-১১-২৬-২৭। কাজের নামঃ** এই কাজের বিপরিতে ওএইচই নবীকরণ কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজঃ "গৌরীপুরে - প্ল্যাটফর্ম নং. ১ এর সম্প্রসারণের (১১০ মিটার × ৮ মিটার) সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম নং. ১ এর উত্থান (৪৫০ মিটার × ৮ মিটার)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২৭,৩৮,৮৫৭.৫২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৫৪,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৪-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে পার্কিং চুক্তি প্রদান

কাটিহার ডিভিশনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং: আরএইচএমপি-পার্কিং। বিবরণ:** দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট। **একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্স ফি; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট): ১৯-০৮-২০২৬ তারিখ ১০:০০ টায়; দিন: ১০৯৬।**

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-কেআইআর-এমএক্স-১৭৯-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্র)
এএ/২	পার্কিং-কেআইআর-এফবিজি-এমএক্স-১৭৮-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্র)
এএ/৩	পার্কিং-কেআইআর-কেডব্লিউপিআর-এমএক্স-১৮০-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্র)
এএ/৪	পার্কিং-কেআইআর-কেএজিজে-এমএক্স-১৮৪-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্র)
এএ/৫	পার্কিং-কেআইআর-বিআইজিজে-এমএক্স-১৮৫-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্র)
এএ/৬	পার্কিং-কেআইআর-পিএকেআই-এমএক্স-১৮৬-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্র)
এএ/৭	পার্কিং-কেআইআর-আরএইচএমপি-এমএক্স-১৮৩-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্র)

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৯-০৮-২০২৬ তারিখ ১১:৩০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলো বন্ধের সময়ের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য ঃ** আগ্রহী দরদাতাদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ 'ই-নিলাম লিজিং মডিউল' দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

যশমান দীপক লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৫৮, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট, প্রথম তল, কালাকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৭ (পশ্চিমবঙ্গ)
CIN: L67120WB1975PLC029901 ফোন নম্বরঃ ৯৮৩৯০৩৪৪৪২
ওয়েবসাইটঃ www.yashmandeepak.com । ই-মেইলঃ yashmandeepakltd@gmail.com

৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিস্তারিত বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক		সমাপ্ত বছর	
	৩০.০৬.২০২৬	৩০.০৬.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৬
	পর্যালোচিত	পর্যালোচিত	৩ নং নোট	নিরীক্ষিত
পরিচালন-জনিত মোট আয় (নিট)	৫৯.৬৩	৫৬.৩০	৬১.৮১	২৩৫.৫৩
আলোচ্য সময়কালবছরের নিট মুনাফা (ক্ষতি) (কর-পূর্ব)	৪২.২৪	৩৮.২১	৩৯.৮০	১৫৩.২৫
নির্দিষ্ট সময়বছরের জন্য নিট মুনাফা (ক্ষতি) (কর-পরবর্তী)	৩১.৪২	২৮.৩২	৮৮.৬৪	১৭২.০৪
মোট সামগ্রিক আয়	৩১.৪২	২৮.৩২	৮৮.৬৪	১৭২.০৪
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮
অন্যান্য ইকুইটি				২,৮৪৬.৫৩
শেয়ার প্রতি আয় (অব্যাহত এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যক্রমের জন্য (প্রতিটি ১০- টাকা))				
মৌলিক ঃ	৪.৪৬	৪.০২	৪.২৭	২৪.৪১
লঘু করাঃ	৪.৪৬	৪.০২	৪.২৭	২৪.৪১

দ্রষ্টব্যঃ
১) উপরে উল্লিখিত তথ্যটি SEBI (লিস্টিং এবং অন্যান্য প্রকাশ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর ৩৩ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.yashmandeepak.com) পাওয়া যাবে। এছাড়া নিচের 'কুইক রেসপন্স কোড' (QR Code) স্ক্যান করেও এটি দেখা যেতে পারে।
২) উপরে উল্লিখিত নিরীক্ষাবিহীন (unaudited) আর্থিক ফলাফলগুলি ৪ আগস্ট ২০২৬ তারিখে অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ৪ আগস্ট ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
৩) ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলি হলো ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত 'ইয়ার-টু-ডেট' (বছরের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত) নিরীক্ষাবিহীন পরিসংখ্যানের মধ্যেকার ভারসাম্য রক্ষাকারী (balancing) পরিসংখ্যান।

বোর্ডের পক্ষে ও হয়ে
যশমান দীপক লিমিটেড
স্বাক্ষর /-(দীপক সেহগাল)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 00421767

স্থানঃ কানপুর
তারিখঃ ০৪.০৮.২০২৬

বন্ধের মুখে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম, রক্ষায় সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ মাটির পুতুলে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি, বিশ্বের ৯৬টি দেশের ১১০০-র বেশি পুতুলের সম্ভার এবং প্রায় ৩০০টি মূর্তি নিয়ে তৈরি 'আর্ট গ্যালারি'। শিশুদের শিক্ষা ও বিনোদনের অন্যতম ঠিকানা কলকাতার নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম এবার বন্ধ হওয়ার আশঙ্কার মুখে। তবে এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাতে সক্রিয় হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর। জানা গিয়েছে, মিউজিয়ামের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সিএমও অফিসের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। মিউজিয়ামের ডিরেক্টর সুদীপ শ্রীমালের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। খুব শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্তের সঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক কথা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়ামের ডিরেক্টর সুদীপ শ্রীমাল জানিয়েছেন, এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করতে সবরকম চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, সুব্রত গুপ্তের সঙ্গে দ্রুত আলোচনা করা হবে। শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গেও এই বিষয়ে কথা হয়েছে। মিউজিয়াম যাতে কোনওভাবেই বন্ধ না হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আবেদন জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, আগামী ১৬ অগস্ট থেকে মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মূল কারণ হিসেবে উঠে এসেছে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার সমস্যা। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা পুরনো হয়ে গিয়েছে এবং তা দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজন। কিন্তু এই সংস্কারের জন্য যে বিপুল অর্থ প্রয়োজন, তা একা মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। কোনও ধরনের ঝুঁকি এড়াতেই সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে। জুলাই মাসেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, সরকার যদি প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব গ্রহণ করে বা কোনওভাবে সহযোগিতা করে, তাহলে তাঁরা সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত। সেই আবেদনের পরই মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে যোগাযোগ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। খুব শীঘ্রই সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের বৈঠক হতে পারে। কলকাতার সাংস্কৃতিক মানচিত্রে নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়ামের গুরুত্ব দীর্ঘদিনের। শুধু শিশুদের কাছেই নয়, অভিভাবকদের কাছেও এটি অন্যতম আকর্ষণের জায়গা। মাটির পুতুলের মাধ্যমে রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে এখানে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পুতুলের মাধ্যমে তুলে ধরার বিশেষ সংগ্রহ রয়েছে ।এই মিউজিয়ামে। এছাড়াও রয়েছে ' গ্যালারি', যেখানে প্রায় ৩০০টি মূর্তি দর্শকদের আকর্ষণ করে। দেশ-বিদেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও শিল্পকলাকে শিশুদের কাছে সহজভাবে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই মিউজিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, ক্যারেজ ও ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পোস্ট অফিস-লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য রেলওয়ের খ্যাতনামা, অনুমোদিত ও যোগ্য কন্ট্রাক্টর এবং সরকারী/সরকার অধিগৃহীত সংস্থার ডিপার্টমেন্ট-এর যথাযথ তালিকাভুক্ত কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **(১) টেন্ডার নংঃ ইএনজিজি-পিডব্লুডিস্টাফ-২৫-২৬এলএলএইচ-আর২, তারিখঃ ০১.০৮.২০২৬। কাজের নামঃ** গ্রাউন্ড ফ্লোর ও মেজেনাইন ফ্লোরে স্টাফদের জন্য লকার, বেঞ্চ, চেঞ্জিং এরিয়া সহ এবং পিডব্লুডি স্টাফদের জন্য চিহ্নিত পরিকাঠামোগত সুবিধাবলী। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৩,৭২,৫৭,৫০৪.৫৩। **বায়না মূল্যঃ** ৭,৪৫,২০০। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ২৭০ দিন। **(২) টেন্ডার নংঃ এইএন- মেন্ট্যানেন্স-২৬-২৭-এলএলএইচ, তারিখঃ ০১.০৮.২০২৬। কাজের নামঃ** এইএন/ডব্লুএস/লিলুয়া-এর অধীনে সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, লিলুয়া ও লিলুয়া রেলওয়ে কলোনিতে ৩ বছরের জন্য ইমার্জেন্সি অ্যাসেট যেমন পাইপলাইন ও স্যানিটারি ইনস্টলেশন, দরজা, জানলা, কাঠের কাঠামো, গাঁথনির কাঠামো, লোহার কাঠামো, রুফিং শীট, গাটার, লোহার দরজা, গ্রিলের গেট ইত্যাদির অপ্রত্যাশিত ও জরুরিভিত্তিক ছোটোখাটো মেরামতি/প্রাত্যহিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং বর্তমান জল সরবরাহের পাইপলাইনের ভাল্ভগুলির সামগ্রিক পরিচালনা (দিবারাত্র)। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৬৩,৭৩,৭৩২.১৬। **বায়না মূল্য ঃ** ৩,২৭,৫০০। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ০৩ বছর। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য (ক্র. নং ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৪.০৮.২০২৬ বেলা ১২টা পর্যন্ত। (ক্র. নং ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)। বিস্তারিত টেন্ডার ও সংশোধনী (যদি থাকে) ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে টেন্ডারদাতাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।
(MISC-126/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/EE_PS/V/36/01/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Renovation of the space just opposite of 6/3H/3 Canel West Road in Ward No.-36, Br.-V.** Estimated cost: **₹ 1,26,807.19**. Earnest Money: **₹ 3,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **17.08.2026 – 1 p.m.** Bid opening date and time for Technical Proposals (Online): **19.08.2026 – 2 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **08.08.2026 (10 a.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil/HQ), KMC** invites online percentage rate e-Tender in two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/018/2026-27, Dtd. 04.08.2026
Name of the Work: **Repairing of damaged roof surface (bottom portion), Room No. 249, 2nd Floor of CMO Buildings.** Estimated cost: **₹ 4,87,284.00.** Earnest Money: **₹ 9,800.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **14.08.2026 – 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **06.08.2026 (11 a.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-II/Br.-IV, KMC** invites e-Tender online, two-part Bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/22/WD26/IV/ZII/26-27
Name of the Work: **Repairing and replacement of lighting system at 6, Dinanath Mitra Lane Uttarans and other Uttarans in Ward No.-26 under Br.-IV, KMC.** Estimated Amount: **₹ 1,98,641.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(2) NIT No.: KMC/LTG/23/WD24/IV/ZII/26-27
Name of the Work: **Repairing and replacement of lighting system at Pathuriaghata Uttarans and other Uttarans in Ward No.-24 under Br.-IV, KMC.** Estimated Amount: **₹ 1,94,860.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(3) NIT No.: KMC/LTG/29/WD26/IV/ZII/26-27
Name of the Work: **Installation of insulating materials on the street light poles and trident poles in different places in Ward No.-26 under Br.-IV.** Estimated Amount: **₹ 1,37,724.00.** Earnest Money: **₹ 3,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid (online): **18.08.2026 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **05.08.2026 (2 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 3). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting-HQ, KMC** invites e-Tender online quoted rate in two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/25/26-27
Name of the Work: **Comprehensive AMC of Fire Detection System for KMC Data Centre, IT Building, KMC.** Estimated Amount: **Open Quotation.** Earnest Money: **₹ 9,900.00.** Period of Completion: **365 days.** Last date and time of submission of Bid: **14.08.2026 – 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **07.08.2026 (5 p.m.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C.E. (M)/(S&D), KMC** invites e-Tender online percentage wise rate in two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/GRBU/JOKA/15/26-27(1st Call)
Name of the Work: **Extension of overhead shade for SWF Pumps Unit at Joka DPS under GRBU.** Estimated Cost: **₹ 2,03,177.00.** Earnest Money: **₹ 4,200.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of Bid: **17.08.2026 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **06.08.2026, 5 p.m.** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. Ch. Engineer (M)/EWS, KMC** invites e-Tender online two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/EWS/ELEC/RA/07/2026-27
Name of the Work: **Repairing with replacement of damaged electrical distribution system along with illumination and other electrical accessories at Machine Shop and surroundings in EWS.** Estimated Cost: **₹ 2,47,854.00.** Earnest Money: **₹ 5,000.00.**
(2) NIT No.: KMC/EWS/ELEC/RA/01/2026-27/R
Name of the Work: **Refilling of existing fire extinguishers fitted at different wings of workshop and administrative building along with installation of new fire extinguishers with allied works in EWS.** Estimated Cost: **₹ 1,95,121.90.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **15 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid (online): **14.08.2026 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **04.08.2026 – 5 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2). **(306/26-27)**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৪৫ সংখ্যা, বুধবার , ১৯ শ্রাবণ, ১৪৩৩

ভাটপাড়ার সংস্কৃত সমাজ

ভাটপাড়ার অলিগলিতে আধুনিক ধাঁচের বাড়ির রাস্তার মধ্যে এখনও ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করছে এই মন্দির এবং গঙ্গার ঘাটগুলি। ১৪৯৫-৯৬ খ্রিষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসাবিজয়' কাব্যে এই স্থানের নাম ভাটপাড়া হিসাবেই উল্লিখিত হয়েছে। ১৭শ শতকের শেষের দিকে সিদ্ধপুরুষ নারায়ণ ঠাকুর ভাটপাড়া গ্রামে পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে, ভাটপাড়ার সংস্কৃত পণ্ডিতসমাজের মুখে এই স্থান ভট্টপল্লী' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই স্থানের নামপরিচয় সংবলিত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের একটি শ্লোক নিম্নরূপ ঃ 'বাশিষ্ঠাদৌ দ্বিজবুধববৈ শোভিতো ভট্টপল্লী নামগ্রামঃ সুরসবিদভিষ্যনন্দন প্রত্যগন্তঃ।' ভাটপাড়ার মধ্যে একাধিক প্রাচীন দেবালয় (২০০ থেকে ২২৫ বছরের) আছে, অধিকাংশই শিবমন্দির এবং পণ্ডিতদের প্রতিষ্ঠিত। বাংলার প্রায় সবরকমের মন্দিরই ভাটপাড়ায় এক জায়গায় দেখা যায়, একমাত্র 'জোড়- বাংলা' ও 'দেউল' ছাড়া। সাধারণ চারচালা বাংলা মন্দির, পঞ্চরত্ব ও' নবরত্ন মন্দিরই ভাটপাড়ায় বেশি। তার মধ্যে প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি মন্দিরের উল্লেখ করছি। বীরেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার কর্তৃক নিজ বাস্তুতে প্রতিষ্ঠিত দুটি 'বাংলা' শিবমন্দির সবচেয়ে প্রাচীন-বাংলা ১১৩৪ সাল, ইংরেজী ১৭২৭-২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। এর পর বাণেশ্বর পঞ্চানন কর্তৃক সস্ত্রীক ভাঙা-বাঁধাঘাটের উপর প্রতিষ্ঠিত দুটি 'বাংলা' শিবমন্দির (১৭৩৭-৩৮ খৃঃ), রামকান্ত সার্বভৌম কর্তৃক সস্ত্রীক প্রতিষ্ঠিত একটি পঞ্চরত্ব (১৭৬৯-৭০ খৃঃ) ও একটি নবরত্ব শিবমন্দির (১৭৭৩-৭৪ খৃঃ), রামশঙ্কর তর্কবাগীশ প্রতিষ্ঠিত দুটি শিবমন্দির (১৮০২-৩ সাল), ভোলানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন শিবমন্দির (১৮১৯-২০ খৃঃ)। এ ছাড়াও গত এক-শ বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আরও অনেক মন্দির আছে। ভাটপাড়ার গঙ্গাতীরের বাঁধানো ঘাটটি ভাগীরথীর পূর্বতীরের এই অঞ্চলের ঘাটগুলির মধ্যে অন্যতম প্রাচীন ঘাট, বলরাম সরকার কর্তৃক প্রায় ১১০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত। ভাটপাড়ায় তন্ত্রযুগের ডাকাতে কালী জয়চণ্ডী বিখ্যাত। মধু, গৌরী বেদে প্রভৃতি দুর্ধষ ডাকাতরা একসময় এখানে নরবলি দিত। ভাটপাড়ায় এক বৃক্ষতলে পঞ্চানন ঠাকুরের মূর্তি বিরাজমান। এখানকার প্রধান উৎসবগুলি হল পঞ্চমদোল, জয়চণ্ডীর নবমীর দোল, রামনবমী, শ্রীপঞ্চমী, কাঁকিনাড়ার মানিকপীরের মেলা ইত্যাদি। এছাড়া, বাঁশুলি ও ধর্মপূজা হয়ে থাকে। একসময় মনসাপূজায় 'ঝাঁপান উৎসব' হত এবং সেখানে সাপুড়ে ও ওঝাদের মধ্যে বাণমারামারি চলত। ভাটপাড়ার একটি ইতিহাস রয়েছে। এখানে আগে সংস্কৃত টোল ছিল। সেই সব সংস্কৃত টোলে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্ররা এসে সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করতো। শোনা যায় মিথিলা থেকেও ছাত্ররা ভাটপাড়ায় এসে সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাঠ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে দেশে ফিরে যেত। বেনারস সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাছে ভাটপাড়ার সুনাম ছিল। বেনারসের বহু পণ্ডিত ভাটাপাড়ায় এসে বেশ কিছুদিন বসবাস করতো এবং স্মৃতি শাস্ত্র নিয়ে চর্চা করতো। ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা আবার বেনারসে গিয়ে সেখানকার পণ্ডিতদের কাছ থেকে শাস্ত্র অধ্যায়ন করে ফিরে আসতো। বেনারস এবং ভাটাপাড়ার মধ্যে একটি সংস্কৃত সেতু নির্মাণ হয়ে গিয়েছিল।

সত্যজিতের মা

একটু চাপা প্রকৃতির ছিলেন,কিন্তু 'পথের পাঁচালী' দেখে মায়ের চোখেও অশ্রুধারা। ছেলের আক্ষেপ। এখনকার মতন পেসমেকার থাকলে হয়ত আরও অনেকদিন বাঁচতেন তাঁর মা। তিনি যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর ডকুমেন্টারি তৈরি করছেন তখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন মা জননী সুপ্রভা দেবী। ছবিটা তিনি দেখে যেতে পারেন নি। সত্যজিৎ রায়ের পিতা সুকুমার রায়কে আমরা চিনি তাঁর মৃত্যুহীন সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমেঞ্চ তিনি সরস ও সজীবতার মূর্ত প্রতীক। আড়াই বছর যমে মানুষে টানাটানি হয়েছে,কালাজ্বরের তখন চিকিৎসাও ছিল না। নিজের প্রথম বই 'আবোলতাবোল' বই আকারে প্রকাশিত হওয়া তিনি দেখে যেতে পারেন নি,যদি পারতেন নিশ্চিতভাবে বলা যায় অসম্ভব খুশিই হতেন কি অনবদ্য সৃষ্টি তিনি করেছেন। মানিকবাবুদের ব্যবসা তখন উঠে গিয়েছে,পৈত্রিক বাড়ি ছেড়ে সুপ্রভা দেবী ছেলেকে নিয়ে ছোট ভাইয়ের আশ্রয়ে এলেন। লেডি অবলা বসুকে ধরে নিজে চাকরি নিলেন বিদ্যাসাগর বাণীভবনে। সেলাইটা জানতেন,এমব্রয়ডারি করে সত্যজিৎ রায়কে বড় করেছেন, পরিশ্রম করতেন ভোর থেকে রাত পর্যন্ত। বহুমুখী প্রতিভার নারী সুপ্রভা দেবীর গুণের শেষ নেই। ১৪বছর বয়সে মানিকবাবু ম্যাট্রিক পাশ করেছেন, নয় বছরে তাঁকে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে ক্লাস ফাইভে ভর্তি করা হয়। এর আগে তাঁর পড়াশোনা শেখা সবটাই মায়ের কাছে। অভাব থাকলেও সুপ্রভা দেবী ছেলেকে ভাল স্কুল,কলেজে পড়িয়েছেন। মা অবশ্য শেষ পর্যন্ত চাকরি ছেড়েছিলেন, সত্যজিৎ রায় মহাশয় ডি জে কিমারে চাকরি পাওয়ার পর আর তাঁকে আর চাকরি করতে দেন নি। প্রথম পদ জুনিয়র ভিসুয়ালাইজার বেতন ৬৫ টাকা সঙ্গে ১৫টাকা ডি। চাকরি জীবনে উন্নতির শিখরে পৌঁছতে থাকেন,বাড়তে থাকে বেতন,'পথের পাঁচালী'-এর পরে যখন চাকরি ছেড়ে দিলেন। তখন বেতন দু'হাজার টাকা। ১৯৫৫ সালে 'পথের পাঁচালী' মুক্তি পাবার পরে সত্যজিৎ রায় বিজ্ঞাপন জগতের কাজ ছেড়ে দেন। নেপথ্যের কারণ হল বিজ্ঞাপন করতে গেলে ক্লায়েন্টদের চাহিদা অনুযায়ী জিনিস তৈরি করতে হত আর ঠিক সেই ব্যাপারটায় ক্রমশ আস্থা হারাতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু ছেলে সায়েব কোম্পানির ভাল চাকরি ছেড়ে ফিল্মের নেশায় মেতে ওঠায় প্রথম দিকে সুপ্রভা দেবী মোটেও প্রসন্ন হন নি,তারপর সাফল্য যখন এল ততদিনে মায়ের মন নিশ্চিন্ত হয়। চাপা প্রকৃতির ছিলেন সুপ্রভা দেবী।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

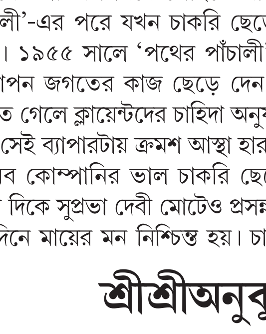

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে শক্তিশালী হন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি। ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

রেডিও'র 'মহিষাসুরমর্দিনী'তে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ

রবীন্দ্রকুমার শীল

'আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জীর। ধরণীর বহিরাকাশে অন্তর্হিত মেঘমালা। প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগতমাতার আগমন-বার্তা..।' শরতের হিমেল ভোর। আধো ঘুম আধো জাগরণে আলগা চোখের পাতা। কানে আসে এক মন্দ্রিত কণ্ঠস্বর। আলোর বেণুর মতো বেজে ওঠে সেই কণ্ঠ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রবাহিত হয়। বিশ্ব জুড়ে বাঙালি বছর বছর কান পেতে থাকে তন্ময় ঘোর নিয়ে। বাঙালির শারদ উৎসবের তিনি ভগীরথ। তিনি বেতার সম্রাট। বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র। যাকে ছাড়া বাঙালিয়ানা অসম্পূর্ণ, যাকে ছাড়া বাঙালীর সব থেকে বড় উৎসব অসম্পূর্ণ, যাকে ছাড়া দুর্গা মা-এর আগমন অসম্পূর্ণ। প্রথম দিকে টেপরেকর্ডিং করা অনুষ্ঠানের চল হয়নি। আকাশবাণী'তে সব অনুষ্ঠানই হত লাইভ। 'মহিষাসুরমর্দিনী'তে যাঁরা অংশ নিতেন তাঁরা অনেকেই আগে মহড়ার জন্য চলে আসতেন বেতারে। মহড়ার অবসরে চলত চা-পান, রঙ্গরসিকতা। একবার হয়েছে কী, যথারীতি কেউ আড় হয়ে শুয়ে পড়েছেন, তো কেউ বা ঘুরছেন এদিক-সেদিক। বাণীকুমার বসে আছেন রেকর্ডিং-এ। ও দিনের আগে ভাষ্য অংশ পাঠ করা হত স্বাভাবিক কথ্যভঙ্গিতে। সুরে নয়। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর নিজস্ব ধারায় চণ্ডীপাঠ করছিলেন সুরেলা কণ্ঠে। হঠাৎই অলস রসিকতার ছলে বাংলা ভাষ্যটিও স্তোত্রের সুরের অনুকরণে বলতে শুরু করলেন। তাতে চারিদিকে বেশ একটা মৃদু হাসির ভাব জাগল। ...কিন্তু বাণীকুমার দ্রুত রেকর্ডিং রুম থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'আরে আরে থামলে কেন? বেশ তো হচ্ছিল! হোক! হোক না ওই ভাবেই'। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ হেসে বললেন, 'আরে না না একটু মজা করছিলাম! কিন্তু বাণীকুমার গভীর আগ্রহ নিয়ে বললেন,মোটেই না! দারুণ হচ্ছিল! ওইভাবেই আবার করো তো। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ আবার শুরু করলেন, দেবী প্রসন্ন হলেন...।

সেদিনই বাংলার ইতিহাসে সংযুক্ত হল এক নতুন মাত্রা। অন্য ধারায় মহালয়ার পাঠ। দুর্গাপুজোর কার্টেন রেজার! এক হলদে রঙের রোদ্দুরে মায়া যেন! শরৎ এসে হাজির হয় পুজোর আকাশে। অনেকের বাড়িতে এক সময় রেডিও এসেছিল মহালয়ার আগমনী হিসেবেই, আর এই রেডিয়ো বলতে আমরা বুঝি ওই মানুষটিকে। যাঁর নাম বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র। সাল ১৯৭৬, আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ গোপনে সিদ্ধান্ত নিলেন, বীরেন্দ্রকৃষ্ণর বদলে উত্তমকুমার চিরাচরিত 'মহিষাসুরমর্দিনী' করবেন। গোপন সেই বৈঠকে বাদ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। তিনি কিছুই জানেন না,তবে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের দিন রেডিয়োয় বেজে উঠল নতুন অনুষ্ঠান 'দেবীং দুর্গতিহারিণীম্'। চূড়ান্ত ফ্লপ হল, সমালোচনার ঝড় থামছে না, কেউ কেউ নাকি এমনও ভেবেছিলেন মহালয়ার পুণ্য প্রভাত কলুষিত হল! মানুষের দাবির কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হলেন আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ,সেই বছর ষষ্ঠীর দিন আবার বীরেন্দ্রকৃষ্ণর 'মহিষাসুরমর্দিনী' সম্প্রচার করতে হয়েছিল বেতারে।

স্টাফ আর্টিস্ট হয়েই অবসর নিয়েছিলেন বীরেন্দ্র কৃষ্ণ। পেনশন জোটেনি। আসলে আখের গোছানোর কথা কখনও তো ভাবেননি। অবসরের পরে, শেষ পর্যন্ত 'মহাভারতের কথা' বলার জন্য ক'টা টাকা পেতেন। ক্রমশ স্মৃতিভ্রংশ হয়ে আসছিল। তাতে অস্বস্তিতে পড়ছিলেন তখনকার প্রোগ্রাম অফিসার। সেই অনুষ্ঠানও আর করানো গেল না! তখন অর্থাভাব মেটাতে পাড়ায় পাড়ায় অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে বেড়াতে লাগলেন বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র। সেখান থেকেও যে বেশি কিছু পেতেন, তা'ও নয়। সামান্য কিছু জুটত। বড় অভিমান ছিল তাঁর। মুখে কিছু বলতেন না। আকাশবাণীর এমেরিটাস প্রোডিউসার-এর মতো সম্মাননার পদ জোটেনি তাঁর। বলতে গেলে কিছুই মেলেনি, না কোনও সরকারি খেতাব, না পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ। মিলেছে তো কেবল গুচ্ছের চাদর আর উত্তরীয়!

রেডিও-র মস্ত দায় বয়ে বেড়িয়েছেন চাকরির শেষ দিন পর্যন্ত। অথচ এমন মানুষকেও কী ভাবে যে বারবার অপমানের মুখে পড়তে হয়েছে! একবারের কথা বলি। অবসর নেওয়ার পর রেডিও'তে কী একটা কাজে এসেছিলেন বীরেন বাবু। ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলেন। সিংহ নামের একজন সিকিউরিটি গার্ড বীরেন্দ্র কৃষ্ণর কাছে 'পাস' চেয়ে বসল। সেদিন মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল ওঁর, থরথর করে কাঁপছিলেন, ফর্সা চেহারায় শিরাগুলো দপদপ করছিল। কেবলই চিৎকার করে বলছিলেন, জন্ম দিয়েছি রেডিওকে আমি! জন্ম দিয়েছি! আমিই জন্ম দিয়েছি! আমার কাছে পাস চাইছ? পাস? মনে হচ্ছিল এ শুধু চিৎকার করে ক্ষোভ উগরে দেওয়া নয়, এর গভীরে কি লুকিয়ে আছে কান্নাও? বছরের শুধু দুর্গোৎসবের সময়েই তাঁর কথা আমাদের মনে পড়ে। কণ্ঠ ভেসে আসে, মুখ দেখা যায় না। এখন রেডিওর যুগ আর নেই। তবুও বছরের মহালয়ার ওই একটা দিন বীরেন্দ্র কৃষ্ণের হাত ধরে রেডিও বেরিয়ে আসে। বাঙালিরা মহালয়া রেডিওতেই শুনতে চায়। টেলিভিশন বা ইউটিউবে নয়। আবেগপ্রবণতার আরেক নাম যদি 'বাঙালি' হয়, তাহলে রেডিওর আর এক নাম 'বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র'। শরতের পুজো, পুজোর কলকাতা, কলকাতার বেতার, বেতারের বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র! ইনি এমন এক বাঙালি, যাঁর অভাবনীয় জনপ্রিয়তার কারণে বেতারের অনুষ্ঠানকেই 'মহালয়া' বলে ভুল করেন অনেকে। আসলে 'মহালয়া' একটি তিথি। অনুষ্ঠানটির নাম 'মহিষাসুরমর্দিনী'। এই অনুষ্ঠানের এতটাই জনপ্রিয়তা যে, তাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নানান মিথ। 'স্তোত্রপাঠ' বলতেই আমরা যে কণ্ঠধ্বনি বুঝি, সেই বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের জন্মদিন। এই অবিসংবাদী বেতার পুরুষকে জন্মদিনে আমাদের পক্ষে থেকে রইলো শ্রদ্ধাঞ্জলি।

মহালয়ার দিন থেকেই শুরু হয় বাংলার দেবী পক্ষ। মা দুর্গা ঠাকুর দালানে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেন। বহু বনেদি বাড়িতে এই দিন মায়ের চক্ষুদান রীতি প্রচলিত রয়েছে। রয়েছে মাকে শাড়ি গহনা পরানোর রীতি। সেই সব রীতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়ে থাকে। মহালয়া দিন ভোর বেলা থেকে শুরু হয়ে যায় পিতৃতর্পন। গঙ্গায় বহু লোক এসে পিতার উদ্দেশ্যে জল দান করে থাকেন। সারা দিন নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করে। মহালয়া দিনকে জনপ্রিয় করতে কলকাতা রেডিও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল য়ে একটি জনপ্রিয় সঙ্গীতের আসর বসাবে। সেই সময়ে কলকাতা রেডিওতে বিরাজ করছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পঙ্কজ মল্লিক এবং রাইচাঁদ বড়াল। সঙ্গে ছিলেন কানা কেষ্ট। হঠাৎ কী মনে হল বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র এবং পঙ্কজ মল্লিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে তারা চণ্ডীপাঠকে সমানে রেখে অনুষ্ঠান করবেন। প্রভাতী অনুষ্ঠান করা হবে। শুরু হয়ে গেল আলোচনা। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন বাণী কুমারকে দিয়ে শ্লোক লেখানো হবে। তিনি গান রচনা করবেন। গানগুলিতে সুর দেবেন পঙ্কজ মল্লিক। চণ্ডী পাঠ করবেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। আর বাংলার সঙ্গীত শিল্পীদের একটি করে গান গাইতে হবে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে একটি করে গা গাইতে হবে। শিল্পীরা রাজি হয়ে গেলেন। রিহার্সাল শুরু হয়ে গেল। কোথায় কোথায় গণ্ডগোল রয়েছে তাকে ঠিক করা হল। মহালয়ার ভোর বেলায় প্রভাতী অনুষ্ঠান শুরু হবে। তার জন্য নির্দিষ্ট সময় বাছাই করা হল। তার আগে কিন্তু কলকাতা রেডিও থেকে কোনও অনুষ্ঠান শুরু করা চলবে না। মহালয়া অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর প্রতিদিনের স্বাভাবিক অনুষ্ঠান চলতে থাকবে। ১৯৫০ সাল থেকে মহালয়া প্রভাতী অনুষ্ঠান চলেছে। তারপরে ১৯৬০ সালে এটি রেকর্ড করা হয়। তারপর থেকে রেকডিং এর মাধ্যমে প্রভাতী অনুষ্ঠান প্রতি বছর মহালয়ার দিন প্রচার করা হয়ে থাকে। 'জাগো দুর্গা' গানটি গাওয়ার কথা ছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের। সেটা ঠিক করে রেখে দিয়েছিলেন সুরকার পঙ্কজ মল্লিক। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন 'জাগো দুর্গা' গানটি একমাত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যা.কে দিয়ে গাওয়ালে গানটা মর্যাদা লাভ করতে পারবে। কিন্তু যেদিন রেকর্ডিং করার কথা সেদিন জানতে পারা গেল যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গলার অবস্থা খুবই খারাপ। সুরকার পঞ্জক মল্লিক মাত্র কয়েকদিন অপেক্ষা করলেন যদি হেমন্ত মুখোপাধ্যাকে দিয়ে গাওয়ানো হবে। কিন্তু দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় গানটি গাইলেন।

বামপন্থীরা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে 'তোজোর কুকুর' বলে

দেবেশ সরকার

যে সব অর্বাচীনেরা আজও ভুলতে পারে নি বা আজও সেই চর্চা নিয়ে ব্যস্ত 'নেতাজী তোজোর কুকুর' সেই সব নেতাজী অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে।এত ষড়যন্ত্র বা অস ম্মানের পরেও ভারতবর্ষের আজও সর্ব -অনুভূতিতে সুভাষ ময়। ভারতের আকাশে আজও জ্বলছে শুধু একটি সৌর-প্রতিম ভাবমূর্তি নেতাজী। আজাদ হিন্দ বাহিনীকে আজ অনা য়াসে এই বঙ্গভূমিতে অবমাননা যাঁরা করছে তাঁরা কি জানেন? কোহিমা, ইম্ফল ও চট্টগ্রামের শ্যামল মাটিতে সমন্বিত জাতীয় শক্তির রক্তসিঞ্চনে যে জাতীয় জীবনের স্বাধীনতার স্বপ্ন অঙ্কুরিত হয়েছিল এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকালে ভারতের সৌহার্দ্য - সম্প্রীতির সমন্বিত জাতীয় জীবনের যে ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ভৈরবী সুরের কান্না ! সেদিন ভারতের একদল মীরজাফর-উমিচাঁদের ষড়যন্ত্রে এবং জাতীয় কংগ্রেসের দিধ্বাগ্রস্ত নির্দেশের ফলে অখন্ড ভারত খন্ডিত করার দুরভিসন্ধিতে আজাদ হিন্দ বাহিনীর জয়ের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থ হতে হয়েছিল। কিন্তু ধর্ম ও বর্ণের বিভেদ মুছে দিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী জাতীয়বাদ, সর্বধর্ম সমন্বয় এবং সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় প্রগতির যে নিদর্শন ভারতের জনগণের সামনে তুলে ধরেছিল তা সমগ্র দেশবাসীর সামনে এক অপূর্ব দিকদর্শন হয়ে আছে।

নেতাজীকে যাঁরা জাপানের দালাল বলতেও দ্বিধাবোধ করেন নি , তাঁরা কি নেতাজীর গভীর চিন্তা ধারার একবিন্দুও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন? নেতাজী জাপা নের সঙ্গে সহযোগিতা প্রসঙ্গে ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন, সিঙ্গাপুর বেতার কেন্দ্র থেকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, কমরেড, আমি বলছি জাপানের সাহায্য নিয়েছি বলে আমি লজ্জিত নই। আমি আরো বলতে পারি যে সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যদি নতজানু হয়ে আমেরিকার সাহায্য ভিক্ষা করে থাকতে পারে তাহলে আমরা পরাধীন নিরস্ত্র জাতি কেন আমাদের বন্ধুর কাছ থেকে সাহায্য নেব না? আজ আমরা জাপানের সাহায্য নিয়েছি, কাল প্রয়োজন মতো অন্য জাতির সাহায্য নিতে ইতস্তত করব না। বিদেশি কোন সাহায্য না নিয়ে যদি স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হয় তাহলে আমি কারও থেকে কম আনন্দিত হব না। কিন্তু আধুনিক ইতিহাসে আজ পর্যন্ত একটিও এমন দৃষ্টান্ত নেই যেখানে বিদে শের সাহায্য ছাড়া কেউ স্বাধীনতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ভারত বর্ষের মতো পরাধীন জাতির পক্ষে ব্রিটিশের শত্রুর সঙ্গে যোগ দেওয়া ব্রিটেনের নেতাদের ও রাজনৈতিক দলের দয়া ভিক্ষা করার থেকে অনেক বেশি সম্মানজনক। আমাদের অসুবিধা এই যে, আমরা আমাদের শত্রুদের তত ঘৃণা করতে শিখিনি এবং আমাদের নেতারা শত্রুকে সাহায্য করতে সর্বদায় প্রস্তুত। এটা কি হাস্যকর নয় যে আমাদের কোনও কোনও নেতা বাইরের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে দেশে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মেলান? বন্ধুগণ, এখানে যদি চেয়ারে বসে রাজনীতি করতাম তাহলে আজ আমি খুলে কিছুই বলতাম না। আমি এবং আমার সঙ্গীরা কঠোর সংগ্রামে রত আছি। যারা প্রকৃত রণক্ষেত্রে নেই তাদেরও প্রতিমুহূর্তে বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বার্মাতে আমরা রোজ বোমা ও মেশিন গানের সম্মুখীন হয়েছি। রেঙ্গুনে আমি দেখেছি আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজের হাসপাতাল ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।, অসংখ্য রোগী হতাহত হয়েছে। আমি এবং আরও অনেকে যে বেঁচে আছি তা জনগণের দয়ায়। মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আমরা বেঁচে কাজ করছি ও যুদ্ধ করছি বলে আপনাদের কাছে কথা বলার ও পরামর্শ দেওয়ার অধিকার আমাদের আছে। বোমা পড়া যে কী তা আপনারা অনেকেই জানেন না। কানের কাছে ডানে বাঁয়ে দিয়ে গুলি চলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আপনাদের অনেকেরই নেই। যাঁদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁদের দৃঢ়তা অটুট এবং তাঁরা ওয়াভেল প্রস্তাব গ্রাহ্যই করেন না।'

এবার আসি কমিউনিস্টদের তীর্থক্ষেত্র চীন নেতাজীর জাপা নের সহায়তার বিষয়ে কী বলেছিলেন, বেজিং বিশ্ববিদ্যাল য়ের এক অধ্যাপক ভারত সফরে এসে এশিয়াটিক সোসাইটিতে বলেছেন যে, চীনে এখন গান্ধীজী, নেহেরু এবং সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বিস্তর লেখালেখি হচ্ছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে তাদের কৌতূহল বেড়েছে। চীনে সুভাষ চন্দ্রকে এখন একজন মহান দেশপ্রেমিক রূপে গণ্য করা হয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাদের ধারণা এখন পাল্টিয়েছে। তারা সুভাষ বসুকে ভুল বুঝেছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন। সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মূল্যায়ন ও ভুল ছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন। সুভাষচন্দ্র জাপানের সাহায্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন।

রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়

চিত্তজিৎ দত্ত

স্মরণীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন ২৬ জুলাই, ১৯৮৭ সালে। রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সর্বকালের সেরা শিল্পীদের মধ্যে তাঁর নাম থাকে একদম প্রথম সারিতে। তিনি দেড়শোর উপরে রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করেছেন। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের গানের স্টাইল ছিল অনন্য। তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাবীন্দ্রিক ভাব, গায়কী, স্পষ্ট উচ্চারণ এবং স্বরলিপির নিখুঁত ব্যবহারের জন্য তিনি অমর হয়ে আছেন। ১৯৫৪ সালে) তে প্রথম রেকর্ড করেন দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত, তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা এবং আজি বিজন ঘরে। তিনি ছিলেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলার পানিহাটির বাসিন্দা। তাঁর পিতার নাম নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি কলকাতার তীর্থপতি ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক এবং আশুতোষ কলেজ থেকে বি.এ পাস করেন। তিনি গানের শতাধিক রেকর্ড করেছেন। তিনি আকাশ বাণীর নিয়মিত শিল্পী এবং রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমির সহ সভাপতি ছিলেন।

ভবানীপুরের ৫১/বি শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীটের বাড়িতে ২০শে আশ্বিন, ১৩৩৭ সন, মঙ্গলবারে কোজাগরী লক্ষ্মীপুর্ণিমার দিন ভুমিষ্ঠ হন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। চিন্ময়ের মায়ের নাম নীহারবালা দেবী ও পিতা নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। চিন্ময়রা হলেন দুই ভাই, দুই বোন। দাদার নাম জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়। আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যেও নরেন্দ্রনাথ সপরিবারে উঠে এসেছিলেন টালিগঞ্জের ৮৪ নং রসা রোডের বাড়িতে ১৯৩৮ সাল নাগাদ। এখানেই কেটেছে চিন্ময়ের বাকি জীবন। রসা রোডের বর্তমান নাম চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় সরণী। এই বাড়িতেই রাস্তার দিকে রয়েছে চিন্ময়বাবুর গানের ঘর।

বালিগঞ্জের ডোবার লেন মিউজিক কনফারেন্সে একদিন রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আধুনিক গানের অনুষ্ঠান হচ্ছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রথমে এবং পরে আধুনিক। রবীন্দ্রসঙ্গীত

পরিবেশন করতে শুরু করলেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। অনেকগুলি গানের পর শেষ গানটি গাইলেন - 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান'। প্রধানত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শ্রোতারাই উপস্থিত ছিলেন সেখানে, তারাও সবাই মুগ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে! গান গেয়ে মঞ্চ থেকে নেমে আসতেই চিন্ময়কে জড়িয়ে ধরলেন প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য! একজন গুণী আরেকজন গুণীর কদর করতে একটুখানিও কার্পণ্য করেননি।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের ভাই কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্য আবার একদিন স্বয়ং উপস্থিত হন চিন্ময়বাবুর বাড়িতে। বললেন, আমি একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইব, আপনি তুলে দিন। খুব সম্ভবত কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে গাইবার জন্যে তুলতে চাইছিলেন একটি রবীন্দ্রগান। চিন্ময় সব শুনে বললেন, আপনার গলায় ঐ গানটা খুব ভালো মানাবে, 'ভালো যদি বাস, সখী, কি দিব গো আর'। কথামতন গানটি পান্নালালকে তুলিয়ে দেন চিন্ময়।

এরকমই আবদার করেছিলেন একবার চিন্ময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বাংলা গানের একজন উজ্জ্বলতম নক্ষত্র শ্যামল মিত্র। তখনও ওঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড বেরোয়নি। রেডিও বা অন্য কোথাও গাইবার জন্য একটি গান তুলতে চলে এলেন বন্ধুর কাছে। বললেন, চিন্ময়, আমায় একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত তুলিয়ে দে যেটা আমার গলায় ভালো লাগবে। চিন্ময় শোনালেন 'ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখি'। কয়েক মিনিটের মধ্যে বারদু'য়েক শুনে শ্যামলবাবু হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে বললেন, আমি একটু গাই, তুই শোন। শুরু করলেন গান এবং একেবারে পারফেক্ট গেয়ে দিলেন! ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা!

একদিন সন্ধ্যাবেলায় মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু),শ্যামল মিত্র'র বাড়ি হাজির আড্ডা দিতে। সঙ্গে তার নতুন গাড়ি 'ইংল্যান্ড অস্টিন'। গাড়িটির আসল নাম কিন্তু ছিল 'অস্টিন অফ ইংল্যান্ড'। কিন্তু কিভাবে যে গাড়িটা 'ইংল্যান্ড অস্টিন' নামে পরিচিতি পেল তা ঈশ্বরই জানেন। যাই হোক, সেই গাড়ি দেখেই শ্যামলবাবু বললেন, এই, এটা কবে নিলি? আমাকে একটা জোগাড় করে দে না। মানববাবু খুব উচ্ছ্বসিত। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তোর চাই? দে তোর টেলিফোনটা এগিয়ে দে তো। ফোনে তিনি মিত্রবর যোগেশবাবুকে বললেন গাড়ির কথা। উনি থাকতেন ঢাকুরিয়ায়। গাড়ি কেনাবেচার ব্যবসা করতেন। ওনাকে বলার তিনদিনের মধ্যে শ্যামলবাবু পেয়ে গেলেন একটা নতুন গাড়ি। এইভাবেই শ্যামলবাবু মারফত আরো দুটো গাড়ি জোগাড় হল তাঁর আরো দু'জন বন্ধুর জন্য। একটা পেলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায় আর আর একটা পেলেন নির্মলেন্দু চৌধুরী। গাড়ির গল্প এখানেই শেষ নয়। সবার গাড়ি দেখে একদিন শ্যামল মিত্র-র বাড়ি এলেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। সময়টা বোধয় ১৯৫৮ কিংবা ১৯৫৯। তাঁরও একটা 'ইংল্যান্ড অস্টিন' চাই। একই মডেলের গাড়ি আর কত পাওয়া যায়। যোগেশবাবুর সঙ্গে কথা বলে শ্যামলবাবু জানলেন ওই একই গাড়ি আর পাওয়া যাবে না। তাই চিন্ময়কে রাগানোর জন্য শ্যামলবাবু বললেন, আমরা সবাই আধুনিক গান, লোক-সঙ্গীতের শিল্পী, তাই আমাদের এই রকম গাড়ি। তুই হলি গিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতশিল্পী, তোর জন্য অন্য ভালো গাড়ি জোগাড় করে দিচ্ছি। চিন্ময়বাবু যা বোঝার বুঝলেন। কয়েকদিন পর শ্যামলবাবু তাঁকে একটা মরিস মাইনর জোগাড় করে দিয়েছিলেন যোগেশবাবু মারফত। চিন্ময়ের সেই গাড়ির নম্বর ছিল ৫২২২।

আর একদিন মজার ঘটনা। ভি. বালসারা এসেছেন চিন্ময়ের বাড়িতে তাঁকে নিজের সুরে একটি রম্যগীতি তোলাবেন বলে। তখন আকাশবাণীতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে নিয়মিত রম্যগীতিও গাইতেন চিন্ময়। ছবির মত সাজানো-গোছানো চিন্ময়ের গানের ঘরেই চলছে গান তোলানো, বালসারাজি হারমোনিয়াম বাজচ্ছেন। রবীন্দ্রসদনে রয়েছেন হেমন্ত, রামকুমার, ফিরোজা বেগম।

টলিউডের একচ্ছত্র সেনাপতি ছিলেন অভিনেতা ছবি বিশ্বাস

শঙ্করলাল কর্মকার

দার্জিলিং এসেছেন। খাবারের অর্ডার দেওয়া হয়েছে, বিকাশ রায় আর দু'চারজন ইংলিশ খানার অর্ডার দিলেন। ছবি বিশ্বাস সহ অন্যরা নিখাদ বাঙালি খাবার মাছের ঝোল ভাত। বিকাশ রায় দেখলেন ইংলিশ খানার অনেকটা ছবি বিশ্বাস খেয়ে নিজের খাবার খাচ্ছেন। প্রতিবাদ করে বললেন, ছবিদা আপনার তো ইংলিশ খানা

খাওয়ার কথা নয়,আপনিই তো সব খেয়ে নিলেন!

ছবি বিশ্বাস এতটুকু না দমে বললেন, কী করবি বল,বেয়ারা গুলো সাহেবি খানা খাওয়ার উপযুক্ত সাহেবি চেহারা দেখে আমাকেই দিচ্ছে, তোর বেগুন পোড়া মার্কা চেহারা দেখে কেউ তোকে দিচ্ছে না। তোকে যে এখনও টেবিল থেকে উঠিয়ে দেয়নি, সেটাই তোর ভাগ্য। অথচ সেই ছবি বিশ্বাসের ভূয়সী প্রশংসা করে বিকাশ রায় নিজের বই 'মনে পড়ে'য় লিখেছেন, এই ছবিদা, মনে পড়ে, বারবার ওঁর কথা মনে পড়ে। পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করে ছবির হিরোকে ছাপিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা একমাত্র বোধহয় ছবি বিশ্বাসের ছিল। একটি সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রে হায়েস্ট পেইড স্টার ছিলেন। বহু সিনেমা আছে যেখানে ছবির নায়ক - নায়িকাকে নয় দর্শক সিনেমা হলে যেতেন ছবি বিশ্বাসের অভিনয় দেখতে। সব চরিত্রেই তাঁকে মানাত বটে কিন্তু জমিদারের চরিত্রে সাংঘাতিক ভাবে মানাত। লম্বায় ছয় ফুটের বেশি গায়ের রংটা মর্তমান কলার মত, মেজাজেও রাজা, ছোট জাগুলিয়ার জমিদার ছিলেন। ইন বর্ন জমিদারি মেজাজ ছিল। কিন্তু তাঁর একটা দরদী মন ছিল অনেকের হয়ত অজানা। অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা মারা গিয়েছেন ১৯৬০ সালে। শ্মশানে ভানুর হাতে জোর করে ৫০০ গুঁজে দিলেন ছবি বিশ্বাস। হয়ত ভানুর প্রয়োজন ছিল না তবুও ছবি বিশ্বাস বললেন, রেখে দে, দরকার হবে। একবার এক স্টুডিও মালিকের সঙ্গে কর্মীদের বেশ সংঘাতের আবহ। অভিযোগ কর্মীরা ঠিকভাবে বেতন পান না, মালিকের ব্যবহার ভাল নয়। কর্মীরা গিয়ে সব ঘটনা ছবি বিশ্বাসকে খুলে বললেন। এক মুহূর্ত আর দ্বিধা নয়, কর্মীদের সঙ্গে চলে এসে গেটের বালিতে সবার আগে বসে পড়লেন। ধর্মঘট, পরিস্কার বললেন, শ্রমিকদের বেতন না মিটিয়ে কোনও কাজ করা চলবে না। পরিচালক ছবি বিশ্বাসকে নির্দেশ দিচ্ছেন,এই চরিত্র অভিনয় করার সময়ে আপনি ভুলে যান যে আপনি ছবি বিশ্বাস।

স্বাধীনতা দিবস পালনের আবহে প্রতিভার মহামঞ্চ

রতন দে, বালুরঘাট, ৪ আগস্ট ঃ স্বাধীনতা দিবস শুধু জাতীয় পতাকা উত্তোলন বা আনুষ্ঠানিক উদ্‌যাপনের দিন নয় আগামী প্রজন্মের মনে দেশপ্রেম শৃঙ্খলা ও সৃজনশীলতার বীজ বপনেরও এক বিশেষ উপলক্ষ্য। সেই ভাবনাকে সামনে রেখেই স্বাধীনতার ৭৯তম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পাঁচ দিনব্যাপী আন্তঃ বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে বালুরঘাটের ঐতিহ্যবাহী বিংশ শতাব্দী ক্লাব। আগামী ১৫, ১৬, ২২, ২৩ এবং ২৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে এই উৎসব। স্বাধীনতা দিবসের দিনই পালিত হবে ক্লাবের ৬৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস। ফলে জাতীয় উসবের আবহে বালুরঘাটে তৈরি হতে চলেছে প্রতিভা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির এক অনন্য মিলনমঞ্চ। বালুরঘাট শহর ও সংলগ্ন এলাকার সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষের আশা, কয়েকশো প্রতিযোগীর অংশগ্রহণে পাঁচ দিনের এই আয়োজন জেলার অন্যতম বৃহৎ ছাত্র-সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হবে। নতুন প্রজন্মের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশের পাশাপাশি স্বাধীনতার চেতনা সুস্থ প্রতিযোগিতা শৃঙ্খলা ও সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। সঙ্গীত আবৃত্তি অঙ্কন যোগব্যায়াম নৃত্য ব্যাডমিন্টন - তবলা - কুইজ - গিটার তাৎক্ষণিক বক্তৃতা যেমন খুশি সাজো ও নাটক- মোট ১২টি বিভাগে হবে প্রতিযোগিতা। ক্লাবের মতে পাঠ্যশিক্ষার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সংস্কৃতিচর্চা একজন ছাত্রছাত্রীকে আত্মবিশ্বাসী দায়িত্বশীল ও সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই প্রতিভা বিকাশের পাশাপাশি মূল্যবোধের শিক্ষাকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিংশ শতাব্দী ক্লাব দীর্ঘদিন ধরেই বালুরঘাটের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নেতাজি সুভাষ সরণির ক্লাব প্রাঙ্গণেই হবে পাঁচ দিনের সমস্ত প্রতিযোগিতা। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে সর্বাধিক ২০ জনের প্রতিনিধিদলের নাম আগামী ১০ আগস্টের মধ্যে জমা দিতে বলা হয়েছে। ক্লাবের সম্পাদক রাজু চৌধুরী বলেন স্বাধীনতার প্রকৃত চেতনা আনুষ্ঠানিকতায় নয়, নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা ও সৃজনশীলতার বিকাশে। সেই লক্ষ্য নিয়েই আমাদের এই আয়োজন। অনুষ্ঠান কমিটির কনভেনার দিলীপ সাহা বলেন, এটি শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয় ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশের বড় মঞ্চ। এখান থেকেই উঠে আসতে পারে আগামী দিনের শিল্পী, ক্রীড়াবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। শিক্ষক ও অভিভাবকদের মতে বর্তমান সময়ে পাঠ্যশিক্ষার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সংস্কৃতিচর্চার গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। সেই প্রেক্ষাপটে বিংশ শতাব্দী ক্লাবের এই উদ্যোগ সময়োপযোগী। তাঁদের বিশ্বাস স্বাধীনতার আবহে এই আয়োজন ছাত্রছাত্রীদের আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশকে আরও সমৃদ্ধ করবে। জাতীয় উৎসবের আবহে তাই বালুরঘাটে উদ্‌যাপিত হবে শুধু স্বাধীনতা দিবস নয়, আগামী দিনের প্রতিভা, স্বপ্ন ও সম্ভাবনারও এক বর্ণময় উৎসব।

কৃষ্ণনগরে জোড়া দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৪ আগস্ট ঃ কৃষ্ণনগরে মাসির বাড়িতে এক কিশোরী এবং তার মেশোমশাইয়ের রহস্যমৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে ঘরের ভিতর থেকে কিশোরীর নিথর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। আর ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় মেশোমশাইয়ের মৃতদেহ। এদিন পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকালে দুজনের মৃতদেহ দেখে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে কিশোরীর দেহ উদ্ধার করে। একইসঙ্গে ঘরের ভিতর ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ওই কিশোরীর মেশোমশাইয়ের দেহ। কী কারণে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এর পিছনে কোনও রহস্য রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মৌমিতা মান্না, স্বামী- রাজকুমার মান্না, সাং ও পোঃ- নিউকোলড়া, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ২৮।০৭।২০২৬ তারিখে রানিহাটা সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০৩৭১২, ০৫০৩০৩৭১৩, ০৫০৩০৩৭১৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা বিশ্বনাথ হাজরা, পিতা- পরেশ নাথ হাজরা এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন মাশিলা মৌজায় জে. এল.-২৪ নং ভুক্ত, এল. আর. ৩৭২১ নং খতিয়ানে এল. আর. ২২৩০, ২২৩২ নং দাগে শালি মোট ২৬.৫০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ১২।০৮।২০১৬ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ০৫০৩০০৩৪৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে রাজকুমার মান্না পিতা -তারকনাথ মান্না, সাং ও পোঃ- নিউকোলড়া থানা -ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

বিজ্ঞপ্তি

আমার নাম শোভা দেবী স্বামী -সুদামা রাউত এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি যে হাওড়া ADSR এ 8-3-2017 সালে 00954 দলিল মূলে 214 নং দাগে 1 কাঠা 8 ছটাক জমি ক্রয় করিয়াছি যা ২০১৬ সালে রেজিস্ট্রিকৃত বিয়িং নং. 00665 এ অজয় কুমার ও ওম প্রকাশ গুপ্তা এবং 2005 সালে 00218 নং দলিল মূলে সমীর কুমার বিশ্বাস এবং পঙ্কজ কুমার সরকার আমমোক্তার নামা নিয়েছিলেন, বর্তমানে আমি এই জমিটিতে মিউটেশন নাম খারিজের জন্য আবেদন করিয়েছি, এবিষয়ে যদি কারও কোনো আপত্তি থাকে তাহলে 30 (30) দিনের মধ্যে বালী জগাছার BL & LRO তে যোগাযোগ করবেন।

HIJALNA GRAM PANCHAYET
BADGACHA: PURBA BARDHAMAN
(Under Raina -1 Panchayet Samity)

E-tender are invited by the Prodhan, Hijalna Gram Panchayet from bonafied and experience contractors for renovation of Belsor Market complex at Belsor Te matha under Hijalna Gram panchayet from 15th FC Untied in respect of the following:- **i) Tender ID: 2026_ZPHD_1035991_1. Dated 04/08/2026**. For further details please visit **http://wbtender.gov.in** and see tender id that mentioned before.

Sd/- Prodhan
Hijalna Gram panchayet

NOTICE INVITING TENDER

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide NIT No-05/Sub/II of 2026-27 for **01 (One) Nos** works from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application-10.08.2026 Last date of receiving tender paper-12.08.2026

Sd/- S. Chakraborty
Assistant Engineer
(PWD) Hooghly Construction Sub Division No-II Arambagh Hooghly

সেতুর ভগ্নদশা! বর্ষা নামলেই সাগরদিঘিতে বিচ্ছিন্ন ৫-৬ গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৪ আগস্ট ঃ সাগরদিঘীতে ভাসল সেতু, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত পড়ুয়াদের। বর্ষা নামতেই চরম

বিপত্তির মুখে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী। জলে ডুবে গেল খালের ওপর তৈরি অস্থায়ী ভগ্নদশার সেতু। ফলে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করছে খুদে স্কুল পড়ুয়ারা। সাগরদিঘির বোখরা ২ নম্বর অঞ্চলের দুহাল দুর্গা মন্দির থেকে ধামুয়া এমএসকে স্কুল পর্যন্ত রাস্তার সংযোগকারী সেতুটি জলে তলিয়ে গেছে। কাঁধে সাইকেল তুলে নিয়ে স্থানীয় যুবকরা ছাত্রদের সেতু পার করে দিচ্ছেন। সেতু তলিয়ে যাওয়ায় অনেক পড়ুয়াকে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে দীর্ঘ পথ ঘুরে স্কুলে যেতে হচ্ছে, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। জেলা পরিষদের উদ্যোগে ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হলেও, সেতুটি আগের মতোই ভগ্নদশায় ফেলে রাখা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, রাস্তা তৈরি হওয়ার আগে আমাদের একটি স্থায়ী সেতু দরকার। সেতু না তৈরি হলে এই রাস্তার কোনও মূল্যই থাকবে না। বর্ষা এলেই ৫ থেকে ৬ টি গ্রামের মানুষ পুরোপুরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। বর্ষার প্রবল জলস্রোতে সেতুটি যেকোনও মুহূর্তে সম্পূর্ণ ভেঙে যেতে পারে। তখন বাধ্য হয়ে ধুমারপাহাড় ও রতনপুর হয়ে কয়েক কিলোমিটার অতিরিক্ত পথ ঘুরে যাতায়াত করতে হবে। ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকার রাস্তা তৈরি হলেও সেতুর এই ভগ্নদশা প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে প্রশাসন ও স্থানীয় জেলা পরিষদের নজরদারি নিয়ে। অবিলম্বে স্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন এলাকার ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ। যদিও মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। বিষয়টি নজরে এসেছে। অতি দ্রুত সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা হবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার নাম সোনী কুমারী স্বামী-অজয় কুমার এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি যে হাওড়া ADSR এ 8-3-2017 সালে 00955 দলিল মূলে 214 নং দাগে 1 কাঠা 8 ছটাক জমি ক্রয় করিয়াছি যা 2016 সালে রেজিস্ট্রিকৃত বিয়িং নং. 00665 এ অজয় কুমার ও ওম প্রকাশ গুপ্তা এবং 2005 সালে 00218 নং দলিল মূলে সমীর কুমার বিশ্বাস এবং পঙ্কজ কুমার সরকার আমমোক্তার নামা নিয়েছিলেন, বর্তমানে আমি এই জমিটিতে মিউটেশন নাম খারিজের জন্য আবেদন করিয়েছে, এবিষয়ে যদি কারও কোনো আপত্তি থাকে তাহলে ৩০ (30) দিনের মধ্যে বালী জগাছার BL & LRO তে যোগাযোগ করবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নংঃ এসডিএসটিই-এলসিগেট-০৬এনওএস-২৬-আরই, তারিখঃ ৩০.০৭.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন। **কাজের নামঃ** হাওড়া ডিভিশনের টিভিইউ > ১০০০০ সমন্বিত ৬টি এলসি গেট-এর ইন্টারলক ও মানোন্নয়ন। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমানঃ** ৮,৫৬,৪০,৮৩৮.৮০। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটিঃ** ৫,৭৮,২০০। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২১.০৮.২০২৬ তারিখ বেলা ৩.০০। **বিড শুরুর তারিখঃ** ০৭.০৮.২০২৬। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময়ঃ** ৩০.০৭.২০২৬ সন্ধ্যা ৭.০২ মিনিট। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ মাস। ওয়েবসাইটের বিবরণ যেখান থেকে টেন্ডারপত্র ডাউনলোড করা যাবেঃ **www.ireps.gov.in**। বিডারগণ শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব গৃহীত হবে তা অগ্রাহ্য হবে।

(HWH-248/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বরঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭৮৫৬৩৯৫, তারিখঃ ৩০.০৭.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এম), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বিড আহ্বান করছেনঃ **বিড শেষের তারিখ/সময়ঃ** ২০.০৮.২০২৬ সন্ধ্যা ৬টা। **বিড খোলার তারিখ/সময়ঃ** ২০.০৮.২০২৬ সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট। **বিড প্রস্তাবের বৈধতা (শেষের তারিখ থেকে)ঃ** ৯০ (দিন)। **অফিসের নামঃ** ক্যারেজ ও ওয়াগন ওয়ার্কশপ, লিলুয়া। **অভিযোগের প্রতিবিধানের জন্য যোগাযোগের বিবরণঃ** এইচওডি ইমেল আইডিঃ yatishkr.93@gov.in, ক্রেতার ইমেল আইডিঃ ranajit.kroy@gov.in। **আইটেম ক্যাটিগরিঃ** পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড- কাজের পরিধি অনুযায়ী লিলুয়া রেলওয়ে কলোনি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা। **অনুরূপ ক্যাটিগরিঃ** ফেসিলিটি ম্যানেজমেন্ট পরিষেবা- ফলাফল ভিত্তিক। পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্নতাবিধান ও জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা- ফলাফল ভিত্তিক। **চুক্তির সময়সীমাঃ** ৩ বছর। **বিডারের ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ** ১৭৮ লাখ। **একই/অনুরূপ পরিষেবার প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বছরের সংখ্যাঃ** ১ বছর। **অনুরূপ পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে কিনাঃ** হ্যাঁ। **টার্নওভারের যোগ্যতামানঃ** কারিগরি মূল্যায়নের সময় ক্রেতা কর্তৃক যাচাই করা হবে। **অভিজ্ঞতার বছর ও টার্ন ওভারের ক্ষেত্রে এমএসই ছাড় আছে কিনাঃ** না। **অভিজ্ঞতার বছর ও টার্ন ওভারের ক্ষেত্রে স্টার্টআপ ছাড় আছে কিনাঃ** না। **বিক্রেতার কাছ থেকে প্রাপ্য নথিপত্রঃ** অভিজ্ঞতার শর্তাবলী, বিডার-এর টার্নওভার, শংসাপত্র (এটিসি-তে চাওয়া)। *কোন বিডার অভিজ্ঞতা/ টার্ন ওভারের শর্তাবলির ক্ষেত্রে ছাড় চাইলে, সেই ছাড়ের জন্য তার যোগ্যতা প্রমাণে সমর্থনকারী নথিপত্র ক্রেতার মূল্যায়নের জন্য আপলোড করতে হবে। **বিড থেকে অংশগ্রহণকারী সকল বিডারের কাছে বিবরণ কর্তৃক আপলোডকৃত নথিপত্র প্রকাশ করতে চাইবেন কিনাঃ** হ্যাঁ। (টেন্ডার/বিড প্রক্রিয়ার সমাপনকালে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের অংশ হিসেবে দাখিল করা নথিসমূহ যে কোন বিডার তার বিড জমা দেয়ার পরে অন্যান্য অংশগ্রহণকারী বিডারদের কাছেও প্রদর্শিত হবে।) **স্বাভাবিক বিড সম্প্রসারণ নিষ্ক্রিয় করার উদ্দেশ্যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বিডের সংখ্যাঃ** ১। **যে সংখ্যক দিনের জন্য বিড স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্প্রসারিত হবেঃ** ৭। **স্বাভাবিকভাবে সম্প্রসারণের সংখ্যাঃ** ১। **আরএ-তে বিড সম্ভব নাঃ** না। **বিডের ধরনঃ** টু প্যাকেট বিড। **কারিগরি মূল্যায়নের সময় কারিগরি স্পষ্টিকরণের অনুমোদিত সময়ঃ** ২ দিন। **টাকায় অনুমিত বিড মূল্যমান (সকল কর সমেত)ঃ** ৩,৫৪,৮১,৮২৮.৪৫ টাকা। **মূল্যায়নের পদ্ধতি ঃ** মোট মূল্যমান অনুযায়ী মূল্যায়ন। **মূল্য বিভাজন নির্দেশক আর্থিক নথি প্রয়োজন কিনা ঃ** হ্যাঁ। **সালিশি ধারা ঃ** না। **মধ্যস্থতার ধারা ঃ** না। **উপদেষ্টা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইএমডি-র পরিমাণঃ** ৩,২৭,৪১০ টাকা।

(MISC-124/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

AUCKLAND INTERNATIONAL LIMITED
CIN- L36934WB1977PLC031184
Regd. Office: P.O.Jagatdal, 24 Parganas (North), West Bengal-743125
Phones: (033) 2581-2038/25812757
Fax: 2581-3795
Email: ail@aucklandjute.com
Website: www.aucklandjute.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, NOTICE is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 12th day of August, 2026 at the Corporate Office of the Company at 5, Middleton Street, Kolkata-700071 inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the first quarter ended on 30th June, 2026, amongst other businesses.

Further as per the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 & Code of Conduct framed thereunder, the Company has closed the trading window w.e.f. July 01, 2026 for all designated persons (as defined in the code) of the Company which shall remain closed till the closure of 48 hours after the announcement/ declaration of Unaudited Financial Results of the Company for the first quarter ended on 30th June, 2026.

For Auckland International Limited
Sd/-
Place: Kolkata — **Sangeeta Ghose**
Date: 05.08.2026 — **Company Secretary**

শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৪ আগস্ট ঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। হাসপাতালের প্রশাসনিক ভবনে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক প্রাণ কৃষ্ণ তপাদার, শ্রীরামপুর থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ, পূর্বস্থলী ১ ব্লকের বিডিও অনন্যা বিশ্বাস, হাসপাতালের চিকিৎসক ডক্টর অম্লান দাস সহ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক এবং রোগী কল্যাণ সমিতির অন্যান্য সদস্যরা। বৈঠকে হাসপাতালের সার্বিক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, রোগীদের আরও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপস্থিতি, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামের প্রাপ্যতা, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং জরুরি পরিষেবাকে আরও কার্যকর করার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি হাসপাতালে আগত সাধারণ মানুষের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়েও মতবিনিময় করা হয়। বিধায়ক প্রাণ কৃষ্ণ তপাদার হাসপাতালের পরিষেবার মান আরও উন্নত করতে সকলকে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার আহ্বান

জানান। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের কাছে আরও উন্নত ও সহজলভ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তর সর্বদা সচেষ্ট। বৈঠকে উপস্থিত প্রশাসনিক আধিকারিক এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার দিক তুলে ধরেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল অজিত কুমার, পিতা-রামদাস সাউ, সাং- পাঁচপাড়া, পোঃ- রাধাদাসী, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ২২।০৫।২০২৬ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০২৩৯৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা নিবেদন পাল, পিতা -প্রমোদ রঞ্জন পাল এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন চক-রাধাদাসী মৌজায় জে. এল.- ৩৬ নং ভুক্ত, এল, আর. ৪৭/১ নং খতিয়ানে এল. আর.-১৬৫ নং দাগে দোকান ০২ কাঠা ০২ ছটাক ২২ বর্গফুট সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ০৩।০৪।২০২৫ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫০৩০১৮১৬ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে সুরজিৎ মালিক পিতা- প্রভাস মালিক, সাং- নিম্ন ঝোড়হাট, পোঃ- ঝোড়হাট, থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

সরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

দেবর্ষি মজুমদার, বোলপুর, ৪ আগস্ট ঃ আবারও সরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠল। রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, সময়মতো চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় পরিষেবা না পাওয়ার কারণেই মৃত্যু হয়েছে নানুর থানার চারকল গ্রামের বাসিন্দা সন্তোষ সর্দারের। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় অসুস্থ হয়ে পড়লে সন্তোষ সর্দারকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। অভিযোগ, হাসপাতালে পৌঁছানোর পর রোগীকে জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্ট্রেচার বা কোনও সহায়ক কর্মী পাওয়া যায়নি। পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘক্ষণ অসুস্থ রোগীকে নিয়ে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ান। তাঁদের দাবি, হাসপাতালের ডিউটিরত কয়েকজন কর্মী উপস্থিত থাকলেও কেউ সহযোগিতা করেননি। পরিবারের আরও অভিযোগ, দীর্ঘ সময় চিকিৎসা শুরু না হওয়ায় হাসপাতালেই মৃত্যু হয় সন্তোষ সর্দারের। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতের আত্মীয়-পরিজনেরা। হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ শুরু হলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে দীর্ঘক্ষণ পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। মৃতের পরিবারের দাবি, যাঁদের গাফিলতির কারণে এই মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। উল্লেখ্য, চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ সম্পূর্ণই মৃতের পরিবারের দাবি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি।

বিজ্ঞপ্তি

আমার নাম অজয় কুমার পিতা-সনয়ন ঠাকুর এতদ্দারা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি যে হাওড়া ADSR এ 20-2-2014 সালে 00954 দলিল মূলে 214 নং দাগে 2 কাঠা জমি ক্রয় করিয়াছি যা 2005 সালে 00218 নং দলিল মূলে সমীর কুমার বিশ্বাস এবং পঙ্কজ কুমার সরকার আমমোক্তার নামা নিয়েছিলেন, বর্তমানে আমি এই জমিটিতে মিউটেশন নাম খারিজের জন্য আবেদন করিয়েছে, এবিষয়ে যদি কারও কোনো আপত্তি থাকে তাহলে ৩০ (30) দিনের মধ্যে বালী জগাছার BL & LRO তে যোগাযোগ করবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইসি/টি/অ্যালায়েড অ্যাক্ট/ওটি-০৪/২৬-২৭, তারিখ ঃ ২৭.০৭.২০২৬। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/পিঅ্যান্ডডি, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত, কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন ঃ **ই-টেন্ডার নং ঃ ইসি_টি_অ্যালায়েডঅ্যাক্ট_ ওটি০৪_২৬-২৭। কাজের নাম ও অবস্থানঃ** ০২ বছর সময়কালের জন্য ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে ডেপুটি সিইই (ডব্লু)/কাঁচরাপাড়া অর্গানাইজেশন, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ের অধীনে শপ-২৬/সি অ্যান্ড ডব্লু/কাঁচরাপাড়া-তে যান্ত্রিক ক্ষয় মেরামতির কাজ চলাকালীন ১২০টি এলএইচবি নন-এসি কোচগুলিতে বিভিন্ন সরঞ্জাম ও কেবল খালাস ও বোঝাই সম্পর্কিত অ্যালায়েড ইলেক্ট্রিক্যাল কাজের আউটসোর্সিং। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫১,২৬,৫৫৬ টাকা (জিএসটি সহ)। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়নামূল্য জমা ঃ** ১,০২,৫০০ টাকা। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে ঃ** টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে **২৭.০৭.২০২৬ থেকে ১৯.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩ টা অবধি** পাওয়া যাবে। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ২৪ মাস। **বিজ্ঞাপনের সময়সীমা ঃ** ২৭.০৭.২০২৬ থেকে ১৯.০৮.২০২৬ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত। **প্রস্তাব জমার সময়সীমা ঃ** ০৫.০৮.২০২৬ থেকে ১৯.০৮.২০২৬ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.০৮.২০২৬ বেলা ৩টা পর্যন্ত। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.০৮.২০২৬ তারিখ বেলা ৩.৩০ মিনিটে।

(MISC-121/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নবর্ণিত কাজের জন্য খ্যাতনামা ও যোগ্য কন্ট্র্যাক্টরদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ই-টেন্ডার নং ঃ ডব্লু২_৬২৩_১৬_০২_এসডিএএইচ_২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ৩০.০৭.২০২৬। কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনে মেইন লাইন সেকশনে গাংপুর ও বর্দ্ধমান স্টেশনের মধ্যবর্তী ডাউন/হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ড ও ডাউন/মেইন-এ ব্রিজ নং ২০৯-এর গার্ডার প্রতিস্থাপন। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১৩,৪৮,৩৪,৪৩২ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২৬,৯৬,৭০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৮.২০২৬ বেলা ২টা। বিস্তারিত টেন্ডার নথি ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডার দাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

(MISC-122/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড
CIN: L51100WB1979PLC032376
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ১৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫
ই-মেইলঃ **omnikol1997@gmail.com**

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯(২) অনুযায়ী এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা আগামী মঙ্গলবার, ১১ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদন করা হবে।

আরও জানানো যাচ্ছে যে, ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফল চূ।ান্তকরণ ও ঘোষণার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সমস্ত পরিচালক, আধিকারিক এবং নির্দিষ্ট কর্মীদের জন্য কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেনের 'ট্রেডিং উইন্ডো' বন্ধ রাখা হয়েছে (যা আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল)। সভা সমাপ্ত হওয়ার এবং স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ত্রৈমাসিক নিরীক্ষাবিহীন ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টা পর এই ট্রেডিং উইন্ডো পুনরায় খুলে দেওয়া হবে।

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষরিত /-
স্থানঃ কলকাতা — নিকিতা চোকহানল
তারিখঃ ০৪.০৮.২০২৬ — কোম্পানি সেক্রেটারি

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৬৩১, তারিখ ঃ ৩১.০৭.২০২৬। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নম্বর ঃ এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/২১/২৬-২৭/এসএফ। অবস্থান সহ কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে এএসটিই/II-এর সেকশনে ইন্টারলকড এলসি গেটগুলিতে (ওএসএল) আরটিইউ-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৭২,৬৪,৯৮১.৫২ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ** ৩,৪৫,৩০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ১৩.০৮.২০২৬। **টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ঃ** ২৭.০৮.২০২৬ তারিখে দুপুর ২টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ২৭.০৮.২০২৬ তারিখে দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in। কারিগরি যোগ্যতামানঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সম্পূর্ণ হওয়া গত ০৭ (সাত) বছর সময়কালে টেন্ডারদাতাকে নিম্নোক্ত ক্যাটিগরিভুক্ত কাজগুলির যে কোন একটির সফল সম্পাদন বা উল্লেখযোগ্য সম্পাদন করে থাকতে হবে ঃ (১) তিনটি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর কম নয়, বা (২) দু'টি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর কম নয়, বা (৩) একটি অনুরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার V/N বা 'V', যেটি কম হবে, তার সমতুল্য হবে, যেখানে V-টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান কোটি টাকায়, N-যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হয়েছে তা সম্পাদনের নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনা করা হবে ''পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুসারে পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রাপ্ত অর্থের'' গড় হিসাবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট প্রস্তুতি/পরীক্ষা না হয়ে থাকলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট-কে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার হিসাবের ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে। টেন্ডারদাতাকে অ্যানেক্সার-VIB অফ জিসিসি ২০২২ (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে ও তৎসহ চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা যথাযথভাবে শংসয়িত পরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের প্রতিলিপি/পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর শংসাপত্র জমা দিতে হবে। **জমাযোগ্য অন্যান্য নথিঃ** টেন্ডার নথিতে যেরূপ উল্লিখিত। **অনুরূপ কাজ ঃ** ডেটা লগার অথবা আরটিইউ সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিয়োগ অথবা ইআই বা আরআরআই বা পিআই সম্পর্কিত সিগন্যাল ইন্টারলকিং কাজ অথবা আইবিএস অথবা আইবিএইচ অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং অথবা ইয়ার্ড মডিফিকেশন অথবা ইউএফএসবিআই অথবা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি বা ডিসি টিসি) অথবা অ্যাক্সেল কাউন্টার (এসএসডিএসি বা এমএসডিএসি বা এইচএ-এসএসডিএসি) অথবা অটোম্যাটিক সিগন্যালিং সম্পর্কিত কাজ। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতামান পূরণের ক্ষেত্রে তাঁর/তাঁদের দাবীর সমর্থনে নথি জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া যোগ্যতাসূচক তথ্যের সমর্থনে প্রদত্ত নথি/শংসাপত্রের প্রতিলিপির প্রতিটি পাতা টেন্ডারদাতা কর্তৃক বা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়ন স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পাতায়) সমন্বিত হতে হবে।

(SDAH-164/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/১২/২০২৬-২৭, তারিখ: ২৯-০৭-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলোর জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম নং: ১; টেন্ডার নং: ৬১/২৬/৫১৮৯/ওটি/৭৮/২০২৬-২৭; বন্ধ/খোলার তারিখ: ২১-০৮-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ট্র্যাক মেশিনের জন্য মাইক্রোকন্ট্রোলার-ভিত্তিক ইলেকট্রনিক গতি নির্দেশক ও রেকর্ডকারী ব্যবস্থা সরবরাহ, স্থাপন এবং চালু করা। এই ব্যবস্থাটি আরডিএসও-এর স্পেসিফিকেশন নং এমপি.০.৩৭০০.০৭, রেভ-৭ (আগস্ট ২০১৭) মেনে চলে এবং এতে ৯০ দিন পর্যন্ত তথ্য সংরক্ষণের সুবিধাযুক্ত ফ্ল্যাশ মেমোরি (অভ্যন্তরীণ মেমোরি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর কারিগরি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে ০-১২০ কিমি/ঘণ্টা গতিসীমা এবং ২৪ ভোল্ট ডিসি (ভিডিসি) পরিচালন ভোল্টেজ। প্রতিটি সেটে নিচে তালিকাভুক্ত সামগ্রীগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (আরডিএসওস্পেসিফিকেশন নং এমপি.০.৩৭০০-০৭)। (১) রেকর্ডিং কাম ইন্ডিকেটর ইউনিট (আরসিআই) - ০১টি (২) স্পিড ইন্ডিকেটর - ০১টি (৩) স্পিড সেন্সর/পালস জেনারেটর - ০১টি (৪) অ্যাডাপ্টার প্লেটসহ জংশন বক্স - ০১টি (৫) কানেক্টিং কেবল - ০১ সেট (৪টি কেবল) (আরসিআই থেকে আইএনডি-এর কেবলের দৈর্ঘ্য ৩৫ মিটার) (৬) প্রয়োজন অনুযায়ী মাউন্টিং সরঞ্জাম; প্রস্তুতকারক: লাক্সভেন বা সমমানের। ওয়ারেন্টি: চুক্তির আইআরএস শর্তাবলি অনুযায়ী। দ্রষ্টব্য: সম্পূর্ণ সেটটির স্থাপন ও চালুকরণ অবশ্যই উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এখতিয়ারভুক্ত এলাকার মধ্যে ট্র্যাক মেশিনগুলির কর্মস্থলে সম্পন্ন করতে হবে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শনকারী সংস্থা: টিপিআই, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: না, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ২২১২৬১, রেলওয়ে ব্যবহারের জন্য মাইক্রোকন্ট্রোলার-ভিত্তিক ইলেকট্রনিক গতি নির্দেশক ও রেকর্ড করার ব্যবস্থা] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- ৪৭ সেট; গন্তব্য: এসএসই/টিএম/মালিগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)। পি.এল. নং-৪৩১১০০১৫০০৩৫।

ক্রম নং: ২: টেন্ডার নং: ৩০/২৬/১৩১৭বি/ওটি/৭৯/২০২৬-২৭: বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৮-০৮-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এলএইচবি বগির জন্য কন্ট্রোল আর্মের সেট, যার মধ্যে রয়েছে (১) কন্ট্রোল আর্ম লোয়ার রাইট, এফআইএটি ড্রয়িং নং ১২৬৭৭১৭ ভার ০০আর ২-এর সর্বশেষ সংস্করণ অনুযায়ী)। পরিমাণ/সেট = ০১টি। (২) কন্ট্রোল আর্ম (আপার) - এফআইএটি ড্রয়িং নং ১২৭৭১২২ ভার- ০১আর৩ (সর্বশেষ সংস্করণ অনুযায়ী)। পরিমাণ/সেট = ০১টি। মেটেরিয়াল স্পেসিফিকেশন: ১৭.৩৩৪ ১০০ ০৬/১০৭/০১, এমডিটিএস-১৬৬ রেভ-০২, এমডিটিএস ২৪১ রেভ-০২, আইএস:১৮৬৫:৯১ (২০২০ সালে পুনর্নিশ্চিত), এসজি ৪০০/১৮এল (সর্বশেষ সংস্করণ ও সংশোধনী সহ)। [ওয়ারেন্টি মেয়াদ: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শনকারী সংস্থা: টিপিআই, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: না, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ৩১০০৫৯৫, এফআইএটি বগির জন্য কন্ট্রোল আর্ম লোয়ার লেফট, রাইট ও টপ (কাস্টিং, কাস্টিং ও মেশিনিং); সাব-আইটেম: এফআইএটি বগির জন্য কন্ট্রোল আর্ম লোয়ার লেফট, রাইট ও টপ (কাস্টিং, কাস্টিং ও মেশিনিং)] পণ্যের ধরন: সামগ্রী (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- ৫৬০ সেট, ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য; (ii) পরিমাণ- ২৮০ সেট, পান্ডু জিএসডি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য; (iii) পরিমাণ- ৪৪৫ সেট, নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য; (iv) পরিমাণ- ১৩ সেট, নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য। পি.এল. নং-৩৩৫০০১৪৯।

ক্রম নং: ৩; টেন্ডার নং: ৪০/২৬/৫০৬৬এ/ওটি/৮০/২০২৬-২৭; বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৫-০৮-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০০০৯-২০১৪ (রেভ-২) বা এর সর্বশেষ সংস্করণ অনুযায়ী, এলএইচবি কোচের জন্য পিপি-সিপি কন্টেইনার যুক্ত ১২ ভোল্ট, ৭০ এএইচ ভিআরএলএ ব্যাটারি (১২ ভোল্টের ৯টি মডিউল)। [ওয়ারেন্টি মেয়াদ: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শনকারী সংস্থা: টিপিআই, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: না, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ২৪০০০৪৯, ১২ ভোল্ট, ৭০ অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার ভিআরএলএ ব্যাটারি] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- ৯ সেট: এসএসই/এসি/গুয়াহাটি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য; (ii) পরিমাণ- ৬ সেট: এসএসই/ইটিএস/আগরতলা, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (ত্রিপুরা)-এর জন্য; (iii) পরিমাণ- ৬ সেট: এসএসই/ইটিএস/শিলচর, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য; (iv) পরিমাণ- ৯ সেট: এসএসই/টিএল/এসি/কামাখ্যা, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য। পি.এল. নং-৪৫৯০১০৯৪০০১২।

ক্রম নং: ৪; টেন্ডার নং: ৬০/২৫/৫১৭৮এ/ওটি/৮১/২০২৬-২৭: বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৪-০৮-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) রোলিং স্টক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কম্পিউটারাইজড রেক টেস্ট রিগ সরবরাহ ও চালু করা (কমিশনিং)। স্পেসিফিকেশন বা কারিগরি বিবরণ সংযুক্ত 'অ্যানেক্সচার-১' অনুযায়ী [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শনকারী সংস্থা: টিপিআই, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: প্রযোজ্য নয়, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ-৩টি, এসএসই/সিডব্লিউ/বিজি/কাটিহার, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (বিহার)-এর জন্য। পি.এল. নং-৬৬০৪০০১০১২৫২। (২) রোলিং স্টকের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কম্পিউটারাইজড রেক টেস্ট রিগ সরবরাহ ও চালু করা। স্পেসিফিকেশন বিবরণ সংযুক্ত 'অ্যানেক্সচার-১' অনুযায়ী [ওয়ারেন্টি মেয়াদ: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শনকারী সংস্থা: টিপিআই, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: নেই, পর্যায় সংখ্যা: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ-১টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/আলিপুরদুয়ার জংশন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য, (ii) পরিমাণ - ১টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম), এর জন্য, (iii) পরিমাণ-১টি; এসএসই/আইসি/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ জলপাইগুড়ি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য। পি.এল. নং-৬৬০৪০০১০১২৬৪। (৩) রোলিং স্টক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কম্পিউটারাইজড রেক টেস্ট রিগ সরবরাহ ও চালু করা (কমিশনিং)। স্পেসিফিকেশন বিবরণ সংযুক্ত 'অ্যানেক্সচার-১' অনুযায়ী হবে [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শনকারী সংস্থা: টিপিআই, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: প্রযোজ্য নয়, পর্যায় সংখ্যা: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ -১টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/ডিব্রুগড়, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম), (ii) পরিমাণ -১টি, এসএসই/সি/আইসি/গুয়াহাটি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জন্য (আসাম), (iii) পরিমাণ - ১টি, এসআর ডিএমই/তিনসুকিয়া, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জন্য (আসাম)। পি.এল. নং-৩৩১৪০০০৭১৯৬৬। (৪) রোলিং স্টকের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কম্পিউটারাইজড রেক টেস্ট রিগ সরবরাহ ও চালু করা। স্পেসিফিকেশন সংযুক্ত 'অ্যানেক্সচার-১' অনুযায়ী [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শনকারী সংস্থা: টিপিআই, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: নেই, পর্যায় সংখ্যা: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ-১টি; এসই/সিএন্ডডব্লিউ/নাহারলাগুন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য। (ii) পরিমাণ-১টি; এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ গুয়াহাটি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য, (iii) পরিমাণ - ১টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/ রাঙ্গাপাড়া উত্তর, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (আসাম) জন্য। পি.এল. নং-৩৩১৪০০০৭১৯৭৮।

ক্রম নং: ৫; টেন্ডার নং: ২০/২৬/০৩৫১/ওটি/৮২/২০২৬-২৭; বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৬-০৮-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ : রোটারি সুইচের সেট (০৬টি ইউনিটের ৪টি আইটেম): ১. এবিবি ডকুমেন্ট নং এইচবিটিবি৫৮৫৫৮০আর১০৩২ বা এর সর্বশেষ সংস্করণ অনুযায়ী 'ফেইলর মোড অপারেশন', পরিমাণ-০১টি। ২. বগি কাট-আউট সুইচ এবিবি ডক নং এইচবিটিবি৫৮৫৫৮০আর১০২২ বা সর্বশেষ সংস্করণ অনুযায়ী, পরিমাণ-০১, ৩. ভিজিল্যান্স ডিভাইস কাট-অফ সুইচ, এবিবি ডক নং এইচবিটিবি৫৮৫৫৮০আর০০৩৪ বা সর্বশেষ সংস্করণ, পরিমাণ-০২, ৪. ক্যাব হিটার/ফ্যান সুইচ – এবিবি ডকুমেন্ট নং এইচবিটিবি৫৮৫৫৮০ আর৫০২২ বা সর্বশেষ সংস্করণ, পরিমাণ-০২; সিএলডব্লিউ স্পেসিফিকেশন নং সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০০৬৮, অল্ট-সি বা সর্বশেষ সংস্করণ (ক্রম-১, ২ ও ৩-এর জন্য) এবং সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০১০৮, অল্ট-এ বা সর্বশেষ সংস্করণ (ক্রম- ৪-এর জন্য) অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টির মেয়াদ: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শনকারী সংস্থা: টিপিআই, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: না, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ২১০০১৪৫, ক্যাব হিটারের জন্য রোটারি সুইচ] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- ৩২ সেট, মালদা টাউন ডিপো, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য। (ii) পরিমাণ - ২৫ সেট, শিলিগুড়ি জংশন ডিজেল ডিপো, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য। (iii) পরিমাণ-২১ সেট, নিউ গুয়াহাটি ডিপো, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য। পি.এল. নং-২৯১০০৬৫৩।

ক্রম নং: ৬; টেন্ডার নং: ৮১/২৬/৪১১১এ/ওটি/৮৩/২০২৬-২৭; বন্ধ/খোলার তারিখ: ২১-০৮-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আইএস: ৩০৯/২০০৫ (চতুর্থ সংস্করণ) মানদণ্ড অনুযায়ী সংকুচিত অক্সিজেন গ্যাস [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শনকারী সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: প্রযোজ্য নয়, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- ৬২৮২ সিইউএম; গুয়াহাটি ফর্মস ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য, (ii) পরিমাণ-৫৬৩৪৯ সিইউএম; ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)। (iii) পরিমাণ-১২৪৫৭ সিইউএম, নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি , উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য, (iv) পরিমাণ-৫৭৫ সিইউএম, শিলিগুড়ি জংশন ডিজেল ডিপো, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য, (v) পরিমাণ- ৫৬,৩৪৯ সিইউএম; নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য, (vi) পরিমাণ -১৭০০৬ সিইউএম, বঙাইগাঁও ডিপো উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (আসাম) জন্য। পি.এল. নং-৮১০৪০৪১৬।

ক্রম নং: ৭ : টেন্ডার নং: ৬০/২৬/৫০০১/ওটি/৮৪/২০২৬-২৭ : বন্ধ/খোলার তারিখ: ২০-০৮-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: বৈদ্যুতিকভাবে চালিত ও সিনক্রোনাইজড লোকোমোটিভ হোয়াইটিং/লিফটিং স্ক্রু জ্যাক (৫টি জ্যাকের সেট) সরবরাহ, স্থাপন ও চালু করা, ক্ষমতা- ৩৫ টন, এইচএইচপি লোকোমোটিভ উত্তোলনের জন্য উপযুক্ত। থ্রি ফেজ ইলেকট্রিক লোকো এবং সমস্ত এএলসিও ডিজেল লোকো। ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ সালের সিওএফএমওডব্লিউ সংকলন অনুযায়ী স্পেসিফিকেশন: ক্রম নং - ২৬৩, মেশিন আইডি - এসজেই৩৫, স্পেসিফিকেশন নং - জামালপুর ওয়ার্কশপের নকশা অনুযায়ী (শুধুমাত্র ৩৫টি লিফটিং জ্যাকের স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করতে হবে)। [পরিদর্শনকারী সংস্থা: টিপিআই, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: না, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ-১টি; এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য। পি.এল. নং- ৬৫৪৩০০০৬০০৯০।

দ্রষ্টব্য :- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডারের নথিপত্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য দরপত্রদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ-ইন করতে পারেন। যেসব সম্ভাব্য দরদাতা উপরোক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক এবং ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত আছেন, তাঁদেরকে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ-ইন করে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না হয়ে থাকেন, তবে তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তারা ভারত সরকারের 'আইটি অ্যাক্ট ২০০০' -এর আওতাভুক্ত সনদ প্রদানকারী সংস্থাগুলি থেকে 'ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট' সংগ্রহ করুন এবং উল্লিখিত দরপত্রগুলিতে অংশগ্রহণ করুন।

প্রিন্সিপাল চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রোগভোগ

যৌনক্ষমতার ওষুধ থেকে ক্যানসারের অস্ত্র? ভায়াগ্রা নিয়ে নতুন গবেষণায় মিলল আশার আলো, তবে এখনই নয় ব্যবহারের সময়

দীর্ঘদিন ধরে ভায়াগ্রা মানেই যৌনক্ষমতা বৃদ্ধির ওষুধ- এমন ধারণাই প্রচলিত। কিন্তু সেই পরিচিত ওষুধই কি ভবিষ্যতে ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নতুন অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে? সাম্প্রতিক একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা এমনই এক সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছে। গবেষকদের দাবি, ভায়াগ্রার সক্রিয় উপাদান সিলডেনাফিল (Sildenafil) ক্যানসার কোষের শরীরের এক অংশ থেকে অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াকে বাধা দিতে পারে। যদিও এই গবেষণা এখনও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে, তবুও চিকিৎসাবিজ্ঞানের মহলে তা নতুন আশার সঞ্চার করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ টিউমারের আকার নয়, বরং ক্যানসার কোষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়া বা মেটাস্টেসিস। ফলে যদি কোনও ওষুধ এই ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াকে ধীর করতে বা থামাতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতে ক্যানসার চিকিৎসার ধরনই বদলে যেতে পারে। সম্প্রতি ইজরায়েলের ওয়াইজম্যান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এর গবেষকরা এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা প্রকাশ করেছেন। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী Cancer Research-এ। সেখানে পরীক্ষাগারে পরিচালিত একাধিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, সিলডেনাফিল ক্যানসার কোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে পারে।

ক্যানসারের দুর্বল জায়গাতেই আঘাত-ক্যানসার কোষ বেঁচে থাকা, দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া এবং শরীরের অন্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ার জন্য বিপুল পরিমাণ কোলেস্টেরল ব্যবহার করে। এই কোলেস্টেরল দিয়েই তারা নিজেদের কোষঝিল্লি তৈরি করে, শক্তি সঞ্চয় করে এবং নতুন পরিবেশে টিকে থাকার ক্ষমতা অর্জন করে। গবেষকদের দাবি, সিলডেনাফিল ক্যানসার কোষের এই কোলেস্টেরল ব্যবহারের পথকে ব্যাহত করতে পারে। ফলে ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি ও শরীরের অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যেতে পারে। যদিও এই ফল এখনও শুধুমাত্র পরীক্ষাগারভিত্তিক গবেষণায় দেখা গেছে, তবুও বিজ্ঞানীরা এটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখছেন।

একসঙ্গে দুই ওষুধে বাড়তে পারে কার্যকারিতা-গবেষণার আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, সিলডেনাফিলের সঙ্গে কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ স্ট্যাটিন ব্যবহার করলে আরও ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে। স্ট্যাটিন শরীরে নতুন কোলেস্টেরল তৈরির প্রক্রিয়া কমিয়ে দেয়। অন্যদিকে, সিলডেনাফিল ক্যানসার কোষকে সেই কোলেস্টেরল ব্যবহার করতে বাধা দেয়। অর্থাৎ, একদিকে কোলেস্টেরল উৎপাদন কমানো এবং অন্যদিকে ক্যানসার কোষের কোলেস্টেরল ব্যবহারের পথ বন্ধ করা- এই দুই দিক থেকে একযোগে আঘাত হানার কৌশল ভবিষ্যতে ক্যানসার চিকিৎসায় কার্যকর হতে পারে বলে মনে করছেন গবেষকরা। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের 'ডবল টার্গেট থেরাপি' ভবিষ্যতে অনেক কঠিন ধরনের ক্যানসারের চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এখনই কি ক্যানসারের জন্য ভায়াগ্রা খাওয়া উচিত? এই প্রশ্নের উত্তর একটাই- একেবারেই নয়।

শুধুমাত্র এই গবেষণার খবর শুনে নিজে থেকে ভায়াগ্রা সেবন করা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।এখনও যেসব প্রশ্নের উত্তর মেলেনি এই গবেষণা যতই আশাব্যঞ্জক হোক না কেন, এখনও বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বাকি। যেমন- কোন ধরনের ক্যানসারে সিলডেনাফিল সবচেয়ে

গবেষকরা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, এটি এখনও মানুষের উপর পরিচালিত ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল নয়। গবেষণাটি পরীক্ষাগারের কোষ ও প্রাণীভিত্তিক পরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে। ফলে এখনই ভায়াগ্রাকে ক্যানসারের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। চিকিৎসকদের মতে, ভায়াগ্রা একটি প্রেসক্রিপশন ওষুধ এবং এরও একাধিক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। বিশেষ করে হৃদরোগ, নিম্ন রক্তচাপ বা নাইট্রেট জাতীয় ওষুধ গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে এটি বিপজ্জনক হতে পারে। তাই

বেশি কার্যকর হতে পারে? রোগীর শরীরে নিরাপদ ও কার্যকর মাত্রা কত হওয়া উচিত? কেমোথেরাপি, ইমিউনোথেরাপি বা টার্গেটেড থেরাপির সঙ্গে এটি কতটা নিরাপদ? দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে কোনও নতুন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে কি না? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে আগামী কয়েক বছরে বৃহৎ আকারের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রয়োজন হবে। পুরনো ওষুধ, নতুন চিকিৎসার পথ- বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হল ড্রাগ রিপারপোজিং বা পুরনো ওষুধকে নতুন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, সংশ্লিষ্ট ওষুধের নিরাপত্তা, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও ডোজ সম্পর্কে বহু তথ্য আগেই জানা থাকে। ফলে সম্পূর্ণ নতুন ওষুধ আবিষ্কারের তুলনায় গবেষণার সময় ও ব্যয় অনেকটাই কমে যায়। কোভিড-১৯ মহামারির সময়ও একাধিক পুরনো ওষুধ নতুনভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। ভায়াগ্রাও সেই সম্ভাবনাময় ওষুধগুলির তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। তবে গবেষকরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, সম্ভাবনা আর প্রমাণ এক জিনিস নয়। পরীক্ষাগারের সাফল্য সবসময় মানুষের শরীরেও একইভাবে কার্যকর হবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে- ক্যানসারের চিকিৎসায় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন গবেষণা হচ্ছে। কখনও নতুন অণু, কখনও ইমিউনো থেরাপি, আবার কখনও বহু পুরনো ওষুধকে নতুনভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা- সব মিলিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান দ্রুত এগোচ্ছে। সেই পথেই নতুন সংযোজন ভায়াগ্রা নিয়ে এই গবেষণা। তবে আপাতত এটুকু বলা যায়, এই গবেষণা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক হলেও এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তাই ক্যানসারের ওষুধ হিসেবে দেখার সময় আসেনি। ভবিষ্যতের বৃহৎ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণ এবং চিকিৎসকদের মূল্যায়নের পরই জানা যাবে, যৌনক্ষমতা বৃদ্ধির পরিচিত এই ওষুধ সত্যিই ক্যানসারের বিরুদ্ধে নতুন ইতিহাস গড়তে পারে কি না।

খুশি এনসিপিআই সাংসদরা

১-র পাতার পর-গুঞ্জন ক্রমশ বাড়তে থাকে। এরইমধ্যে দিল্লি পৌঁছেই এনসিপিআই সাংসদদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বৈঠক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। বঙ্গভবনে বৈঠক সেরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গেও কথা বলেছেন তিনি। বেরিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছি। খুব ভালো কথা হয়েছে।'' এরপর তিনি বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বাড়িতে যান।

শুভেন্দু-কাকলিদের বৈঠক নিয়ে অগ্নিমিত্রার ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা

১-র পাতার পর- চেয়েছিল সংবাদমাধ্যম। তখনই তিনি বলেন, ''আমি বলতে পারব না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের শীর্ষ নেতৃত্ব রয়েছেন। সব বিষয়ে মন্তব্য করার অধিকার আমাদের দলে নেই। হতে পারে আমি একজন বিধায়ক, দল আমাকে মন্ত্রী করেছে। তার মানে এটা নয় যে দলের যেকোনও বিষয়ে আমি বিশেষ মন্তব্য করব। এই অধিকার বিজেপি কাউকে দেয়নি। শীর্ষ নেতৃত্ব রয়েছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন।'' বিজেপির কাছে দেশ আগে জানিয়ে তিনি বলেন, ''আগামিদিনে দলের জন্য কী ভালো হবে, দেশের জন্য কী ভালো হবে, রাজ্যের জন্য কী হবে, সেটাই আগে। দেশ আগে। আগে দেশকে বাঁচাতে হবে। তারপর এইসব রাজনীতি।'' রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শশী পাঁজার রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে নানা জল্পনা চলছে। এনসিপিআই সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সঙ্গে শশী পাঁজার ঘনিষ্ঠতার জেরে জল্পনা বাড়ছে। এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে অগ্নিমিত্রা বলেন, ''কে কোথায় যাচ্ছে, কোথায় আসছে, আমি সত্যিই ইন্টারেস্টেড নই। আমরা যারা মুখ্যমন্ত্রীর টিমে আছি, সারাদিন সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছি। কোথায় কী উন্নয়ন করা যায়। কোথায় ফ্লাইওভার করা যায়। ২০২৭ সালের মধ্যে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টা করতে হবে রাজ্যজুড়ে। কাজের চাপে মাথা তোলা যাচ্ছে না। কে অন্য দলে যাচ্ছে, কে নতুন দল করছে, কে আবার নতুন লোগো ডিজাইন করছে, এতে আমাদের কোনও সময় নেই।

রোগীদের খাবার নিয়ে হাইকোর্টে শুভেন্দু-সরকারের বড় জয়

১-র পাতার পর-হয়েছিল। নতুন এই দর ১ আগস্ট থেকেই কার্যকর করার কথা ছিল। তবে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে মামলা দায়ের করে একাধিক সরবরাহকারী সংস্থা। তাদের যুক্তি ছিল, খাবারের মাথা পিছু নতুন বরাদ্দ ও সংক্রান্ত বিষয়ে মামলা বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও কীভাবে নতুন প্রাইস চার্ট জারি করা যায়। মামলাটি শুনে সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন। সিঙ্গল বেঞ্চের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। এদিনের শুনানিতে বিচারপতি শম্পা সরকার প্রশ্ন করেছে, শেষ কয়েক বছরে রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসের দাম বেড়েছে- সে বিষয়ে দ্বিমত নেই, তবে এই আইনি জটিলতার কারণে সরকার জনস্বার্থে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে তা কীভাবে চলবে? সমস্ত দিক বিবেচনা করে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ করে বেঞ্চ। ফলে পূর্বঘোষিত ১ আগস্ট থেকেই বর্ধিত খরচে খাবার সরবরাহ করতে রাজ্যের আর কোনও আইনি বাধা রইল না। মামলাটি সরকারি হাসরাতালে ভর্তি রোগীদের রান্না করা খাবার সরবরাহের টেন্ডার নিয়ে। রূপা এন্টারপ্রাইজ নামে একটি সংস্থা ওই টেন্ডারকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করে। ওই সংস্থার বক্তব্য, গত ১০ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল সরকারি হাসপাতালের রোগীদের খাবারের মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি 'বোর্ড বেসড কমিটি' গঠন করতে হবে। ওই কমিটি খাবারের রেট চার্ট তৈরি করবে। তারপর সেই রেট চার্টের ভিত্তিতেই নতুন টেন্ডার প্রকাশ করতে হবে। ওই পুরো বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট আদালতে জমা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাজ্য আদালতে কোনও রিপোর্ট জমা দেওয়ার আগেই নতুন টেন্ডার জারি করে। শুক্রবার সেই টেন্ডারের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে হাই কোর্ট। তার ভিত্তিতেই মামলা।

চিনার পার্কেও পৌঁছে গিয়েছিল

১-র পাতার পর-তুলতে পারেনি সে। জানা যাচ্ছে, বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির এলাকায় প্রচুর সিসিটিভি থাকায় ছবি তুলতে পারেনি সে। শুধু বাড়িই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় যে পথে যায়, সেই পথও রেইকি করে দেখা হয়েছিল বলে দাবি এসটিএফের। নিউ টাউন এলাকায় যেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় যায়, সেই রুট রেইকি করতে ক্যাব ভাড়া করে গিয়েছিল হামিম। গোয়েন্দারা আরও জানতে পেরেছেন, সিসিটিভির নজর এড়িয়েই সে রেইকি করা ও তথ্য সংগ্রহের কাজ করত।

'দল ঐক্যবদ্ধ' বার্তা দিলেও বৈঠকে উধাও এনসিপিআই-এর ৩ সাংসদ

১-র পাতার পর-দলবদলের জল্পনাকেই আরও পোক্ত করল। অথচ মঙ্গলবারের বৈঠকে সামনের সারির ছবিটা ছিল অন্য রকম। গত মঙ্গলবার বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার পর এনডিএ-র বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন সুদীপ নিজে। সে দিন দলের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন লোকসভায় এনসিপিআই-এর মুখ্যসচেতক কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তিনি বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ঠিক পাশেই। এ দিন অবশ্য সুদীপ নিজে ফিরে মোদি-শাহের সারিতে আসন গ্রহণ করেন। সামনের সারির অন্য প্রান্তে ছিলেন কাকলি এবং তাঁদের ঠিক পিছনের আসনে দেখা যায় সাংসদ শতাব্দী রায়কে। অন্য দিকে, রাজনৈতিক চর্চার পাশাপাশি দিল্লি সফরকে কাজে লাগিয়ে প্রশাসনিক সমন্বয়ে জোর দিতে চাইছে এনসিপিআই। মঙ্গলবারই দিল্লির বঙ্গভবনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকে বসছেন সুদীপ, কাকলি-সহ দলের সাংসদেরা। রাজ্য সরকারের পূর্বনির্ধারিত সূচির কারণে গত সপ্তাহে এই বৈঠক পিছিয়ে গেলেও এ দিন তা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে সুদীপ জানান, নিজেদের সংসদীয় এলাকায় রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে যৌথ ভাবে কাজ করার রোডম্যাপ এবং উন্নয়নের গতি বাড়ানোর বিষয়েই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করবেন তাঁরা। তবে দিল্লিতে উন্নয়ন ও সমঝোতার বৈঠক চললেও, লোকসভার নথির বাস্তব চিত্রটা আলাদা। নির্বাচন কমিশনের খাতায় এনসিপিআই পৃথক দল হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও, কাকলি বা সুদীপের মতো তৃণমূল ছেড়ে আসা ২০ জন প্রতিনিধি লোকসভার সরকারি রেকর্ডে আজও 'তৃণমূল সাংসদ' হিসেবেই নথিভুক্ত।

অসমে কিশোরীকে চরম নৃশংসতায় খুন!

১-র পাতার পর-পদক্ষেপে নেমে পুলিশ প্রথমে পাঁচ জনকে আটক করে টানা জেরা শুরু করে। পরবর্তী সময়ে মূল তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। হাইলাকাণ্ডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সমীরদর্পণ বরুয়া জানান, ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৫ (১) ধারা (১৬ বছরের কম বয়সিকে ধর্ষণ), ১০৩ (১) ধারা (খুন) এবং পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতি অনুযায়ী প্রয়োজনে আরও কড়া ধারা যুক্ত করা হবে। ধৃতদের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। প্রাথমিক তদন্তে স্পষ্ট, অভিযুক্তেরা কিশোরীর বাড়ির অবস্থান এবং তার গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। সিনিয়র পুলিশ সুপার বলেন, ''অভিযুক্তদের সঙ্গে কিশোরীর যোগাযোগ ছিল এবং তারা ওর বাড়ি চিনত। তবে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্তের স্বার্থে এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না।'' অন্যদিকে, এমন ভয়াবহ অপরাধের পর অভিযুক্তদের কঠোরতম ও সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়েছে নিহতের পরিবার। শোকস্তব্ধ মায়ের প্রশ্ন, ''যে বা যারা একটা ছোট মেয়ের সঙ্গে এমন পাশবিক আচরণ করতে পারে, তাদের কোনও মাফ হতে পারে না।''

জেন জি-র মন জিততে এবার সরাসরি মোহন ভাগবত

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট ঃ সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটে প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ ঘিরে দেশজুড়ে যে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তার রেশ এখনও কাটেনি। সেই আন্দোলনের ঢেউ শুধু শিক্ষা ব্যবস্থাকেই নাড়িয়ে দেয়নি, রাজনৈতিক মহলেও বড় প্রভাব ফেলেছে। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর স্পষ্ট হয়েছে, ছাত্র-যুব সমাজের ক্ষোভকে আর হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। এই পরিস্থিতিতে তরুণ প্রজন্মের মানসিকতা বোঝার উদ্যোগে এবার সরাসরি মাঠে নামছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। আগামী ৬ আগস্ট মুম্বইয়ে সংঘপ্রধান মোহন ভাগবত দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় দুই হাজার ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় বসবেন। নিট প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ সামনে আসার পর দেশজুড়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। সেই ক্ষোভ সংগঠিত আন্দোলনের রূপ নেয়। এই আন্দোলনের অন্যতম মুখ হিসেবে উঠে আসে নবগঠিত সংগঠন ' জনতা পার্টি'। তরুণদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা শিক্ষা ব্যবস্থার নানা অসংগতি, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদে নেমেছে। যদিও এই সংগঠনকে ঘিরে বিদেশি অনুদান, রাজনৈতিক প্রভাব কিংবা সরকার বিরোধী চক্রান্তের অভিযোগও উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক অব্যাহত থাকলেও একটি বিষয় স্পষ্ট-এই আন্দোলন প্রচলিত ব্যবস্থার ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে। দিল্লিসহ দেশের বিভিন্ন শহরে আন্দোলনের সময় বহু জায়গায় বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, স্লোগান এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। আন্দোলনের কিছু ক্ষেত্রে ভাষার তীব্রতা এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়। যদিও প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে কড়া অবস্থান না নিয়ে বরং সংযমের বার্তা দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, তরুণদের শাস্তি দিয়ে নয়, তাদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। ভুল থাকলে তা বোঝাতে হবে, যাতে তারা নিজেরাই সংশোধনের সুযোগ পায়। প্রধানমন্ত্রীর এই অবস্থানের সঙ্গেই সুর মিলিয়েছেন সংঘপ্রধান মোহন ভাগবত। সম্প্রতি দিল্লির এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নির্দেশ নয়, প্রয়োজন সংলাপ। তাঁর মতে, আজকের তরুণরা কোনও বিষয় বিনা প্রশ্নে মেনে নেয় না। তারা যুক্তি খোঁজে, ব্যাখ্যা চায় এবং প্রতিটি সিদ্ধান্তের পেছনের কারণ জানতে আগ্রহী। তাই তাদের সঙ্গে ধৈর্য ধরে আলোচনা করাই একমাত্র কার্যকর পথ। ভাগবত আরও বলেন, তাঁর প্রজন্মের মানুষ ছোটবেলায় বড়দের কথা প্রশ্ন না করেই মেনে নিতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু সময় বদলেছে। বর্তমান প্রজন্ম স্বাধীনভাবে চিন্তা করে এবং নিজের মত প্রকাশে বিশ্বাসী। সেই বাস্তবতা মেনে নিয়েই সমাজ ও বিভিন্ন সংগঠনকে নিজেদের যোগাযোগের পদ্ধতি বদলাতে হবে। তরুণদের আস্থা অর্জন করতে হলে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং তাদের বক্তব্যও গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হবে। এই প্রেক্ষাপটেই ৬ আগস্ট মুম্বইয়ে আয়োজিত হতে চলেছে বিশেষ ছাত্র-আলোচনা সভা। সংঘ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় দুই হাজার ছাত্রছাত্রী সেখানে অংশ নেবেন। অনুষ্ঠানে মোহন ভাগবত সরাসরি তাঁদের বক্তব্য শুনবেন, মতামত জানবেন এবং শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সমাজ ও ভবিষ্য নিয়ে তাঁদের উদ্বেগ ও প্রত্যাশা বোঝার চেষ্টা করবেন। আলোচনার ভিত্তিতে ছাত্রসমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রত্যাশা নিয়ে একটি রূপরেখা তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানা গেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নিট বিতর্কের পর ছাত্র-যুব সমাজের ক্ষোভ যে গভীর এবং দীর্ঘমেয়াদি, তা এখন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলি। বিজেপির অন্দরেও এই নিয়ে নতুন করে ভাবনা শুরু

'রামায়ণে সীতার ব্লাউজ ঘিরে বিতর্ক

নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ' ছবির ট্রেলার প্রকাশের পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। বিশেষ করে সীতা ও কৈকেয়ীর পোশাক, ডিজাইনার ব্লাউজ, রঙের ব্যবহার এবং চুলের স্টাইল নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন দর্শকদের একাংশ। এবার সেই সমালোচনার জবাব দিলেন ছবির কস্টিউম ডিজাইনার রিম্পল ও হরপ্রীত নারুলা। রিম্পলের বক্তব্য, রামায়ণ শুধু একটি গল্প নয়, কোটি মানুষের বিশ্বাস ও আবেগের অংশ। তাই এই মহাকাব্যকে ঘিরে মতভেদ থাকাটা স্বাভাবিক। তিনি জানান, তাঁদের লক্ষ্য ছিল প্রত্নতাত্ত্বিক পুনর্নির্মাণ নয়, বরং মানুষের মনে গেঁথে থাকা দেবী সীতার এক নান্দনিক ও আবেগঘন রূপকে পর্দায় তুলে ধরা। তাঁর দাবি, রামায়ণের সময়কার পোশাকের নির্ভরযোগ্য নিদর্শন আজ আর নেই। তাই মন্দিরের ভাস্কর্য, চিত্রকলা, ক্যালেন্ডার আর্ট এবং রাজা রবি বর্মার শিল্পকর্ম থেকেই অনুপ্রেরণা নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, কৈকেয়ীর পোশাকের রঙ নিয়েও ব্যাখ্যা দিয়েছেন হরপ্রীত নারুলা। তাঁর কথায়, সবুজ রঙ মাতৃত্বের প্রতীক, আর গাঢ় মেরুন তাঁর মানসিক দৃঢ়তা ও কঠিন সিদ্ধান্তের প্রতিফলন। তিনি মনে করেন, পোশাকের নেপথ্যের ভাবনা না জেনেই অনেকেই দ্রুত সমালোচনা করছেন। ডিজাই নারদের আবেদন, শুধুমাত্র ট্রেলার দেখে নয়, পুরো ছবি দেখার পরই দর্শক যেন চূড়ান্ত মতামত গঠন করেন। আগামী ৮ নভেম্বর, দীপাবলিতে মুক্তি পাবে বহুল প্রতীক্ষিত 'রামায়ণ ছবিটি।

সিঙ্গুর আন্দোলন থাকবে?

১-র পাতার পর- পরামর্শ বা সুপারিশ দেবে, সরকার সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে।'' একইভাবে 'রামধনু' শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি জানান, সিলেবাস কমিটি যদি মনে করে বর্ণচ্ছটা বোঝাতে 'রামধনু' শব্দটিই সর্বাধিক উপযুক্ত, তবে সেটিই থাকবে। কমিটির উপর কোনও রকম রাজনৈতিক চাপ দেওয়া হবে না। শিক্ষামন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, রাজ্য সরকার কোনও অহমিকায় ভোগে না। বিগত সরকারের আমলে চালু হওয়া ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলি যেমন চলছে, তেমনই চলবে সেগুলির মানোন্নয়নে নতুন প্রস্তাবও ভাবা হচ্ছে। পাশাপাশি উর্দু বা অন্য কোনও ভাষা বাংলাকে গ্রাস করবে- এমন কোনও আশঙ্কার যৌক্তিকতা নেই বলেও তিনি জানান। তবে সংস্কৃত ভাষাকে আরও জনপ্রিয় করার বিষয়ে আলোচনা চলছে। অন্য দিকে, এ দিনের বৈঠকে আমন্ত্রিত হিসেবে যোগ দিয়ে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন তথাগত রায়। তিনি জানান, পাঠ্যপুস্তক সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক রাখা উচিত এবং সেখানে সিঙ্গুর আন্দোলনের মতো বিষয়ের স্থান থাকা উচিত নয়। তার পরিবর্তে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান এবং পূর্বতন সরকারের আমলে 'বিস্মৃত' বা উপেক্ষিত অরাজনৈতিক মনীষীদের সঠিক ইতিহাস পাঠ্যক্রমে তুলে ধরার

ঘুটিয়ারি শরিফের 'হেরোইন সম্রাট' সোফিক লস্কর গ্রেফতার!

১-র পাতার পর- পরগনা ছাড়িয়ে কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং হুগলি জেলাতেও পিন্টুর এজেন্টের নেটওয়ার্ক সক্রিয় ছিল। এলাকার বহু যুবককে টাকার লোভ দেখিয়ে এই ব্যবসায় নামিয়েছিল সে। সোমবার রাতে গ্রেফতারের পর সোফিক ওরফে পিন্টুকে মুখোমুখি বসিয়ে কড়া জেরা শুরু করেন তদন্তকারীরা। জেরায় সোফিকের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মাকালতলা এলাকায় তার নিজের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তাতে সোফিকের বাড়ি থেকে বেশ কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র ও একাধিক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মাদক পাচারের রুট সামলানো, এলাকা দখল এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বজায় রাখতেই এই অস্ত্রগুলি

NAME CHANGE

I APURBA GUIN (old name) S/o-Ganapati Guin,Resident of Vill- Masra,P.O- Kasthagara,P.S- Rampurhat, Dist- Birbhum,W.B, do hereby declare that I have changed my name from APURBA GUIN (old name) to APURBA KUMAR GUIN (new/correct name) and henceforth I shall be Known as APURBA KUMAR GUIN (new/correct name) in all purpose, Vide affidavit No.24603, sworn In the court of Ld. Executive Magistrate at Rampurhat, Birbhum, on Date-30/07/26, APURBA KUMAR GUIN (new/correct name) and APURBA GUIN (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ANJAN KUMAR BHOWMICK, S/o. Sachi Gopal Bhowmick, residing at 50/ 3, Iswar Gupta Road, P.O. & P.S. : Dum Dum, Kolkata, Dist.: North 24 Parganas, Pincode : 700028, my Purchase Deed Book – I, Deed No. : 175 for 1991 dated 18th January 1991 D.R. Barasat, North 24 Parganas, West Bengal typically or clerical mistake showing the name as ANJAN BHOWMICK. Anjan Kumar Bhowmick and Anjan Bhowmick, vide an Affidavit of First Class Ld Judicial Magistrate, Barrackpore Court, North 24 Parganas, on 31st July 2026 Sl. No. 261 and henceforth I will be known as ANJAN KUMAR BHOWMICK in my Purchase Deed mentioned above. ANJAN KUMAR BHOWMICK and ANJAN BHOWMICK is the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ejarul Seikh (Old name) S/o-Fulchand Sk, Resident at, Vill-Monoharpur, Po-Talgram, Ps-Bharatpur, Dist-Murshidabad, 742301 West Bengal, I have changed my name Ejarul Seikh to Ejajul Sk (New name) I shall be known as Ejajul Sk vide affidavit no.22AC 943414 before the Notary at Berhampore on 04/08/2026 Ejajul Sk & Ejarul Seikh same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Menoka Khatun (Old Name) W/O–Tajarul Sekh resident of Chakpara , Jamsherpur, Hogolberia, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741122 do hereby declared that I have changed my name from Menoka Khatun to Menaka Bibi Sekh and henceforth I shall be known as Menaka Bibi Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 08/03/2026 . My name Menaka Bibi Sekh & Menoka Khatun both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Isahoque Mondal (Old Name) S/O–Mojammel Haque Mondal resident of Vill - Nowdapara , Po-Kaladanga, Ps-Daulatabad, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Isahoque Mondal to Md Ishahaque Mandal and henceforth I shall be known as Md Ishahaque Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 04/08/2026 . My name Md Ishahaque Mandal & Isahoque Mondal both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mudasser Hossain (Old Name) S/O– Md Ishahaque Mandal resident of Vill - Nowdapara , Po-Kaladanga, Ps-Daulatabad, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Mudasser Hossain to Mudassir Hossion Mondal and henceforth I shall be known as Mudassir Hossion Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 04/08/2026 . My name Mudassir Hossion Mondal & Mudasser Hossain both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mohammad Nazibur Rahaman (Old Name) S/O- Md Altaf Hossain resident of Gabtala, Lalgola, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742148 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Nazibur Rahaman to Md Nazibur Rahaman and henceforth I shall be known as Md Nazibur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 04/08/2026. My name Md Nazibur Rahaman & Mohammad Nazibur Rahaman both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mohammad Ramiur Rahaman (Old Name) S/O–Md Nazibur Rahaman resident of Gabtala, Lalgola, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742148 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Ramiur Rahaman to Md Ramiur Rahaman and henceforth I shall be known as Md Ramiur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 04/08/2026. My name Md Ramiur Rahaman & Mohammad Ramiur Rahaman both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Laxmi Biswas (Old Name) W/O–Rampada Biswas resident of Vill - Jagannathpur , Po-Patikabari, Ps-Hanskhali, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741502 do hereby declared that I have changed my name from Laxmi Biswas to Lakshmi Biswas and henceforth I shall be known as Lakshmi Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 04/08/2026. My name Lakshmi Biswas & Laxmi Biswas both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Md Hannan Mondal (Old Name) S/O–Jamer Mondal resident of Dudhsar Dakshinpara, Dudhsar , Nowda, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742174 do hereby declared that I have changed my name from Md Hannan Mondal to Hannan Mondal and henceforth I shall be known as Hannan Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 04/08/2026. My name Hannan Mondal & Md Hannan Mondal both are same and one identical person

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Serful Seikh (Old name) S/o-Ejajul Sk, Resident at, Vill-Monoharpur, Po-Talgram, Ps-Bharatpur, Dist-Murshidabad, 742301 West Bengal, I have changed my name Serful Seikh to Serful Sk (New name) I shall be known as Serful Sk vide affidavit no.22AC 943413 before the Notary at Berhampore on 04/08/2026 Serful Sk & Serful Seikh same and one identical person

NAME CHANGE

I, Azizul Haque (old name) son of Hossen Ali, residing at Manikdanga, Jugberia, P.S – Ghola, Dist: North 24 Parganas, Pin: 700110, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Azizul Haque (old name) to Ajijul Molla (new name) and henceforth I shall be known as Ajijul Molla in all purpose, vide affidavit no. 13, sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/07/2026. Ajijul Molla (new name) and Azizul Haque (old name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Alam Saikh (old name) S/o-Ajad Ali residing at Ramnagar, Bilborakopra, Lalgola, Dist- Murshidabad, Pin-742148 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD ALAM SAIKH to ALAM ALI and henceforth I shall be known as ALAM ALI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Lalbagh, Murshidabad dated 03/08/2026. MD ALAM SAIKH (old name) and ALAM ALI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Moriom Bibi (old name) W/o- Gumani Sk residing at Sardaha Garibullatola, Gopalganj, Kaliachak, Dist- Malda, Pin-732201 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MORIOM BIBI to MARIYAM BIBI and henceforth I shall be known as MARIYAM BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore, Murshidabad dated 03/08/2026. MORIOM BIBI (old name) and MARIYAM BIBI (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Abdul Rajjak, S/O Ruhul Amin গ্রাম PO : ভদ্রপুর, থানাঃ নলহাটি, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার বাবার আসল নাম Ruhul Amin, যা আমার আধার, ভোটার, রেশন, প্যান কার্ড. পাসপোর্ট এবং বাবার আধার ও ভোটার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার বাবার পুরোনো ভোটার কার্ড এবং ভোটার লিস্টে Tota Sekh লিপিবদ্ধ রয়েছে। ৩০.০৭.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, তৃতীয় আদালতের ৬৩১ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Ruhul Amin and Tota Sekh, S/O Farad Sekh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Riyan Sekh, S/O Ruhul Amin গ্রাম PO : ভদ্রপুর, থানাঃ নলহাটি, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার বাবার আসল নাম Ruhul Amin, যা আমার আধার, ভোটার, রেশন, প্যান কার্ড এবং বাবার আধার ও ভোটার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার বাবার পুরোনো ভোটার কার্ড এবং ভোটার লিস্টে Tota Sekh লিপিবদ্ধ রয়েছে। ৩০.০৭.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, তৃতীয় আদালতের ৬৩২ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Ruhul Amin and Tota Sekh, S/O Farad Sekh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Nasiruddin (Old Name) S/O –Mohammad Ali resident of Vill & Po-Sankarpur, Ps-Khargram, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742159 do hereby declare that I have changed my name from Nasiruddin to Nasiruddin Sk and henceforth I shall be known as Nasiruddin Sk (new name) for all purposes, vide an affidavit sworn before the Notary Public, Berhampore Court on 03/08/2026. My name Nasiruddin Sk & Nasiruddin are one and the same person.

NAME CHANGE

I, Manirul Islam S/O Mojibur Rahaman resident of Vill-Shikarpur, P.O. Paharpur, P.S. Lalgola, Dist.-Murshidabad WB do hereby declare my father's actual name Mojibur Rahaman instead of Md Mujibur and correct adress Vill-Shikarpur, P.O. Paharpur, P.S. Lalgola, Dist.-Murshidabad instead of Vill. Ramnagar, P.O. Bilborakopra, P.S. Lalgola which is wrongly recorded in my Driving Licence No. WB 5720130033829, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Executive Magistrate at Berhampore MSD on 20/07/2026. Mojibur Rahaman and Md Mujibur both are one and the same person.

NAME CHANGE

I, Mohamedibhai Hatimbhai Jambura (Old Name) S/O –Late Hatimbhai Aziz resident of 7/1, Mahendra Roy Lane, P.O. Gobinda Khatick, Kolkata, Pin-700046 WB do hereby declare that I have changed my name from Mohamedibhai Hatimbhai Jambura to MOHAMMEDI AZIZ and henceforth I shall be known as MOHAMMEDI AZIZ (new name) for all purposes, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate Court, Calcutta on 27/07/2026. Mohamedibhai Hatimbhai Jambura and MOHAMMEDI AZIZ both are one and the same person.

নাম পরিবর্তন

আমি Arbind Kumar Jha (Old Name), পিতা- Upender Kumar Jha, ঠিকানা- গ্রাম-শ্যামবাটি, শুভাম্পল্লী, ডাকঘর-শান্তিনিকেতন, থানা-শান্তিনিকেতনে, জেলা-বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩১২৩৫ ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বোলপুর কোর্ট পশ্চিমবঙ্গ -এর Affidavit দ্বারা Arabinda Kumar Jha (New Name)- নামে পরিচিত হইলাম। Affidavit No. 8366 Dated 18.05.2018 Arbind Kumar Jha (Old Name) ও Arabinda Kumar Jha (New Name) একই ব্যক্তি।

সরকারি বাসে ‘এয়ার হর্ন’! ট্রাফিক পুলিশের হাতে ধরা পরতেই বেরিয়ে এলো ভয়ঙ্কর তথ্য

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ আগস্ট ঃ , ৪ আগষ্টঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে ৩ আগস্ট

থেকে সাত দিনব্যাপী পালিত হচ্ছে ‘পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ’। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে শহর ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় লাগানো হয়েছে পোস্টার-আজ নিরাপদ, আগামী নিরাপদ, সর্বদা নিরাপদ এবং নিরাপদ রাস্তা, নিরাপদ পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু সেই সচেতনতা কর্মসূচির মাঝেই সরকারি নিয়ম অগ্রাহ্য করে বর্ধমানের জি.টি. রোডে বিকট শব্দে ‘এয়ার হর্ন’ বাজিয়ে ছুটতে দেখা গেল যাত্রীবোঝাই সরকারি বাসকে। ঘটনাটি নজরে আসতেই বাসটিকে দাঁড় করান বীরহাটা ট্রাফিক গার্ডের ওসি চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। বাসটির নম্বর WB-39-B-2071। ট্রাফিক পুলিশের অভিযোগ, বাসটিতে নিয়মবহির্ভূতভাবে এয়ার হর্ন ব্যবহার করা হচ্ছিল। এরপর বাসটি থামিয়ে তার এয়ার হর্ন খুলে নেওয়া হয়। বাসের কাগজপত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসে বলে ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, বাসটির ইনস্যুরেন্স ও পলিউশন সার্টিফিকেট ২০২৫ সালেই মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে। পাশাপাশি ২০১৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারির পর থেকে বাসটির ফিটনেসও নবীকরণ করা হয়নি বলে অভিযোগ। এই অবস্থাতেই যাত্রী নিয়ে সরকারি বাসটি রাস্তায় চলছিল বলে দাবি পুলিশের। এদিন এয়ার হর্ন খুলে নেওয়ার পাশাপাশি চালককে সতর্ক করে বাসটি ছেড়ে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার বর্ধমানের কার্জনগেট চত্বরে ট্রাফিক পুলিশের ‘পথ নিরাপত্তা সচেতনতা’ কর্মসূচিতেও একাধিক বাস ও ছোট গাড়ি দাঁড় করিয়ে চালক ও যাত্রীদের ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে সচেতন করা হয়। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও এয়ার হর্ন নিয়ে রয়েছে কড়া বিধিনিষেধ। এয়ার হর্নের বিকট শব্দে পথচারী থেকে শুরু করে বিশেষ করে বয়স্ক মানুষদের সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ ঋতম রায় বলেন, যানবাহনে অতিরিক্ত শব্দের এয়ার হর্ন ব্যবহারের ফলে দীর্ঘমেয়াদে শ্রবণশক্তির ক্ষতি হতে পারে। শিশুদের পাশাপাশি বয়স্কদের ক্ষেত্রে এর প্রভাব আরও বেশি হতে পারে। অন্যদিকে, বাসচালকদের একাংশের দাবি, সাধারণ হর্ন বাজালে অনেক সময় সামনের গাড়ি বা পথচারীরা রাস্তা ছাড়তে চান না। এয়ার হর্ন বাজালে দ্রুত রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়। তবে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ চলাকালীন সরকারি বাসের বিরুদ্ধেই এয়ার হর্ন ব্যবহারের অভিযোগ এবং কাগজপত্র নিয়ে এমন প্রশ্ন ওঠায় পরিবহণ দপ্তরের নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

ডিজিটাল ট্রাভেল অ্যাসিস্ট্যান্স কিওস্কস চালু উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ৪ আগস্ট ঃ ডিজিটাল ইনোভেশনের মাধ্যমে যাত্রী সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল গুয়াহাটি রেল স্টেশনে ‘ডিজিটাল ট্রাভেল অ্যাসিস্ট্যান্স কিওস্ক নেটওয়ার্ক’- এর উদ্বোধন করেছে। GoLukBuk নামক এই পদক্ষেপটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে এই ধরনের প্রথম প্রকল্প এবং এটি ‘নিউ ইনোভেটিভ নন-ফেয়ার রেভিনিউ আইডিয়াস স্কিম’ (এনআইএনএফআরআইএস)- এর অধীনে চালু করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব, প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার নিরজ সহায় এবং অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ‘ডিজিটাল ট্রাভেল অ্যাসিস্ট্যান্স কিওস্ক নেটওয়ার্ক’-এর উদ্বোধন করেন। এই পদক্ষেপের অংশ হিসেবে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে কৌশলগত অবস্থানে ডিজিটাল কিওস্ক স্থাপন করা হয়েছে, পাশাপাশি কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনেও অতিরিক্ত কিওস্ক স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে এর ফলে ভ্রমণ সংক্রান্ত সহায়তা ও ডিজিটাল বুকিং পরিষেবা প্রত্যাশী যাত্রীদের জন্য সহজে সেবা পাওয়া নিশ্চিত হবে। GoLukBuk হলো একটি ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যা যাত্রীদের ইন্টারঅ্যাক্টিভ কিওস্কের মাধ্যমে ভ্রমণ-সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিষেবা সহজে তুলনা ও বুক করার সুবিধা দেয়। এখানে একটিমাত্র ডিজিটাল ইন্টারফেসের মাধ্যমে হোটেল আবাসন, ক্যাব ও গাড়ী ভাড়া পরিষেবা, খাবার ও পানীয় সরবরাহ, স্লিপিং পড বুকিং ও মিটিং পড আরক্ষণ এবং ভ্রমণ সংক্রান্ত অন্যান্য সহায়তা পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মটিকে যাত্রীদের সহজ, দ্রুত ও সহজে ব্যবহারযোগ্য বুকিংয়ের অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে যাত্রীদের একাধিক ভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন বা পরিষেবা প্রদানকারী ব্যবহার করতে না হয়। এই কিওস্কগুলিতে হাই-রেজোলিউশনের ডিজিটাল ডিসপ্লে স্ক্রিন এবং এলইডি হলোগ্রাম ফ্যান টেকনোলোজির সুবিধা রয়েছে, যার

ফলে আধুনিক ‘ডিজিটাল আউট-অফ-হোম’ (ডিওওএইচ) বিজ্ঞাপন প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলে। এই প্ল্যাটফর্মটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিদিন হাজার হাজার রেলযাত্রীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ করে দেয়। যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার পরিসর আরও বৃদ্ধি করতে অদূর ভবিষ্যতে ‘কুইক কমার্স’-সহ অতিরিক্ত পরিষেবা যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই প্রকল্পটিকে এনআইএনএফআরআইএস স্কীমের আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর প্রাথমিক লাইসেন্সের মেয়াদ এক বছর, যা সন্তোষজনক কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এটি প্রযুক্তি- চালিত পরিসেবার মাধ্যমে যাত্রীদের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা উন্নত করার পাশাপাশি দীর্ঘস্থায়ী নন-ফেয়ার রেভিনিউ সৃষ্টিতেও অবদান রাখে। GoLukBuk- এর সূচনা ডিজিটাল ইনোভেশনের মাধ্যমে যাত্রীসেবার মান উন্নত করতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকেই প্রতিফলিত করে। একটি নিরবচ্ছিন্ন ও সমন্বিত ভ্রমণ সহায়তা প্ল্যাটফর্ম প্রদানের মাধ্যমে এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য হলো যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং সারা দেশের রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে অনুরূপ প্রযুক্তি-চালিত সেবা চালুর ক্ষেত্রে একটি মানদণ্ড স্থাপন করা।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.
1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet connectivity for the programme to be attended by VVIP at Milan Mela under Pragati Maidan PS on 06.08.2026" **[Job No. KIT/RW/126 of 26-27]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-071/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : 05.08.2026 up to 04.00 PM
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1. Temporary IT works for providing Public Address (PA) Sound System along the VIP route and designated parking areas at Jhargram in connection with VVIP visit for observance of the International Day of the World's Indigenous Peoples on 09.08.2026. **SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-45 of 2026-27**. Last date of submission of Quotation: **06.08.2026 up to 10:00 AM**. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/- EE,
Bidhannagar IT Division,
PWD

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Sealed short tenders are hereby invited by the Executive Engineer, P.W.D., Howrah Electrical Division, Onkarmal Jetia Road, Howrah – 711103, **NIT No. WBPWD/EE/HED/NIT- 188 of 2026-2027.**
Memo. 2392 Dt. 04.08.2026
Name of Work- Temporary Electrification work & other utility within the campus of Nabanna Sabhaghar related to the Meeting Chaired by the Chief Minister of West Bengal on **09/08/2026.**
Last Date of Submission : **08.08.2026.**
Intending bidder may download the Tender/Quotation documents from the website : **www.pwd.wb.in**

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 280/PWD/ROAD/BMC, Dated : 04/08/2026
(ii) NIT No. 281/PWD/ROAD/BMC, Dated : 04/08/2026
(iii) NIT No. 1918/PHE(C)BMC, Dated : 04/08/2026

e-Tender has been invited for (i) and (ii) Construction of Concrete road and Culvert at different locations (iii) annual maintenance of 17 Nos. Pumps at different wards Under BMC.
For details, please follow **[Tender Id (i) 2026_MAD_1036155_1 to 13 (ii) 2026_MAD_1036191_1 to 6 (iii) 2026_MAD_1036111_1]** in **www.wbtenders.gov.in,** Office Notice Board.
Last Date of Bid Submission: (i) and (iii) 19/08/2026 upto 3.00 p.m. (ii) 12/08/2026 upto 3.00 p.m.

Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-কন-কেজিপি-এনওয়াইএবিএলএস-জি-২৬-০৬, তারিখ ০৩.০৮.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন)/এইচকিউ, দঃপূঃ রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডারটি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। নির্ধারিত তারিখে দুপুর ১২টায় ই-টেন্ডার বন্ধ হবে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** দঃ পূঃ রেলওয়ের খড়্গপুর ডিভিশনে নারায়ণগড় ও ভদ্রকের মধ্যে ৩য় লাইনের কাজ সম্পর্কিত নারায়ণগড় (ব্যতীত) থেকে বালেশ্বরের (ব্যতীত) মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিদ্যুতায়ন ও বৈদ্যুতিক সাধারণ পরিষেবার অবশিষ্ট কাজের জন্য সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালু করা। **মূল্য ঃ** ৪,৪২,৯৩,৪৫৭ টাকা। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৮,৮৫,৯০০ টাকা। **সম্পাদনের মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **নির্ধারিত তারিখ ঃ** ২৬.০৮.২০২৬। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইটঃ **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.** ঃ অন্যান্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-567)**

Notice Inviting Tender

Sealed Bid are hereby invited by the undersigned against N.I.T. NO.- **02/AE/ARG of 2026-2027** for **the works:- [SL No- 01 to 25] Relaying of Distribution Pipeline damaged due to Construction of different type of drains at different villages & Special Repairing of different PWSS under Arambagh Sub- Division of Hooghly Division , P.H.E. Dte.** Last date of Application:- **07.08.2026 up to 01.00 P.M**. Last date & Time for submission of Tender documents:- **14.08.2026 up-to 02.00 P.M**. Detailed information may be obtained from the office of the undersigned in any working days and in the website :- **www.wbphed.gov.in**

Sd/-
Assistant Engineer
Arambagh Sub-Division
P.H.E. Dte.

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 106 **Tender Notice Date: 4/8/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call)

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 106/8/2026-2027(Pwd-GovtCell) dated 04/08/2026** under South Dum Dum Municipality. For details log on to **w.w.w.wbtenders.gov.in.**/ contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if if required.
Last date of E-Submission: 12/8/2026
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
জেলা-হাওড়া
মোকাম হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত এ্যাক্ট- ৩৯ / ১৯২৫
প্রবেট কেস নং. ৬৯ / ২০২৫

শ্রীমান প্রতাপ চন্দ্র মাল পিতা- স্বর্গীয় কৃষ্ণ চন্দ্র মাল, সাং-১০, দক্ষিণ বাকসাড়া ১ম বাই লেন, থানা-এ. জে. সি বোস বি. গার্ডেন, পোষ্ট- দানেখ সেখ লেন, হাওড়া-৭১১১০৯ ....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাতার্থে জানানো হইতেছে যে, স্বর্গীয় পটল বালা মাল, স্বামী- স্বর্গীয় কৃষ্ণ চন্দ্র মাল, কর্তৃক ১২।০৫।২৩ তারিখে সম্পাদিত হাওড়া মিনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৪১ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত পোঃ দানেখ সেখ লেন, থানা- শিবপুর, জেলা- হাওড়ার অধীনস্থ ১০ নং দক্ষিণ বাকসাড়া ১ম বাই লেন হোল্ডিংভুক্ত ৫(পাঁচ) কাঠা পুকুর ও ১ (এক) কাঠা পাড় উইল বা চরম পত্রের প্রবেট পাইবার জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারী উক্ত আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন ১৬৭৯ নং দলিল মূলে প্রাপ্ত হইয়া যাহা বুক নং ১ ভল্যুম নং ৩৬, পাতা ১০৫ হইতে ১১১, বিয়িং নং ১৬৭৯ ফর দি ইয়ার ১৯৭৬ এর লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি স্বয়ং অথবা মনোনীত উকিলবাবু মারফৎ আপত্তি দাখিল করিতে পারেন নচেৎ উক্ত মোকদ্দমা একতরফা মতে শুনানী হইয়া যাইবে।

আদেশানুসারে-
সেরেস্তাদার
উত্তম কুমার মজুমদার
হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত হাওড়া

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 105 **Tender Notice Date: 4/8/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 105/8/2026-2027(Water Works) dated 04/08/2026** under South Dum Dum Municipality. For details log on to **w.w.w.wbtenders.gov.in.**/ contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
Last date of E-Submission: 12/8/2026
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE PO (VBGRAMG) & BDO, SHYAMPUR-II
SASATI,HOWRAH,711312

Tender Ref No-2/BDO_SHY-II/VBGRAMG To 9/BDO_SHY-II/ VBGRAMG Dated-03/08/2026 On line e-Tender(item Rate) are Invited from Bona fide Contractor for plantation work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in**. The last date of tender submission - **10.08.2026 at 3.00 PM**.

SD/- PO (VBGRAMG) & BDO
SHYAMPUR-II DEV BLOCK
SASATI, HOWRAH, 711312

WB HIDCO
NOTICE INVITING TENDER
e-N.I.T No.**19** of G.M. (Elect) of 2026-27

Sealed Two Part tenders on **Percentage Rate Basis** are invited for the work of **“Refilling of different types of Fire Extinguishers installed at HIDCO BHABAN New Town, Kolkata under the jurisdiction of WBHIDCO”** from the agencies having ability in execution of similar nature of work. Last date of Bid Submission (On line) **11.08.2026** upto **06-00 P.M.** Detailed may be seen in our website at **www.wbhidcoltd.com**.

General Manager (Electrical)
WBHIDCO

WB HIDCO
NOTICE INVITING TENDER
e-N.I.T No.**18** of G.M. (Elect) of 2026-27

Sealed Two Part tenders on **Percentage Rate Basis** are invited for the work of **“Day to day Operaion and maintenance work of CCTV Surveillance system & other appliances inside Alipore Correctional home at Kolkata under WBHIDCO for the period of 1(one) year.”** from the agencies having ability in execution of similar nature of work. Last date of Bid Submission (On line) **11.08.2026** upto **06-00 P.M.** Detailed may be seen in our website at **www.wbhidcoltd.com**.

General Manager (Electrical)
WBHIDCO

WB HIDCO
e-N.IT. No. 14 of G.M.(E) – I of 2026-27

Tender is invited for above NIT **“Operational Maintenance of TU-142 Aircraft, and Housekeeping & Sanitation etc., along with the services at AA-ID, New Town, Kolkata for One year.”** having experience in similar nature of works from any Govt. Organization. **Last date of submitting application 11.08.2026 at 2.00 PM.** Detailed may be seen in the web sites at **wbtenders.gov.in/nicgep/app** & **www.wbhidcoltd.com**

General Manager (Engg.) - I

গণবিজ্ঞপ্তি
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংক্রাপ্টসি কোড, ২০১৬-এর ১০২ নম্বর ধারা অনুযায়ী)
শ্রীমতি আসিয়া বেগম-এর পাওনাদারদের অবগতির জন্য
(গিরিবাবা ট্রেডলিঙ্ক প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদার)

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রীমতি আসিয়া বেগম
২.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	এফ-৯০, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০২৪ এবং ৮৩এ/এইচ/৬, বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০৩৭
৩.	যে কর্পোরেট দেনাদারের ক্ষেত্রে গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে তার নাম	গিরিবাবা ট্রেডলিঙ্ক প্রাইভেট লিমিটেড
৪.	আবেদনটি মঞ্জুর করার আদেশের বিবরণ	সি.পি. (আইবি) নং ১৩৪/কেবি/২০২৪-এ মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক ২৩.০৭.২০২৬ তারিখে প্রদত্ত আদেশ। আদেশের অনুলিপি ৩০.০৭.২০২৬ তারিখে প্রাপ্ত হয়েছে।
৫. P-	রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের নাম ও নিবন্ধন নম্বর	শ্রীমতি স্বাতি সিঙ্ঘানিয়া **আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং.ঃ** IBBI/IPA-001/IP-01985/2020-2021/13214
৬.	বোর্ডের কাছে নিবন্ধিত রেজোলিউশন প্রফেশনালের ঠিকানা ও ই-মেইল	১, হেশ্যাম রোড, কলকাতা-৭০০০২০ **ইমেলঃ** rp.aasiabegum@gmail.com
৭.	রেজোলিউশন প্রফেশনালের সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃতব্য ঠিকানা ও ই-মেইল	১, হেশ্যাম রোড, কলকাতা-৭০০০২০ **ইমেলঃ** rp.aasiabegum@gmail.com
৮.	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৭.০৮.২০২৬
৯.	দাবি পেশের জন্য প্রাসঙ্গিক ফর্মসমূহ	https:/libbi.gov.innen/home/downloads

মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (কলকাতা বেঞ্চ)-এর পক্ষ থেকে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় বেঞ্চ সিপি (আইবি) নং. 134KB/2024-এর অন্তর্গত আইএ (আইবি) নং. 16331KB/2024 মামলায় ২৩.০৭.২০২৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে শ্রীমতি আসিয়া বেগম (গিরিবাবা ট্রেডলিংক প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদার)-এর দেউলিয়া অবস্থা নিরসন প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন। উক্ত আদেশের প্রতিলিপি ৩০শে জুলাই ২০২৬ তারিখে প্রাপ্ত হয়েছে।
এতদ্বারা শ্রীমতি আসিয়া বেগমের পাওনাদারদের আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, তাঁরা যেন ৭ নম্বর এন্ট্রিতে উল্লিখিত ঠিকানায় রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর কাছে প্রমাণসহ তাঁদের দাবির বিষয়গুলি ২৭.০৮.২০২৬ তারিখ বা তার আগে জমা দেন।
পাওনাদারগণ ইলেকট্রনিক মাধ্যম, সরাসরি (হাতে-হাতে), রেজিস্টার্ড পোস্ট, স্পিড পোস্ট বা কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রমাণসহ তাঁদের দাবি জমা দিতে পারবেন। প্রমাণসহ মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর দাবি দাখিল করলে ‘ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংক্রাপ্টসি কোড, ২০১৬ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের বিধান অনুযায়ী জরিমানা বা কারাদণ্ড হতে পারে।

তারিখঃ ০৪.০৮.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বাতি সিঙ্ঘানিয়া
রেজলিউশন প্রফেশনাল
আইপি রেজি নং.ঃ IBBI/IPA-001I1P-P-01985/2020.2021/13214
এএফএ-র মেয়াদ ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Howrah Division invites online Tender for the works :

1) Emergent construction of underground Reservoir along with installation of overhead PVC water storage tank for storage of Municipal drinking water supply with some other allied works at New Court Building PHASE - I & ADJ 5th Court Building, Howrah during the year 2026-27 (Part-A). Estimated Amount Put to Tender : PART-A : **Rs.8,51,016/-**, PART-B- To be quoted.

2) Emergent Installation of OVERHEAD PVC WATER STORAGE TANK along with necessary pipeline works for Municipal drinking water supply at Civil Court Building, Record Room building and FTC Court Building under jurisdiction of District & Sessions Court, Howrah during the year 2026-27 (Part-B). Estimated Amount Put to Tender : PART-A : **Rs.3,83,755/-**, PART-B- To be quoted.

3) Emergent repairing, Reorientation and Renovation for creation of separate toilet for male litigant and one number of female litigant washroom at existing male public Toilet and some other allied works at Civil court Premises, Howrah during the year 2026-27. Estimated Amount Put to Tender : **Rs.6,34,080/-**.

N.I.e.T. No. : **WBPWD/EE/HD/NIeT_25/2026_2027**.
Tender ID : **2026_WBPWD_ 5017855 _1/2/3**.
Bid Submission Start Date (online) : **05.08.2026** up to **10:00 A.M**
Bid Submission End Date (online) : **12.08.2026** up to **13.30 P.M**
Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, Howrah Division, PWD

পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম

নিম্নলিখিত রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** PARKING-RNY-26-। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ** ১৩-০৮-২০২৬ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ১৩-০৮-২০২৬ তারিখের ১০.৪০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরন
এএ/১	পার্কিং-আরএনওয়াই-বিআইজেড- এমএক্স-৭১-২২-১ (পার্কিং-মিক্সড)	(রঙিয়া ডিভিশনে) স্থান বাইহাটাতে দু-চাকা, তিন-চাকা ও চার-চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/২	পার্কিং-আরএনওয়াই-জিওই-এমএক্স-৯৯-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	(রঙিয়া ডিভিশনে)র ঘোগরাপাড় স্টেশনের স্টেশন সার্কুলেটিং এলাকায় দু-চাকা, তিন-চাকা ও চার-চাকার জন্য পার্কিং লট।

ই-নিলাম ক্যাটালগটি রেলওয়ে ওয়েবসাইট তথা **www.ireps.gov.in** -এর ই-নিলাম মডিউলের যথাক্রমে ২৯-০৭-২০২৬ তারিখে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার জংশনে সংস্কারের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এপি-ইএল-টিআরডি-২৮-২৫-২৬-আরটি২; তারিখ: ৩১-০৭-২০২৬, নিম্নে উল্লিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম:** “ক্যারন ইয়ার্ড - ট্র্যাক মেশিন সাইডিং এবং সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা” প্রকল্পের অধীনে ক্যারন স্টেশনে প্রস্তাবিত মেশিন সাইডিং সম্পর্কিত ওএইচই সংস্কারের কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৫৭,৮৮,৪৮৫.০৮/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১,১৫,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৪-০৮-২০২৬** তারিখ **১৫:০০** টায় এবং খোলা **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পওয়া যাবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড

CIN: L70100WB1895PLC001021
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ১৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫
ই-মেইলঃ allianceudyog@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯(২) অনুযায়ী এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা আগামী ১৪ আগস্ট, ২০২৬, শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদন করা হবে।
অধিকন্তু জানানো যাচ্ছে যে, ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল চূড়ান্তকরণ ও ঘোষণার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সমস্ত পরিচালক, আধিকারিক এবং নির্দিষ্ট কর্মীদের জন্য কোম্পানির সিকিউরিটিজ বা শেয়ার কেনাবেচার ‘ট্রেডিং উইন্ডো’ (লেনদেনের সময়সীমা) বন্ধ রাখা হয়েছে (যা আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল)। সভা সমাপ্ত হওয়ার এবং স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টা পর এই ট্রেডিং উইন্ডো পুনরায় খুলে দেওয়া হবে।

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেডের পক্ষে,
অরুণ কুমার লোহলা
পরিচালক
DIN– 000613114
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৪.০৮.২০২৬

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1. Temporary installation testing commissioning of of CCTVs etc. at Jhargram stadium, helipads on 09.08.2026 at Jhargram in connection with VVIP visit for observance of the International Day of the World's Indigenous Peoples. 2. Temporary installation testing commissioning of all necessary IT works at the place of stay of VVIPs at Jhargram in connection with VVIP visit for observance of the International Day of the World's Indigenous Peoples. **SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-43 & WBPWD/EE/BIT/NIQ-44 of 2026-27**. Last date of submission of Quotation: **06.08.2026 up to 10:00 AM**. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/- EE,
Bidhannagar IT Division,
PWD

WB HIDCO
e-N.IT. No. 13 of G.M.(E) – I of 2026-27

Tender is invited for above NIT **a) Urgent Clearing of Jungle at the plot no. IIE/57/E/1a, New Town, Kolkata., b) Urgent Clearing of Jungle at the plot no. IIE/57/E, New Town, Kolkata.”** having experience in similar nature of works from any Govt. Organization. **Last date of submitting application 08.08.2026 at 2.00 PM.** Detailed may be seen in the web sites at **wbtenders.gov.in/nicgep/app & www.wbhidcoltd.com**

General Manager (Engg.) - I

OFFICE OF THE MSVP
M.J.N. Medical College & Hospital
Silver Jubilee Road, Coochbehar
e-Tender Notice

Tender is invited for **"Hiring of Vehicle without Air-Condition" at MJNMCH vide Memo No.3926 .../MSVP/ MJNMCH/2026, Dated:4.8.2026.** Details are available from the following sites:
www.wbtenders.gov.in
www.coochbehar.gov.in
www.mjnmch.ac.in

Sd/-
MSVP, MJNMC&H
Cooch Behar

OFFICE OF THE MSVP
M.J.N. Medical College & Hospital
Silver Jubilee Road, Coochbehar
e-Tender Notice

Tender is invited for **"Hiring of Vehicle without Air-Condition" at MJNMCH vide Memo No.3925 .../MSVP/ MJNMCH/2026, Dated: 4.8.2026.** Details are available from the following sites:
www.wbtenders.gov.in
www.coochbehar.gov.in
www.mjnmch.ac.in

Sd/-
MSVP, MJNMC&H
Cooch Behar

CORRIGENDUM

Extend for submission of bid and opening of bid date, vide no. (i) 17/CBZRMC/2026-27, dt. 04/08/2026, (ii) 18/CBZRMC/2026-27, dt. 04/08/2026, (iii) (i) 19/CBZRMC/2026-27, dt. 04/08/2025, (iv) 20/CBZRMC/2026-27, dt. 04/08/2026, (v) 21/CBZRMC/ 2026-27, dt. 04/08/2026, (vi) 22/CBZRMC/2026-27, dt. 04/08/ 2026, (vii) 23/CBZRMC/2026-27, dt. 04/08/2026, (viii) 24/ CBZRMC/2026-27, dt. 04/08/2026, (ix) 25/CBZRMC/2026-27, dt. 04/08/2026 & (x) (i) 26/CBZRMC/2026-27, dt. 04/08/2026.
Last date of download. 10/08/2025 up to 3.00 P.M.
Contact No. 03582-223135

Secretary
Cooch Behar Zilla Regulated Market Committee
Cooch Behar

NIT No. - 02/BDO/MAN-I/2026-27 on behalf of the Governor of West Bengal 01 (One) nos. sealed tender consisting of 01 (One) nos. for Construction of Different Development Schemes are invited by the Undersigned from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similar types of works as mentioned in the N.I.T.
For detail of each group like Name of work, Eligibility criteria, Earnest money, Tender amount etc. may be viewed from **http//tenders.wb.gov.in** & office Notice Board in office hour.
Last date of application for **NIT No. - 02/BDO/MAN-I/2026-27** is 11.08.2026 upto 6 PM.

Sd/-
Block Development Officer
Manbazar-I Development Block
Memo no: - 1053/ICA/PURU Dt-4/8/26.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical) / Lighting / Zone-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/LTGV/119/26-27/RE3 (1st Call)
Name of work : **Repairing and renovation of existing street lighting system at D.H. Road bye lane, Brojen Mukherjee Road bye lane, Barik Para Rd. bye lane and other areas in Ward No. 119**; Estimated Amount : ₹ **2,43,018.40**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **60 Days**.

(2) NIT No. : KMC/LTGV/119/26-27/SI (1st Call)
Name of work : **Supply and delivery of LED street light fittings for Ward No. 119 under Br.-XIII**; Estimated Amount : ₹ **3,97,426.71**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(3) NIT No. : KMC/LTGV/120/26-27/SI (1st Call)
Name of work : **Supply and delivery of Energy efficient LED light fittings in Ward No. 120**; Estimated Amount : ₹ **3,93,219.61**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(4) NIT No. : KMC/LTGV/119/26-27/IMP (1st Call)
Name of work : **Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at Sahapur Shil Thakurbari Road and other areas in Ward No. 119 under Br.-XIII**; Estimated Amount : ₹ **3,97,777.53**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **60 Days**.

(5) NIT No. : KMC/LTGV/120/26-27/IMP (1st Call)
Name of work : **Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at Bhupen Roy Road, Satyen Roy Road and others areas in Ward No. 120 under Br.-XIII**; Estimated Amount : ₹ **3,95,997.98**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **60 Days**.

(6) NIT No. : KMC/LTGV/120/26-27/RE2 (1st Call)
Name of work : **Repairing and renovation of existing street lighting system at Roy Bahadur Road bye lane, Sirir Bagan Road KPC Lane and other areas in Ward No. 120**; Estimated Amount : ₹ **2,33,505.65**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **60 Days**.

(7) NIT No. : KMC/LTGV/116/26-27/D1 (1st Call)
Name of work : **Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at B.L. Saha Road, P.B. Road and other important places in Ward No. 116, Br.-XIII, KMC**; Estimated Amount : ₹ **3,98,025.91**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **60 Days**.

(8) NIT No. : KMC/LTGV/116/26-27/DPC (1st Call)
Name of work : **Installation of insulating materials on the street light poles at Doctor Danga Canel Road and surrounding water logging areas in Ward No. 116 under Br.-XIII**; Estimated Amount : ₹ **2,49,390.21**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **60 Days**.

(9) NIT No. : KMC/LTGV/117/26-27/D1 (1st Call)
Name of work : **Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at Roy Bahadur Road, B.L. Saha Road and other important places in Ward No. 117, Br.-XIII, KMC**; Estimated Amount : ₹ **3,94,283.47**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **60 Days**.

(10) NIT No. : KMC/LTGV/117/26-27/DPC (1st Call)
Name of work : **Installation of insulating materials on the street light poles at Sahab Mahal and surrounding water logging areas in Ward No. 117 under Br.-XIII**; Estimated Amount : ₹ **2,48,733.71**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **60 Days**.

(11) NIT No. : KMC/LTGV/XIII/26-27/HU (1st Call)
Name of work : **Overall electrical maintenance work in Ward Health Units under Br.-XIII and Br.-XIII Health Office, KMC**; Estimated Amount : ₹ **3,46,420.41**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Period of completion : **365 Days**.

(12) NIT No. : KMC/LTGV/XIII/26-27/HLT/REP (1st Call)
Name of work : **Urgent repairing and renovation of electrical installation in different Ward Health Unit and Br.-XIII Health Office**; Estimated Amount : ₹ **2,07,743.87**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(13) NIT No. : KMC/LTGV/119/26-27/ACT/OM (1st Call)
Name of work : **Overall electrical maintenance works in assessment collection office at Taratala in Ward No. 119**; Estimated Amount : ₹ **2,79,034.52**; Earnest Money : ₹ **5,600.00**; Period of completion : **365 Days**.

(14) NIT No. : KMC/LTGV/XIII/26-27/HAC (1st Call)
Name of work : **Supply, delivery and installation of 2 Nos. of Split type air conditioning machine at Br.-XIII Health Office**; Estimated Amount : ₹ **1,87,231.78**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date & time of submission of bid : **14.08.2026 (4 pm) (For Sl. No. 1 to 14)**; The bid forms and other details are available on and from **04.08.2026 (4 pm) (For Sl. No. 1 to 14)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 14)**.

The **Executive Engineer (Electrical) / LTG/Z-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/19R
Name of work : **Supply and delivery of LED street light fittings at Monohar Pukur Road, Satish Mukherjee Road, Deshapriya Park Road and surrounding areas in Ward No. 84, Br.-VIII**; Estimate Amount : ₹ **1,99,136.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/20R
Name of work : **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No. 84, under Br.-VIII**; Estimate Amount : ₹ **2,49,426.57**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VII/26-27/23
Name of work : **Repairing & replacement of damaged A.C. Machine accessories at different institution under Br.-VII**; Estimate Amount : ₹ **1,46,856.02**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/25
Name of work : **Supply, Delivery and installation of different electrical accessories at Various Health Institutions under Br.-VII**; Estimate Amount : ₹ **1,99,949.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **10 Days**.

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/26
Name of work : **Installation of drinking water machine with cooling system at SW&UPA Department in Br.-VII**; Estimate Amount : **Open Quotation**; Earnest Money : ₹ **2,800.00 (L/S)**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **18.08.2026 (2 pm) (For Sl. No. 1 to 5)**; Bid opening date for technical proposal on : **18.08.2026 (2.30 pm) (For Sl. No. 1 to 5)**; The bid forms and other details are available on and from **04.08.2026 (6 pm) (For Sl. No. 1 to 5)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5)**.

CORRIGENDUM

NIT No. : KMC/EE-III/31/2/26-27 (1st Call), published in this Newspaper on **28.07.2026 (Key No. : 274/26-27)** of **Engineering (Civil) / Br.-III Department**; Last date and time of submission of bid will be read as **17.08.2026 upto 12 Noon** instead of 03.08.2026 upto 12 Noon; Date and time of opening of bid will be read as **19.08.2026 after 12 Noon** instead of 05.08.2026 after 12 Noon; All other criteria remain unchanged.
304/26-27

বুমরাহর বদলি হিসেবে শিকে ছিঁড়ল নবির!

সামিকে পরোক্ষে যা বোঝানোর বুঝিয়ে দিলেন আগরকর

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৪ আগস্টঃ জসপ্রীত বুমরাহ চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর জায়গায় শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজের দলে সুযোগ জুটল জম্মু ও কাশ্মীরের পেসার আকিব নবির। ভারতীয় দলের প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অনেকেই আকিবের সুযোগ পাওয়াকে তাঁর ঘরোয়া ক্রিকেটে কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার হিসেবে দেখছেন। তবে এই নির্বাচনের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে এক রূঢ় বাস্তব। যা বলছে, মহম্মদ সামির বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক কতটা দুর্বিষহ। বুমরাহর বদলি হিসেবে আকিবের দলে আসা আদতে সামির জন্য এক কড়া বার্তা হিসেবে দেখছে ক্রিকেট মহল। সব ফরম্যাটেই ভারতের এক নম্বর পেসার বুমরাহ। কিন্তু তাঁর বারবার চোটে পড়া টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য বিরাট মাথাব্যথা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে খেলেছিলেন তিনি। কিন্তু চোটের কারণে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জোড়া টেস্ট থেকে ছিটকে যান। এরপরই বদলি হিসেবে আকিব নবিকে বেছে নেয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ঘরোয়া ক্রিকেটে আগুনে ফর্মের জেরেই এই সুযোগ পান কাশ্মীরের পেসার। অন্যদিকে, দীর্ঘ সময় ধরে জাতীয় দলের বাইরে সামি। ২০২৫ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষবার টি-২০ খেলেছিলেন। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁকে শেষবার দেখা গিয়েছিল ২০২৩ সালে। গত বছর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ ওয়ানডে খেলেন বাংলার অভিজ্ঞ পেসার। শুরুতে ফিটনেস সমস্যা মাঠের বাইরে রেখেছিল। কিন্তু গত এক বছর ধরে ঘরোয়া ক্রিকেটে টানা ভাল পারফর্ম সত্ত্বেও জাতীয় দলে ব্রাত্য। অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও শিকে ছিঁড়ল না। সামির জাতীয় দলে ফেরা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরকে। তিনি স্পষ্ট জানান, 'টেস্ট ক্রিকেট খেলার মতো প্রয়োজনীয় ফিটনেস এখনও সামির নেই।' অদ্ভুতভাবে, পরিসংখ্যান কিন্তু অন্য কথা বলছে। শেষ সাতটি রঞ্জি ট্রফি ম্যাচে ১,৩৮৩টি বল করেছেন এই পেসার। ১৬.৭২ গড়ে তুলে নিয়েছেন ৩৭টি উইকেট। এই সময়ে ৫০টি মেডেন ওভার বল করেন সামি। তিনবার ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্বও রয়েছে। এমনকি প্রথম শ্রেণির কেরিয়ারের সেরা বোলিংও (৯০ রানে ৮ উইকেট) এসেছে এই পর্বেই। অন্যদিকে, ওই একই রঞ্জি মরশুমে আকিব নবি আরও ভয়ংকর। ১২.৫৬ গড়ে তিনি ছিনিয়ে নেন ৬০টি উইকেট। আর এই অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্সের সুবাদেই শ্রীলঙ্কা সিরিজের টিকিট পান জম্মু ও কাশ্মীরের এই তরুণ। আসলে, এটা স্পষ্ট, আকিবের নির্বাচন সামির জন্য একটা পরিষ্কার সংকেত। জাতীয় দলের টেস্ট সেটআপে ফিরতে চাইলে শুধু নাম বা অতীত পারফরম্যান্স দিয়ে হবে না। আগরকর বুঝিয়ে দিয়েছেন, দলীপ ট্রফির মতো আসন্ন ঘরোয়া টুর্নামেন্টগুলোতে তরুণ পেসারদের টপকে সামির নিজেকে প্রমাণ করা জরুরি। একইসঙ্গে দিতে হবে সম্পূর্ণ শারীরিক ফিটনেসের পরীক্ষাও। এখন আর তরুণ পেসাররা শুধু স্কোয়াড ভরানোর জন্য দলে আসেন না। ঘরোয়া ক্রিকেটে উইকেটের পাহাড় প্রমাণ করে তাঁরা সরাসরি প্রথম একাদশে ঢোকার দাবি জানান। ফলে ঘরোয়া স্তরে চূড়ান্ত আধিপত্য না দেখালে সিনিয়রদেরও জাতীয় দলে ফেরা এখন রীতিমতো কঠিন। সামির লড়াইটা এখন তাই শুধু নিজের ফিটনেসের সঙ্গেই নয়, তরুণ প্রজন্মের অনবদ্য পারফরম্যান্সের বিরুদ্ধেও বটে।

'বাচ্চারা এবার জুডোর ম্যাটে আসুক!'

জোড়া সোনায় ইতিহাস গড়ে নতুন স্বপ্ন অস্মিতার

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৪ আগস্টঃ গ্লাসগোর আসর শেষ। ঝুলিতে ঐতিহাসিক সোনা। সোমবার রাতে দেশের মাটিতে পা রাখলেন চ্যাম্পিয়ন। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তখন উৎসবের মেজাজ। রাজকীয় অভ্যর্থনা পেলেন অস্মিতা দে। তবে গলার স্বরে আত্মতুষ্টির লেশমাত্র নেই। বরং, চোখেমুখে আগামী দিনের স্বপ্ন। কমনওয়েলথ গেমসের মঞ্চে জুডোতে ভারতের এই অভাবনীয় সাফল্য দেশের ক্রীড়াচিত্রে বদল আনবে। ঠিক এমনটাই বিশ্বাস ত্রিপুরার সোনার মেয়ের। তাঁর এখন একটাই লক্ষ্য। ভারতের বুকে জুডোর ব্যাপক প্রসার ও নতুন প্রজন্মকে তুলে আনা। জুডোর মতো খেলায় ভারত এক আসরে চারটি পদক জিতেছে। যার মধ্যে দু'টি সোনা। এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। এই দলগত সাফল্যই দেশের প্রচলিত ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে দেবে বলে প্রবল আশাবাদী অস্মিতা। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন তিনি। শোনান নিজের স্বপ্নের কথা। বলেন, ''খুব ভাল লাগছে। এই প্রথমবার জুডোতে ভারত দুটো সোনা, একটা রুপো এবং একটা ব্রোঞ্জ জিতেছে। এটা ভীষণ বড় একটা ব্যাপার। এবার ভারতের মানুষ জুডোকে আরও ভাল করে চিনবে।'' খেলার ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর প্রত্যাশা বিপুল। নতুন প্রজন্মকে ম্যাটে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। আপ্লুত অস্মিতার সংযোজন, ''আমি চাই আরও বাচ্চারা এই খেলায় অংশ নিক। তারা মাঠে নেমে খেলুক।'' গ্লাসগোর ফাইনালে কানাডার হেইডি কোয়াচের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই এখন চর্চার কেন্দ্রে। ওই একটা ম্যাচই যেন প্রমাণ করে দিয়েছে ভারতীয়দের মানসিক কাঠিন্য। ম্যাচে একটা সময় ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন। ভুল করায় পেনাল্টিও জুটেছিল। সেখান থেকে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন। ঠিক কীভাবে সম্ভব হল কঠিন লড়াই? অস্মিতার জবাব একদম সোজাসাপ্টা। আত্মবিশ্বাসের সুরে তিনি জানান, ''আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম যে সোনাটাই নেব। সেই জন্যই আমাকে জিততেই হত।'' এই অদম্য জেদই তাঁকে 'গোল্ডেন স্কোর' পর্বে নির্ণায়ক পয়েন্ট এনে দেয়। নিশ্চিত হয় গেমসে ভারতের প্রথম জুডো সোনা। অস্মিতার স্বপ্ন দেখার নেপথ্যে রয়েছে গোটা টিমের অবদান। গ্লাসগোর পোডিয়ামে তাঁর সঙ্গে উঠেছিলেন আরও তিন ভারতীয় অ্যাথলিট। পুরুষদের বিভাগে সোনা জিতেছেন হর্ষ সিং। রুপোজয়ী যামিনী মৌর্য। উন্নতি শর্মার ঝুলিতে এসেছে ব্রোঞ্জ। সব মিলিয়ে মোট চারটি পদক। ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসে যা এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। একসময় যে খেলা নিয়ে দেশের মানুষের খুব একটা আগ্রহ বা উন্মাদনা ছিল না, গ্লাসগো সেই জুডোকেই পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছে। অস্মিতার এই বক্তব্য ও স্বপ্ন আসলে গোটা দলেরই মনের কথা। আগামী দিনে আরও অনেক শিশু জুডোর ম্যাটে নামবে, চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন দেখবে। অস্মিতাদের হাত ধরে ভারতে জুডোর এক নতুন যুগের সূচনা হল। পরিকাঠামো আর আগ্রহ বাড়লে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের পদক সংখ্যা আরও বাড়বে। গ্লাসগোর মঞ্চ সেই সম্ভাবনার দরজাই হাট করে খুলে দিলেন অস্মিতা। মঙ্গলবার সকালে ত্রিপুরার লোকসভা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব দিল্লিতে তাঁর বাসভবনে কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণপদকজয়ী অস্মিতা দে-কে সংবর্ধনা জানান। এই ঐতিহাসিক সাফল্যের জন্য তিনি তরুণ জুডোকাকে অভিনন্দন জানান এবং ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানান। অস্মিতার এই কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করে বিপ্লব দেব তাঁকে ত্রিপুরার কৃতী কন্যা বলে অভিহিত করেন এবং বলেন, ''কমনওয়েলথ গেমসে জুডোয় স্বর্ণপদক জয়ী প্রথম ভারতীয় মহিলা খেলোয়াড় হিসেবে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।'' বিপ্লব দেব আরও বলেন, ''আজ দিল্লিতে তাঁর বাসভবনে ত্রিপুরার কৃতী কন্যা তথা কমনওয়েলথ গেমসে জুডোয় স্বর্ণপদক জয়ী প্রথম ভারতীয় মহিলা খেলোয়াড় অস্মিতা দে-কে সংবর্ধনা জানিয়ে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছি। ত্রিপুরার এই সাংসদ বলেন, ''অস্মিতার এই সাফল্য শুধু ত্রিপুরা নয়, সমগ্র ভারতের জন্যই গর্বের বিষয়।'' তিনি অস্মিতার কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও অদম্য সংকল্পের প্রশংসা করে বলেন, বহু প্রতিকূলতা অতিক্রম করেই তিনি এই সাফল্য অর্জন করেছেন। বিপ্লব দেব বলেন, ''অস্মিতার এই ঐতিহাসিক সাফল্যে গোটা ভারত এবং বিশেষ করে ত্রিপুরা গর্বিত।'' তিনি আরও বলেন, ''অস্মিতার এই অর্জন নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের খেলাধুলায় উৎকর্ষ সাধনে অনুপ্রাণিত করবে।'' তিনি আরও বলেন, ''অস্মিতার সংগ্রাম ও দৃঢ় সংকল্প দেশের যুবসমাজের কাছে এক উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে, বিশেষ করে যাঁরা আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চান।'' শেষে বিপ্লব দেব অস্মিতাকে আশীর্বাদ জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন যে, তিনি ভবিষ্যতেও আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের জন্য আরও গৌরব বয়ে আনবেন। তিনি বলেন, ''মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর আশীর্বাদে অস্মিতা আগামী দিনেও আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের জন্য আরও গৌরব বয়ে আনুক-এই প্রার্থনাই করি।''

শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগে ভারতীয় দলে নতুন ফিল্ডিং কোচ

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৪ আগস্টঃ এ যেন এক অবাক পরিবর্তন। ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচিং স্টাফের এই পরিবর্তন যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে বোঝাচ্ছে, এক অন্য সময় আসন্ন। ভারতীয় দলের নতুন ফিল্ডিং কোচ হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন শুভদীপ ঘোষ। ১৫ আগস্ট থেকে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২ টেস্টের সিরিজ খেলবে ভারত। শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন এই সিরিজ দিয়েই নতুন দায়িত্ব শুরু করবেন শুভদীপ। শুভদীপ খেলোয়াড় হিসেবে অসম ও রেলওয়ের হয়ে খেলেছেন। ১৯৯৪ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে তিনি ১৭টি প্রথম শ্রেণীর ও ১৭টি লিস্ট এ ম্যাচ খেলেন। মোট ৬২৩ রান করেছেন শুভদীপ, যার মধ্যে রয়েছে ৪টি হাফ সেঞ্চুরি। আইপিএলেও কাজ করেছেন শুভদীপ। ২০১৪ সালে গৌতম গম্ভীরের নেতৃত্বে কেকেআর যখন আইপিএল জিতেছিল, সেই দলের সাপোর্ট স্টাফে ছিলেন শুভদীপ। এছাড়া তিনি ছিলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের ফিল্ডিং কোচও।

পুলওয়ামায় হাতেখড়ি, দাগেস্তানের আখড়ায় ঘাম ঝরানো! ইউএফসি-র লক্ষ্যে অবিচল ওয়েস

নিজস্ব প্রতিনিধি

উপত্যকাজুড়ে এখন একটাই নাম। ওয়েস ইয়াকুব। এই তরুণ বিশ্ব কমব্যাট স্পোর্টসে রীতিমতো ঝড় তুলেছেন। আপাতত ভারতের ঘরে-ঘরে মিক্সড মার্শাল আর্টস বা এমএমএ-কে জনপ্রিয় করাই তাঁর মূল লক্ষ্য। সম্প্রতি ব্রেভ সিএফ ১০৭ টুর্নামেন্টে ডেলিয়ান জর্জিভকে হারিয়ে ওয়েস বুঝিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বমঞ্চে দাপট দেখাতে তিনি পুরোপুরি প্রস্তুত। ডেলিয়ান নেহাত সাধারণ কোনও প্রতিপক্ষ নন। ইউএফসি চ্যাম্পিয়ন ইলিয়া টোপুরিয়ার স্পারিং পার্টনার। ফলে ওয়েসের এই জয় ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে এক নতুন মাইলফলক। আধুনিক এমএমএ ইতিহাসে ইলিয়া টোপুরিয়া বা 'এল ম্যাটাডোর' এক অন্যতম ভয়ংকর নাম। ইউএফসি-র ফেদারওয়েট এবং লাইটওয়েট বিভাগে তাঁর দাপট প্রশ্নাতীত। নিখুঁত বক্সিং এবং অপরাজিত রেকর্ডের জন্য তিনি বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত। এমন একজন চ্যাম্পিয়নের স্পারিং পার্টনারকে হারিয়ে ওয়েস গোটা দুনিয়াকে একটা কড়া বার্তা দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন, সেরাদের তালিকায় তাঁর জায়গা এখন পাকা। ১৯৯৮ সাল। জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার মুররান গ্রামে জন্ম ওয়েসের। খেলাধুলোয় হাতেখড়ি ২০১২ সাল নাগাদ। প্রথমে শুরু করেছিলেন তায়কোন্ডো ও কিকবক্সিং দিয়ে। কমব্যাট স্পোর্টসে তাঁর সহজাত প্রতিভা চোখে পড়ার মতো। কঠোর পরিশ্রমে নিজেকে ঘষেমেজে তৈরি করেন তিনি। মার্শাল আর্টসের নানা বিভাগে গোটা দেশে জেতেন এক ডজনেরও বেশি জাতীয় পদক। এরপর বিশ্বজুড়ে এমএমএ-র জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকায় ওয়েস খাঁচার লড়াই বা কেজ-

ফাইটিংয়ে নজর ঘোরান। ব্রেভ সিএফ-এ প্রথম রাউন্ডেই ডেলিয়ানকে ছিটকে দিলেও, ওয়েসের শুরুটা এত মসৃণ ছিল না। ২০২৩ সালে দিল্লিতে ম্যাট্রিক্স ফাইট নাইট ১১-র মঞ্চে তাঁর পেশাদার অভিষেক ঘটে। সেই ম্যাচে তৃতীয় রাউন্ডে সাবমিশনের মাধ্যমে হেরে যান তিনি। তবে এই পরাজয় তাঁকে দমাতে পারেনি। বরং, নিজের খামতিগুলো বুঝতে সাহায্য করেছিল। উপলব্ধি করেন, গ্রাউন্ড ফাইটিং এবং রেসলিংয়ে আরও উন্নতি প্রয়োজন। এরপরই এক বড় ঝুঁকি নেন ওয়েস। সোজা পাড়ি দেন রাশিয়ার দাগেস্তানে। এই অঞ্চলটি খবিব নুরমাগোমেদভ বা ইসলাম মাখাচেভের মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন রেসলারদের আঁতুড়ঘরড় চলে কঠোর প্রশিক্ষণ। রেসলিং ডিফেন্স ও টেকডাউন কন্ট্রোলে নিজেকে নিখুঁত করে তোলেন তিনি। সেই পরিশ্রমের ফল মেলে হাতেনাতে। ভারত, কাজাখস্তান ও চিনে টানা বেশ কয়েকটি দাপুটে জয় ছিনিয়ে নেন ওয়েস। নিজের কেরিয়ারের পাশাপাশি সমাজের প্রতিও সমান দায়বদ্ধ এই তরুণ। ২০১৫ সালে পুলওয়ামায় প্রতিষ্ঠা করেন 'লায়নস ডেন মার্শাল আর্টস অ্যাকাডেমি'। গত কয়েক বছরে ২০০-র বেশি স্থানীয় তরুণ এখানে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। শরীরচর্চা ও মার্শাল আর্টসের মাধ্যমে যুবসমাজকে সঠিক পথের দিশা দেখাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান। ইতিহাস বলছে, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ওয়েসই প্রথম ফাইটার যিনি ব্রেভ কমব্যাট ফেডারেশনের মঞ্চে শুধু লড়েননি, জয়ও পেয়েছেন। উন্নত রেসলিং ও আগ্রাসী স্ট্রাইকিংয়ের কম্বিনেশনে তিনি এখন অনেক বেশি ধারালো। বিচারকদের রায়ের ভরসায় না থেকে প্রথম রাউন্ডেই বিপক্ষকে নকআউট করাই তাঁর বর্তমান স্টাইল। আপাতত তাঁর পাখির চোখ একটাই। ইউএফসি রস্টারে জায়গা ছিনিয়ে নিয়ে এমএমএ-র বিশ্বমঞ্চে সগর্বে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করা।

ইনফান্তিনোকে সরাতে ফিফাকে 'অচল' করার ছক বিরোধীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি

জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে ফিফা সভাপতি পদ থেকে সরাতে জোট গঠন করেছে ফুটবলের প্রভাবশালী কয়েকটি কনফেডারেশন। তাদের দাবি, ইনফান্তিনো স্বেচ্ছায় পদ না ছাড়লে তাঁকে কার্যত অচল করে দিতে ফিফার কার্যক্রম বর্জন থেকে শুরু করে বিকল্প আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজন পর্যন্ত নানা পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ইনফান্তিনো সম্প্রতি বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক স্বত্বের একটি অংশ বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রির পরিকল্পনা করেছিলেন। তীব্র সমালোচনায় সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার পর থেকেই তাঁর ওপর পদত্যাগের চাপ বেড়েছে। এখন তিনি পুরোনো মিত্রদের সমর্থন ধরে রাখার চেষ্টা করলেও পরিস্থিতি ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'দ্য টাইমস' জানিয়েছে, উয়েফা, কনক্যাকাফ ও এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের নেতারা ইনফান্তিনোকে সরাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আগামী মার্চে তিনি যদি চতুর্থ মেয়াদের জন্য আবারও নির্বাচনে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে তাঁকে ঠেকাতে বিভিন্ন কৌশল এরই মধ্যে ঠিক করা হয়েছে। ইনফান্তিনোর বিরোধীরা 'গভর্ন্যান্স বয়কট' বা প্রশাসনিকভাবে বর্জনের পরিকল্পনাও করেছে। এর আওতায় তারা ফিফা কাউন্সিল ও বিভিন্ন কমিটির বৈঠকে অংশ নেবে না এবং ফিফার সিদ্ধান্ত অনুমোদনেও অস্বীকৃতি জানাবে। প্রয়োজন হলে তারা বিকল্প আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করতেও প্রস্তুত। জানা গেছে, ২০১৭ সালে উয়েফা একটি বৈশ্বিক নেশনস লিগ আয়োজনের পরিকল্পনা তৈরি করেছিল, যা এত দিন বাস্তবায়ন করা হয়নি। ফিফার ২১১ সদস্যদেশের মধ্যে এখন পর্যন্ত মাত্র ১৫টি দেশ ইনফান্তিনোর প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। বিশ্বকাপের স্বত্ব বিক্রির পরিকল্পনার খবর প্রকাশের পর তাঁর পদত্যাগের দাবি আরও জোরালো হয়েছে। বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র 'দ্য টাইমস'-কে বলেছে, 'সবাই একমত যে তাঁর সরে যাওয়া উচিত। তিনি যদি না যান, তাহলে তাঁকে সরাতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বিষয়টিও এর মধ্যে রয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার বড়

দলগুলো কি ফ্রান্স বা স্পেনের বিপক্ষে খেলতে চাইবে, নাকি লেবানন কিংবা জিবুতির বিপক্ষে?' প্রয়োজনে ফিফা কাউন্সিলের জরুরি সভা ডাকার উদ্যোগও নেওয়া হতে পারে। কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য এতে সম্মত হলে ইনফান্তিনোর পদত্যাগের দাবি আনুষ্ঠানিকভাবে তোলা হবে। এরই মধ্যে ইউরোপের কয়েকটি ফুটবল সংস্থা ইনফান্তিনোর প্রতি আগের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে কিংবা প্রত্যাহারের পথে। এর মধ্যে রয়েছে দ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ), ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অব ওয়েলস, সার্বিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এবং সুইডিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। ইংল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন গত জুনের শেষ দিকে ইনফান্তিনোর পক্ষে সমর্থনপত্র পাঠালেও এখন তা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত শনিবার এক বিবৃতিতে সংস্থাটি বলেছে, বিশ্ব ফুটবল যেন স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হয়, সে জন্য ফিফার নেতৃত্ব ও সুশাসন নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও কঠোর পর্যালোচনা প্রয়োজন। ওয়েলস ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনও এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২০২৭-২০৩১ মেয়াদের জন্য ফিফা সভাপতি পদে ইনফান্তিনোর প্রার্থিতার প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করা হয়েছে। সংস্থাটি বলেছে, 'সুশাসন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নেতৃত্ব, মূল্যবোধ, অংশীজনদের সঙ্গে সম্পর্ক, যোগাযোগ ও বিচক্ষণতার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক ব্যর্থতার কারণে ইনফান্তিনোর প্রতি আমাদের আস্থা আর নেই। ফুটবলের সর্বোচ্চ স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে ব্যর্থ হওয়া এমন একটি বিষয়, যা আমরা মেনে নিতে পারি না।' ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা ইনফান্তিনোকে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আইনজীবীদের মাধ্যমে একটি আইনি নোটিশ পাঠিয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে, ফিফার 'ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজেস (এফএফই)' পরিকল্পনা নিয়ে আইনি ব্যবস্থা, সালিসি কিংবা নিয়ন্ত্রক সংস্থায় অভিযোগ করার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। নোটিশে আরও বলা হয়েছে, এ পরিকল্পনা-সংক্রান্ত সব নথি, ই-মেইল এবং সংরক্ষিত তথ্য অবিলম্বে সংরক্ষণ করতে হবে। কোনো অভ্যন্তরীণ নথি সংরক্ষণ নীতি বা নিয়মিত তথ্য মুছে ফেলার প্রক্রিয়ার অজুহাতে এসব তথ্য ধ্বংস করা যাবে না।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো–অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা–৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা–৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক–অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com